Copyright [illegible]   [Registered. No

চিকিৎসারত্ন।

প্রথম খণ্ড।

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং।"

চিকিৎসক

শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক প্রণীত

কলিকাতা শোভাবাজার ষ্ট্রীট ১১৫।১ নং ভবন
হইতে তৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত।

Registered under Act XX of 1847

কলিকাতা

বাগবাজার ২নং আনন্দ চট্টোপাধ্যায়ের লেন
[illegible] এণ্ড কোং যন্ত্র হইতে শ্রীচন্দ্রনাথ রায়
দ্বারা মুদ্রিত।

সন [illegible] সাল। — ১৭ ই আষাঢ়।

মূল্য ২৲ টাকা।

To

PUNDIT DWARKA NATH VYDDYARATNA.

SIR,

I have gone through, with pleasure, your *Chikitsaratna* in manuscript, and am glad to say that it contains more useful matters than most of the ordinary books of this nature that are daily coming out of the press in numbers. The diseases that are treated in it are done so very carefully, and are of common occurrence in this country. I hope it will make, if published, a very useful guide to lay men and villagers who are in need of proper medical aid.

167 Upper Circular Road
Calcutta the 11*th May*, 1889.

Yours faithfully
Bidhu Bhushun Ghose
L. M. S.

To

PUNDIT DWARKA NATH VYDDYARATNA.

DEAR SIR

I have perused the whole of your Chikitsaratna in Bengalee and am satisfied with its easy style and mode of arrangement. It treats with most of the common diseases that infect men. Instead of making this book a voluminous one with the description of medicines that are rarely used only those that are commonly used have been dealt with. It will be of great service to men inhabiting places where professional aid is not available. Any man with strong common sense will be able to conduct fever cases &c. thoroughly if he only takes the trouble to read the book carefully. The addition of the last two chapters treating of মুষ্টিযোগ has greatly enhanced the value and usefulness of your book.

Shyam Bazar Druggist Hall
Calcutta the 12*th*, *June*, 1889.

Yours faithfully
Kalee Krishna Chatterjee
L. M. S.

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দ্বারকা নাথ বিদ্যারত্ন কবিরাজ মহাশয় কৃত "চিকিৎসারত্ন" গ্রন্থখানি আমি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি [illegible] গ্রন্থখানি বাস্তবিক চিকিৎসারত্ন-ই বটে, গৃহস্থ মাত্রেই এ রত্নখণি হস্তগত [illegible] রাখিলে আর তাঁহাদিগকে ডাক্তার কবিরাজের উপাসনা [illegible] করিতে কিম্বা বিনা চিকিৎসায় প্রাণ হারাইতে হইবে [illegible] ডাক্তার ও বৈদ্যদের দর্শনী এবং ঔষধের ব্যয় দিতে দিতে গৃহস্থমাত্রেই [illegible] পড়িয়াছেন, এ অবস্থায় চিকিৎসাতত্ত্বজ্ঞ সদয়হৃদয় পরদুঃখকাতর [illegible] মহাশয় চিকিৎসারত্ন প্রচার করিয়া বঙ্গদেশের পরম মঙ্গল [illegible] করিলেন, চিকিৎসারত্ন দৃষ্টে সকলে-ই আবাল বৃদ্ধ বনিতার সকল [illegible] রোগের চিকিৎসা করিতে পারিবেন। এখন কৃতজ্ঞ বঙ্গবাসি-গণ [illegible] তাঁর যথোচিত সম্মান রক্ষা করুন, আমার এই প্রার্থনা।

পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যারত্ন মহাশয় নিষ্ঠুর ডাক্তার ও অর্থলোভী [illegible] কবিরাজদিগের হস্ত হইতে এবং ঔষধের ভয়ানক ব্যয় হইতে [illegible] রক্ষা করিলেন, যদি কোন মহাপুরুষ ব্রীটিসাধিকৃত-ভারত [illegible] মোকদ্দমার ব্যয় হইতে রক্ষা করিতে পারেন, তবেই দেশে শান্তি স্থাপন হয়।

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪০৩। ৪ আষাঢ়

শ্রীদীনবন্ধু সেন।
পুলিস-গেজেটের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

এই চিকিৎসারত্ন পাঠ করিয়া সাধারণ ভদ্রলোক মাত্র প্রচলিত [illegible] রাদের চিকিৎসা কার্য্য অর্থাৎ রোগ নির্ব্বাচন পূর্ব্বক ঔষধ প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ, পথ্যাপথ্য ব্যবস্থাস্থির-করা ইত্যাদি কার্য্য এবং কলিকাতায় আবিষ্কৃত [illegible] প্যাটেণ্ট ঔষধসদৃশ আশু গুণকর, প্লীহা যকৃৎ ও ম্যালেরিয়া সহ জ্বর নাশক এবং প্রদর ও প্রমেহ নাশক মহৌষধ প্রস্তুত কার্য্য সুচারু রূপে নির্ব্বাহ করিতে সুদক্ষ (বিশেষ পারদর্শী) হইবেন—কি—না,—ইহা (চিকিৎসারত্ন) মনঃসংযোগ পূর্ব্বক আদ্যন্ত পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন এবং এই গ্রন্থকে হিতোপযোগী, [illegible], আয়ুর্ব্বেদ ও পঞ্জিকা সদৃশ নিত্য প্রয়োজনীয় ইত্যাকার জ্ঞান [illegible] [illegible] হইলে আশাকরি, মৎকৃত অসীমদুরূহ পরিশ্রম সফল হইবে।

মহোদয় পাঠক! সামান্য অর্থ পিশাচ নরাধমের ন্যায় যা,—তা;—লিখিয়া মুদ্রিতান্তে জগন্মণ্ডলের অর্থশোষণচেষ্টা আমার নয়। ইহা পাঠে তাহা সম্যক রূপে আপনাদের প্রতীতি হইবে। সাধারণের শিক্ষয়িতব্য, সতত প্রয়োজনীয়, মঙ্গলজনক, এবং জীবন রক্ষক চিকিৎসাজ্ঞান কুটিলজাতি-বিশেষের হস্তে নিপতিত হইয়া বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে। সেই কুটিল চিকিৎসকগণের মধ্যে কোন ব্যক্তির কোন বিষয় উত্তম শিক্ষা থাকিলে, তাহা অপরকে কদাপি শিক্ষা প্রদান করেন না। অন্যের কথা দূরে থাকুক গুরুপুত্র বা প্রিয়পুত্র হইলেও ফলদায়ক ঔষধ ও উপদেশাদি প্রকাশ পূর্ব্বক কিছুই শিক্ষা দেন না। ইহা কি সরলতার চিহ্ন?—না;—দেশোন্নতির চিহ্ন?—না;—দেশ বিনষ্ট কবিবার চিহ্ন? আপনারা-ই বিচার করুন। যে চিকিৎসাজ্ঞান প্রতি মূহুর্ত্তে প্রতিগৃহে আবশ্যক, তাহা কুটিলতা প্রযুক্ত লোপ ও গোপন করা কি মূর্খের কার্য্য নয়? এইরূপে অস্মদ্দেশীয় দেবদুর্লভ চিকিৎসাজ্ঞান বিরল। আহা!!! আমাদের কষ্ট ও অকালমৃত্যুর প্রতি ইহাই একটি কারণ একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

সভ্য পাঠক! নাটক নবেল পুস্তক বা ডেনিউভ নদীর তীরবর্ত্তি সুদীর্ঘ ঝাউ গাছে চড়িয়া দিল্লীর মস্‌জিদ দেখিতে পাওয়া যায় ইত্যাদি মর্ম্মের পুস্তক পাঠ অপেক্ষা চিকিৎসা জ্ঞান লাভের পুস্তক পাঠে যে, কি পরিমাণে ফলোদয় হয়, তাহা ধীমানের চিন্তনীয়।

ক্ষণবিধ্বংসি, শোণিত শুক্রোদ্ভূত, ক্রিমিকুলাকীর্ণ মদ্দেহে যে কিঞ্চিৎ চিকিৎসাজ্ঞান সঞ্চয় হইয়াছে বা হইতেছে। তন্মধ্যে কথঞ্চিৎ সরলান্তঃকরণে ইতিপূর্ব্বে ১২৯০ হইতে ১২৯৩ সাল পর্য্যন্ত "আর্য্য-চিকিৎসক" নামধেয় গ্রন্থ দ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে। তদ্দ্বারা বঙ্গ বেহার উড়িষ্যা ইত্যাদি দেশীয় (ভারতবর্ষীয়) লোকের প্রেরিত প্রশংসা পত্রাদি দ্বারা উৎসাহিত হইয়া "পরোপকার মহদ্ধর্ম্ম" বিবেচনায় পুনর্ব্বার বহু কষ্টে গুহ্য ঔষধাদি সংগ্রহ ও পরীক্ষা পূর্ব্বক অসীম যত্নে ও সাবধানে মুদ্রাঙ্কণ কার্য্যান্তে সাধারণের হৃদয়কে চিকিৎসাজ্ঞানালোকে জ্যোতির্ম্ময় করণাভিলাষে অধুনা এই চিকিৎসারত্ন পুস্তক প্রকাশিত করিলাম। ইহা দ্বারা সাধারণে কথঞ্চিৎ উপকৃত ও সাধারণকর্ত্তৃক ইহা সমাদৃত এবং গৃহীত হইলে অপরাপর বিষয় প্রকাশ করিব। এক্ষণে অর্থাভাবপ্রযুক্ত সম্যক বিষয় প্রচারে অক্ষম হইলাম।

চিকিৎসক—

শ্রীদ্বারকা নাথ দেবশর্ম্মণো নিবেদন মেতৎ।

সূচীপত্র।

গ্রন্থারম্ভে মুখবন্ধন।

নাড়ী-পরীক্ষা।

জ্বরের বিষয়।

প্রয়োজনীয় ঔষধের গুণ ক্রিয়া ও মাত্রা।

প্রমেহ রোগের বিষয়

গর্ম্মি-চিকিৎসা।

* এই বিবিধ মুষ্টিযোগে অসংখ্যরোগের আশু শান্তিকর ও প্রীতিদায়ক ব্যবস্থা আছে; প্রত্যেকের নাম উল্লেখ পূর্ব্বক সূচী করিলে অধিক বাহুল্য। আবশ্যক বিধায়ে ১৬৪। ১৮২ পৃষ্ঠা পাঠকগণ দৃষ্টি করিয়া কার্য্য করিবেন। সূচীপত্র উত্তম রূপে মুদ্রিত করিতে না পারায় বিশেষ দুঃখিত রহিলাম। বারান্তরে এ দোষ সংশোধন করিব।

পুস্তক বিক্রয়ের ঠিকানা।

কলিকাতা কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ২০১ নং মেডিকেল লাইব্রেরী শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্তব্য।

শ্রীশ্রীদুর্গায়ৈ নমঃ।

চিকিৎসারত্ন।

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনং"

ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষাণামারোগ্যং মূলমুত্তমং।
রোগাস্তস্যাপহর্ত্তারঃ শ্রেয়সো জীবিতস্য চ॥
ইতি আয়ুর্ব্বেদোক্ত-ভৈষজ্য-রত্নাবল্যাং ধৃতবচনং।

অস্যার্থঃ—ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষাণাং আরোগ্যং নীরোগত্বং, উত্তমং সুন্দরং, মূলং কারণং; কিন্তু তস্য শ্রেয়সঃ আরোগ্যস্য, জীবনস্যচ সর্ব্বে রোগাঃ অপহর্ত্তারঃ অপহন্তারঃ, ইত্যন্বয়ঃ।

সুধীপাঠক! ধর্ম্ম, অর্থ (ধনোপার্জ্জন), কাম (বাঞ্ছিত বস্তুর ইচ্ছা), মোক্ষ (মুক্তি); এই চতুর্ব্বর্গ-ফল-লাভের প্রতি প্রধান এবং সুন্দর কারণ আরোগ্য (সুস্থতা)। শরীর সুস্থ না থাকিলে কেহই আপন অভিলষিত কার্য্যে সমর্থ হয় না। পীড়া ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইলে দেহধ্বংস করিতেও সুদক্ষ; অতএব আরোগ্য লাভ ও অমূল্য দেহরত্নরক্ষা, এতদুভয় কার্য্য ধীমানের অবশ্য কর্ত্তব্য।

তাহার সদুপায় স্বয়ং স্বয়ং কিঞ্চিৎ চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা ব্যতীত অপর কিছুই লক্ষ্য হয় না। প্রতি কথায় উপাসনা পূর্ব্বক লাল, কালা

জলীয় বা বটী-ঔষধ ক্রয় করিয়া দিনাতিপাত করা নিতান্ত পরাধীনতা স্বীকার মাত্র, সময় ক্রমে বা স্থান মাহাত্ম্যে ভাগ্যবশাৎ তাহাও দুষ্প্রাপ্য-জন্য সতত জীবননষ্ট ও পুত্রকলত্রাদি শোকে অভিভূত হইতে হয়। যে চিকিৎসা বিদ্যার অহর্নিশি আবশ্যক, তদ্বিষয়ে নিতান্ত মূঢ় থাকা-ই সম্পূর্ণ মূর্খের কার্য্য।

বিদ্যাভ্যাস কালে বিদ্যালয়ে (স্কুলে) রাজকীয় কার্য্যোপযোগিনী নানা বিদ্যা সহ মল্লের কার্য্য (জীম্‌নাষ্টিক্ বা কুস্তি ও প্যারেড্ বন্দুক ধরা ইত্যাদি) সুচারুরূপে শিক্ষা প্রদান হয়, তৎসহ এই অত্যাবশ্যকীয় পূজিত এবং আদৃত চিকিৎসা বিদ্যার কিঞ্চিন্মাত্র আলোচনা না থাকার প্রতি কারণ কি?

শিশুগণ "স্বাস্থ্য-রক্ষা" নামধেয়, যে পুস্তক বিদ্যালয়ে পাঠ করিয়া থাকে, তাহা চিকিৎসাশাস্ত্রে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ব্যক্তি-কর্ত্তৃক অর্থলালসায় সংগৃহীত। সেইরূপ পুস্তকে উপকৃত হইতেছেন কি? অতএব সাধারণে চিকিৎসা বিদ্যা কিঞ্চিৎ শিক্ষা করাই অস্মদাদির বিবেচ্য।

সংক্ষেপ-দেহতত্ত্ব।

প্রাণিগণ যে সকল বস্তু ভোজন ও পান করে, সেই সকল ভুক্তদ্রব্য পাকস্থলীতে (ষ্টম্যাকে) লালাসহ গমন করিলে পাকস্থলী হইতে এক প্রকার রস (গ্যাষ্ট্রিক্‌যুষ নামক দ্রাবক) বহির্গত হইয়া সেই ভুক্ত-দ্রব্যের গাত্রে সংলগ্ন হইলে দ্রবীভূত হইয়া দেহের হিতসাধক সারাংশ, জলীয়াংশ, অনিষ্ট সাধক বিষাংশ ও অসারাংশ (শিটা), এই চতুর্ব্বিধ অংশে মিশ্রিত হইয়া পাকস্থলীতে ভাসমান হইতে থাকে; তদন্তে ঐ দ্রবীভূত বস্তু অন্ত্র প্রদেশ গমনকালে যকৃদ্ যন্ত্র নিঃসৃত পিত্তরস সহ মিশ্রিত হইয়া ক্রমে অন্ত্রনাড়ীর অধঃপ্রদেশে গমন করিতে থাকে; এইরূপ ক্রিয়ার নাম পরিপাক কহে।

এই রূপে পরিপাক সময়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা সকল ও স্থূল-শিরা সকল পাকস্থলীস্থ জলীয়াংশের সহিত মিশ্রিত ভুক্তদ্রব্যের সারাংশকে বহন

করিয়া সমস্ত দেহে বিস্তীর্ণ করিতে থাকে (১); যকৃদাদি যন্ত্রের সাহায্যে পাকক্রিয়া সম্পন্ন হইলে ভুক্ত বস্তুর অবশিষ্ট অসারাংশ পরিপাক যন্ত্রের অপরাপর অংশে অর্থাৎ নিম্নাংশে প্রেরিত হয়। সেই অসার ভাগকে মল বা বিষ্ঠা কহে; অনাবশ্যকীয় জল ভাগকে মূত্র ও ঘর্ম্ম কহে।

পাকযন্ত্র হইতে ভুক্ত দ্রব্যের জল মিশ্রিত সারভাগ, যাহা সূক্ষ্ম ও স্থূল শিরা পথ অবলম্বনে সমস্ত দেহে গমন করিতেছে, সেই সারভাগ-মিশ্রিত জলভাগের নাম রস, সেই রস (২) শিরা দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া শোণিতস্রোতে মিলিত ও শোণিতে পরিণত হয়। সেই রক্ত ধমনী শিরা দ্বারা অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি সর্ব্বদেহে হৃৎপিণ্ড-কর্তৃক প্রেরিত হয়। এই রূপে শোণিত সঞ্চালন হইলে দেহমাত্র-ই সক্রিয় হইয়া থাকে। এই প্রকারে রক্তের চালনা হইতে হইতে ঐ রক্ত সমস্ত শরীরে সারাংশ প্রদান ও অসারাংশ গ্রহণ করিয়া হীনবীর্য্য ও দূষিত হইয়া অপরাপর শিরা দ্বারা হৃৎপিণ্ডের (৩) একাংশে আগমন করে। তৎপরে হৃৎপিণ্ডের দ্বিতীয় অংশ

(১) যেমন জলাশয়ের বা জলাধারের চতুর্দ্দিকে নল (পাইপ) বসান থাকিলে দ্রবময় জল অনায়াসে তাহার মধ্য দিয়া নলের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত গমন করিতে পারে, সেইরূপ পাকস্থলী হইতে দেহের হিতসাধক জলীয়াংশের সহিত মিশ্রিত ভুক্ত দ্রব্যের সারাংশ, সূক্ষ্ম এবং স্থূল শিরা দিয়া সমস্ত শরীরে সর্ব্বদা গমন করিতে থাকে। যদি কেহ ভয়ানক বিষাক্ত বস্তুই ভক্ষণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে স্বাভাবিক অবস্থায় সেই বিষাক্ত ভুক্ত দ্রব্যে দেহের হিতজনক অংশ নাই বলিয়াই বিষাংশ সমূহ অপরাপর শিরাপথ অবলম্বন করিয়া সম্যক দেহে গমন করণানন্তর সমস্ত দেহ বিষাক্ত হয়, তজ্জন্য তৎপরে তাহার প্রাণনাশ হইয়া থাকে।

(২) শারীরিক যন্ত্র ও শিরাদি সম্যক সতত বায়ু কর্তৃক সঞ্চালিত হইয়া থাকে।

(৩) হৃৎপিণ্ড চারিঅংশে বিভক্ত অর্থাৎ হৃৎপিণ্ড মধ্যে চারিটী ঘর আছে। প্রথম ঘরে হীনবীর্য্য ও দূষিত শোণিত সঞ্চয় হয়। দ্বিতীয় ঘরে ঐ শোণিত গমন করিয়া তথা হইতে দুই মুখবিশিষ্ট এক শিরা বা স্থূল পথ দিয়া ফুস্ ফুস্ যন্ত্রের (লংসের) দুই পার্শ্বে গমন করিয়া ঐ ফুস ফুস্ যন্ত্র দ্বারা পরিশোধিত হইয়া হৃৎপিণ্ডের তৃতীয় ঘরে গমন করে। তথা হইতে ঐ শোণিত চতুর্থ ঘরে গমন করিয়া ধমনী দ্বারা সর্ব্বদেহে সঞ্চালিত হইতে থাকে।

হৃৎপিণ্ড—

১	২
৩	৪

কর্ত্তৃক বক্ষঃস্থলীয় ফুস্‌ফুস্ যন্ত্রে (লংসে) চালিত হয়। এই স্থলে শ্বাস প্রশ্বাস (৪) দ্বারা ঐ দূষিত শোণিত পরিশোধিত হইয়া হৃৎপিণ্ডের অপরঅংশে (তৃতীয় ঘরে) গমন করে; এবং তথা হইতে এই শোধিত শোণিত চতুর্থ ঘরে গমন করিয়া ধমনী দ্বারা পূর্ব্ববৎ সম্যক্ দেহে সঞ্চালিত ও পুনর্ব্বার সর্ব্বশরীরে সারাংশ প্রদান ও অসারাংশ গ্রহণ করিয়া হীনবীর্য্য ও দূষিত হইয়া পূর্ব্ববৎ কার্য্য করিতে থাকে; রক্ত সঞ্চালন কালীন ঐ রক্ত হইতে কিয়দংশ অসারভাগ, মূত্র ও ঘর্ম্মের সহিত নির্গত হয়।

রক্তের সারাংশ হইতে মাংসের কণিকা জন্মাইয়া দেহের পুষ্টিসাধন করে। মাংসের সারভাগ হইতে মেদঃ উৎপন্ন হয় (৫)। মেদো ধাতুর সারভাগ হইতে অস্থি বর্দ্ধিত হয় অর্থাৎ জন্মায়। অস্থির সারভাগ হইতে ঘৃতবৎ অথবা তৈলবৎ মজ্জা জন্মায়, সেই মজ্জার সারভাগ হইতে পুরুষের শুক্র (৬), স্ত্রীজাতির ওজঃ ও আর্ত্তব অর্থাৎ ঋতু সম্বন্ধীয় রক্ত উৎপন্ন হয়।

যেমন দুগ্ধে ঘৃতাদি কিছুই লক্ষ্য হয় না; কিন্তু প্রচ্ছন্নভাবে দেদীপ্যমান রহিয়াছে; সেই হেতু চেষ্টা করিলেই, সেই দুগ্ধ হইতে ক্ষীর, দধি, তক্র, আমিক্ষ (ছানা), মাখন, নবনী ও ঘৃত উৎপন্ন করিতে পারা যায়; সেইরূপ প্রাণিগণ খাদ্যবস্তু ভক্ষণ করিয়া সেই খাদ্য হইতে রস, রক্ত, মাংস, মেদঃ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র, ওজঃ, আর্ত্তব, মল, মূত্র, ঘর্ম্ম, বায়ু, পিত্ত ও কফ উৎপন্ন করিতে পারে। খাদ্যবস্তু হইতে শরীরের যন্ত্রাদি দ্বারা যেমন রসাদি

---

(৪) নিশ্বাস সম্বন্ধীয় বায়ুর সহিত বিষের (পয়জনের) অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ থাকে বলিয়াই প্রাচীন মহাত্মগণ পরস্পরকে গাত্রে নিশ্বাস বা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে নিবারণ করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, নিশ্বাসের সহিত পরিত্যক্ত বিষাংশ অপর ব্যক্তির লোমকূপ বা শ্বাস প্রশ্বাসাদি দ্বারা দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলে অবশ্যই তাহার দেহ দূষিত হইতে পারে, এককারণ ঋষিগণ গাত্রে নিশ্বাস ত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

(৫) শরীরে অধিক পরিমাণে মেদোধাতু জন্মাইলে শরীর স্থূল হয়।

(৬) পুরুষের বিশুদ্ধ শুক্রে মৎস্যের মংসোর আকৃতির ন্যায় অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কীট থাকে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রাদি দ্বারা লক্ষ্য করিলে লক্ষিত হয়।

সকল উদ্ভব হয়, সেইরূপ ঐ ভোজ্য বস্তুর ভেদাভেদবশতঃ এবং অবস্থার ভেদাভেদবশতঃ শরীরস্থ বায়ু (শরীর সঞ্চালক বাতাস), পিত্ত ও কফ (শ্লেষ্মা), এই তিনটিরও হ্রাস ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে (৭)। এই পঞ্চদশ ধাতুর মধ্যে বায়ু, পিত্ত ও কফ, এই তিনটিও প্রধান ধাতু এবং শরীর চালক। ইহাদের গতি নিরীক্ষণ করিয়া বহুতর ব্যাধি নির্ণয় হইয়া থাকে।

রস, রক্ত, মাংস, মেদঃ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র, ওজঃ, আর্ত্তব, মল, মূত্র, ঘর্ম্ম, বায়ু, পিত্ত ও কফ; এই পঞ্চদশ ধাতুর ন্যূনাতিরেকের নাম পীড়া, সমভাবে থাকার নাম সুস্থতা।

রোগোৎপত্তি ও ভিন্ন ভিন্ন রোগোৎপত্তির বিষয়।

রস, রক্ত, মাংস, মেদঃ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র, ওজঃ, আর্ত্তব, বায়ু, পিত্ত, কফ, মল, মূত্র ও ঘর্ম্ম, এই পঞ্চদশ পদার্থ যে শরীরে যে পরিমাণে থাকা বিধি; সেই দেহে সেই পরিমাণে না থাকিয়া যদ্যপি হ্রাস ও বৃদ্ধি হয়, তাহার নাম পীড়া। এই পঞ্চদশ পদার্থের হ্রাস ও বৃদ্ধির প্রভেদ বশতঃ (পরিমাণের কমবেশি হওয়া নিবন্ধন) ব্যাধির ভেদ অর্থাৎ এই পরিমাণ দেহে, এই পরিমাণে রস, এই পরিমাণে রক্ত, এই পরিমাণে মাংস ইত্যাদি পঞ্চদশ ধাতুর অনিয়মিত পরিমাণ-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রোগোৎপত্তি হইয়া থাকে; অতএব ব্যাধি অসংখ্য প্রকার, তাহার সীমা করিবার সম্ভব নাই। কিন্তু সেই ব্যাধি চারিভাগে বিভক্ত। কোন রোগ উৎপন্ন হইলে নিম্নলেখিত চতুর্ব্বিধর অন্যতম মধ্যে অবশ্যই পরিগণিত হইবে।

ব্যাধি কত প্রকার।

শারীর মানসাগন্তু সংজ্ঞা ব্যাধয়ো মতাঃ॥
শারীরা জ্বরকুষ্ঠাদ্যাঃ ক্রোধাদ্যা মানসা মতাঃ।

---

(৭) যখন যে ধাতু হ্রাস হইবে, তখন সেই ধাতু বর্দ্ধক ভোজ্য ভোজন করা কর্ত্তব্য এবং যখন যে ধাতু বৃদ্ধি হইবে, তখন সেই ধাতু নাশক ভোজ্য ভোজন করা বিধেয়।

আগন্তবোহভিশাপোত্থাঃ সহজাঃ ক্ষুত্তৃষাদয়ঃ।
এবম্প্রকারেণৈব ব্যাধিশ্চতুর্ব্বিধঃ ॥

শারীরিক, মানসিক, আগন্তুক এবং সহজ, এই চারি প্রকার ব্যাধি; ইহার মধ্যে জ্বর কুষ্ঠ ইত্যাদিকে ঋষিগণ শারীরিক, ক্রোধাদিকে মানসিক, অভিশাপোৎপন্নকে আগন্তুক, এবং ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতিকে সহজ ব্যাধি কহিয়াছেন।

সুস্থতা এবং পীড়ার লক্ষণ।

দোষাণাং সাম্যমারোগ্যং বৈষম্যং ব্যাধিরুচ্যতে।
সুখসংজ্ঞকমারোগ্যং বিকারো দুঃখমেবচ ॥

বায়ু, পিত্ত, কফাদি ধাতু সকলের সমভাবে অবস্থিতির নাম সুস্থতা, বৈষম্যের অর্থাৎ ন্যূনাতিরেকের নাম পীড়া। সুস্থতার নামান্তর সুখ, পীড়ার নামান্তর দুঃখ।

জ্যোতিস্তত্ত্বে।

আয়ুষো কর্ম্মণি ক্ষীণে লোকোহয়ং দূয়তেময়া।
নৌষধানি ন মন্ত্রাশ্চ ন হোমা ন পুনর্জপাঃ।
ত্রায়ন্তে মৃত্যুনোপেতং জরয়া চাপি মানবং ॥

তত্রৈব। পরমায়ুঃ সত্ত্বেও মৃত্যু সম্ভব।

বর্ত্ত্যাধার স্নেহযোগাৎ যথাদীপস্য সংস্থিতিঃ।
বিক্রিয়াপিচ দৃষ্টৈবমকালে প্রাণ সংক্ষয়ঃ ॥

জ্যোতিস্তত্ত্বে উল্লেখিত হইয়াছে যে, আয়ুষ্য কর্ম্মের ক্ষয়ান্তে মৃত্যু কর্ত্তৃক জীব মাত্র প্রপীড়িত হইলে, তখন ঔষধ, মন্ত্র, হোম, পুনঃপুনর্জ্জপ, ইহাদের মধ্যে কেহই জরা ও মৃত্যু হইতে জীবকে পরিত্রাণ করিতে পারে না। কোন কোন সময়ে বা পরমায়ুঃ সত্ত্বে প্রাণীর প্রাণ নষ্ট হয়; যেমন দীপে বর্ত্তি ও তৈল সত্ত্বে বিক্রিয়া বশতঃ অকালে নির্ব্বাণতা প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তদ্রূপ আয়ুঃ সত্ত্বেও বিক্রিয়া বশতঃ জীবের প্রাণ নাশ হইবার সম্ভব।

বর্জ্জনীয়-রোগীর লক্ষণ।

যাদৃচ্ছিকো মুমূর্ষশ্চ বিহীনঃ করণৈশ্চ যঃ।
বৈরীচ বৈদ্যবিদ্বেষী শ্রদ্ধাহীনঃ সশঙ্কিতঃ॥
ভিষজা মনিয়ম্যশ্চ নোপক্রম্যো ভিষগ্বিদা।
এতানুপচরন্ বৈদ্যো বহূন্ দোষা নবাপ্নুয়াৎ॥

স্বেচ্ছাচারী, মুমূর্ষু, ইন্দ্রিয় শক্তি-বিহীন, বৈরী, বৈদ্যবিদ্বেষী, শ্রদ্ধাহীন, সশঙ্কিত, চিকিৎসকের অবাধ্য; এতাদৃশ ব্যক্তির চিকিৎসা করা চিকিৎসকের কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু ইহাদের চিকিৎসা করিলে নানাবিধ কলঙ্ক উপস্থিত হইবার সম্ভব।

চিকিৎসার চরম সময় নিরূপণ।

যাবৎ কণ্ঠাগতাঃ প্রাণা যাবন্নাস্তি নিরিন্দ্রিয়ঃ।
তাবচ্চিকিৎসা কর্ত্তব্যা কালস্য কুটিলা গতিঃ॥

যে পর্য্যন্ত কণ্ঠাগত প্রাণ থাকিবে এবং ইন্দ্রিয় অবশ না হইবে; সেই পর্য্যন্ত চিকিৎসা কার্য্য বিধি। যেহেতু সময়ের গতি কিছুই বুদ্ধিস্থ হয় না।

জাতমাত্রশ্চিকিৎস্যস্তু নোপেক্ষ্যোঽল্পতয়া গদঃ।
বহ্নিশস্ত্র বিষৈস্তুল্যঃ স্বল্পোঽপি বিকরোত্যসৌ॥

যথা স্বল্পেন যত্নেন ছিদ্যতে তরুণস্তরুঃ।
স এবাতিপ্রবৃদ্ধস্তু ছিদ্যতেঽতি প্রযত্নতঃ॥

ব্যাধি উৎপন্ন হইবা মাত্র চিকিৎসা করাইবে, সামান্য বলিয়া উপেক্ষা করিবে না; যেহেতু অল্পপরিমিত বহ্নি, শত্রু ও বিষের ন্যায় সামান্য ব্যাধিও মহান্ বিকার সমুত্থিত করিতে পারে। আর যেমন ক্ষুদ্র বৃক্ষ অল্প আয়াসে ছিন্ন হয়, কিন্তু বৃহৎ হইলে অতি যত্নেও তাহা ছেদন করা দুষ্কর; সেই প্রকার ব্যাধি-বর্গও সামান্যাবস্থায় অল্পায়াস সাধ্য। মহান্ বিকার সমুত্থিত হইলে মহতী চিকিৎসাতেও উপকার সন্দেহ।

চিকিৎসা কার্য্যে ফলাফল কথন।

ক্বচিদ্ ধর্ম্মঃ ক্বচিন্মৈত্রী ক্বচিদর্থঃ ক্বচিদ্ যশঃ।
কর্ম্মাভ্যাসঃ ক্বচিচ্চাপি চিকিৎসা নাস্তি নিষ্ফলা॥

চিকিৎসা কার্য্যে কোনস্থানে ধর্ম্ম, কোনস্থানে বন্ধুতা, কোনস্থলে অর্থ, কোনস্থানে বা যশোলাভ, কুত্রাপি বা কর্ম্মাভ্যাস, ইহার অন্যতম হইয়া থাকে। সুতরাং চিকিৎসা কোন স্থানেই নিষ্ফলা হয় না।

অপ্যেকং নীরুজং কৃত্বা জন্তুং যাদৃশতাদৃশং।
আয়ুর্ব্বেদ প্রসাদেন কিংন দত্তং ভবেদ্ভুবি॥
কোপিলা কোটিদানাদ্ধি যৎ ফলং পরিকীর্ত্তিতং।
ফলং তৎকোটিগুণিত মেকাতুর-চিকিৎসয়া॥

তথাচ নন্দিপুরাণে।

ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষাণামারোগ্যং কারণং যতঃ।
তস্মাদারোগ্য-দানেন নরো ভবতি সর্ব্বদঃ॥

অপেক্ষ্যং নীরুজীকৃত্য ব্যাধিতং ভিষজৈর্নরঃ।
প্রযাতি ব্রহ্মসদনং কুলসপ্তক-সংযুতঃ॥
অপি মূলেন কেনাপি মর্দ্দনাদ্যৈ রথাপি বা।
সুস্থীকৃত্য ভবেন্মর্ত্যঃ পূর্ব্বোক্তং লোকমুত্তমং॥

যদ্যপি আয়ুর্ব্বেদ প্রসাদ বলে কোন জীবকে প্রাণদান করিতে পারা যায়, তাহা হইলে তাহাকে জগতের কি না দান করা হইল; অর্থাৎ সকল দ্রব্যই দান করা হইল। কোটি কোপিলা দানে যে সকল ফল কথিত আছে, চিকিৎসা দ্বারা একটি মাত্র রোগীকে আরোগ্যদান করিলে, তাহার কোটিগুণ পরিমাণে ফল লাভ হইয়া থাকে। নন্দিপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, আরোগ্যই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গফল লাভের কারণ। অতএব সেই আরোগ্য দান করিলে ভূমণ্ডলের সমস্তই দান করা হয়। একটি মাত্র রোগীকে রোগ হইতে আরোগ্য দান করিলে, সপ্তকুলের সহিত ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। কোন বৃক্ষ বা তৃণাদির মূল প্রয়োগ, অথবা কোন ঔষধ মর্দ্দনাদি উপায় দ্বারা সুস্থ করিলেই পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মলোকাদি লাভ হইয়া থাকে।

চিকিৎসককে চিকিৎসার মূল্য না দেওয়া জন্য ফল।

চিকিৎসিতশরীরং যো ন নিষ্ক্রীণাতি দুর্ম্মতিঃ।
স যৎ করোতি সুকৃতং তৎ সর্ব্বং ভিষগশ্নুতে॥

যে দুর্ব্বুদ্ধি আরোগ্য লাভ করিয়া চিকিৎসককে চিকিৎসিত দেহের নিষ্ক্রয় দান না করে, সে ব্যক্তি যে সমস্ত পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, চিকিৎসক তৎসমুদায়ের ফলভোগী হইয়া থাকেন।

——৩০——

ব্যাধি নিরূপণের লক্ষণ।

দর্শন-স্পার্শন-প্রশ্নৈর্ব্যাধের্জ্ঞানং ত্রিধামতং।
দর্শনান্মূত্রজিহ্বাদেঃ স্পার্শনান্নাড়িকাদিভিঃ।
প্রশ্নৈদূ্র্তাদিবচনাদিতি ত্রেধা সমুচ্যতে॥

দর্শন স্পর্শ ও প্রশ্ন, এই ত্রিবিধ উপায়ে ব্যাধি পরিজ্ঞান করা যায়; অর্থাৎ মূত্র ও জিহ্বাদি দর্শন, নাড়ী ত্বগাদির স্পর্শ এবং রোগী ও দূতাদিকে রোগের বিবরণ জিজ্ঞাসা করা, এই তিন প্রকার রোগ নির্ণয়ের উপায়॥

পরিজ্ঞাত ও অজ্ঞাত ঔষধের ফল।

যথা বিষং যথা শস্ত্রং যথাগ্নিরশনির্যথা।
তথৌষধমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমমৃতং যথা॥

যে ঔষধের গুণ পরিজ্ঞাত নহে, তাহা বিষ, শস্ত্র, অগ্নি ও বজ্র সদৃশ ভয়ানক; কিন্তু পরিজ্ঞাত ঔষধ অমৃত সদৃশ গুণকর হয়।

চিকিৎসা ও চিকিৎসা প্রণালী।

ধাতু সকলের ন্যূনাতিরেককে সমান করার নাম চিকিৎসা।

যখন যে রোগ উপস্থিত হইবে, তখন, প্রথমে তাহার উৎপত্তির কারণ ধ্বংস করিয়া চিকিৎসা অর্থাৎ ঔষধ ও পথ্যাদির ব্যবস্থা করিলেই আরোগ্য হইবে।

যদি কোন রোগী নানা প্রকার রোগে নিপীড়িত হয়, তখন চিকিৎসকের উচিত, উপস্থিত রোগ ও উপদ্রবাদির মধ্যে, যেটি আশু প্রাণনাশক, তাহাকেই সত্বর নিবারণ করা, তৎপরে অপরাপর স্থায়ী রোগের চিকিৎসা কর্ত্তব্য।

চিকিৎসকের লক্ষণ।

যিনি রোগের কারণ অনুসন্ধান করিয়া ঔষধ, পথ্য, অপথ্য, যুক্তি ও স্বাস্থ্যরক্ষার উপদেশাদি প্রদান পূর্ব্বক রোগীকে সত্বর আরোগ্য করিতে পারেন, তাঁহারই নাম চিকিৎসক।

ঔষধাদির লক্ষণ।

যে ঔষধে, যে দ্রব্যে, যে উপদেশে, যে চিকিৎসায় যে রোগ নিবৃত্তি হয়; তাহাকেই সেই রোগের উপযুক্ত ঔষধ, দ্রব্য, উপদেশ ও চিকিৎসা কহা যায়। যাহাতে রোগ বৃদ্ধি বা কোন উপকার না দর্শে, তাহাকে সেই রোগের অনুপকারক জানিয়া তৎক্ষণাৎ পরিবর্ত্তন করা অতীব কর্ত্তব্য।

রোগ হইতে মুক্তিলাভের আশা।

ভিষগ্দ্রব্যমুপস্থাতা রোগী পাদচতুষ্টয়ং।
গুণবৎ কারণং জ্ঞেয়ং বিকারস্যোপশান্তয়ে॥

পূর্ব্বোক্ত লক্ষণান্বিত চিকিৎসক, চিকিৎসীয় দ্রব্যের আবশ্যক মতে প্রাপ্তি, পরিচারক, নিয়ম প্রতিপালক-রোগী; এই চতুর্ব্বিধ মিলিত হইলেই আরোগ্য লাভের আশা।

পথ্যসম্বন্ধীয় উপদেশ।

ভগবান্ ধন্বন্তরি সুশ্রুতকে আহ্বান করিয়া কহিতেছেন, বৎস সুশ্রুত! দুগ্ধে হিতকর, বিষে অহিতকর গুণ প্রকাশ করিয়া থাকে, এইরূপ প্রাচীন বৈদ্যগণ কহিয়াছেন, ইহা সত্য, কিন্তু বৎস! অমৃতগুণ সম্পন্ন দুগ্ধাদি ও বিষগুণসম্পন্ন কালকূটাদি এবম্বিধ জগতের সকল বস্তুতেই সময় ভেদে হিতকর ও অহিতকর গুণ প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহার উদাহরণ এই, শ্লেষ্মা প্রকোপিত সান্নিপাতিক বিকারাদি স্থলে বিষ-প্রয়োগেই অমৃত সদৃশ

গুণ প্রকাশ করিয়া জীবন রক্ষা করে; সে স্থলে দুগ্ধ প্রয়োগ, জীবন-নাশার্থে প্রাণনাশক-বিষ-প্রয়োগ সদৃশ হইয়া থাকে।' তৎ প্রমাণং যথা—

"জীর্ণজ্বরে কফক্ষীণে ক্ষীরং স্যাদমৃতোপমং।
তদেব তরুণে পীতং বিষবদ্ধন্তি মানবং॥"

জীর্ণ-জ্বরে ও শ্লেষ্মার ক্ষীণতা হইলে দুগ্ধ অমৃত সদৃশ গুণকর হয়। কিন্তু শ্লেষ্মান্বিত তরুণজ্বরে ও শ্লেষ্মাধিক্য তরুণকাসাদিতে দুগ্ধ বিষ-সদৃশ হয; অতএব বৎস! কালভেদে জগতের সকল দ্রব্যই স্বাস্থ্যকর ও অস্বাস্থ্যকর হইয়া থাকে, এজন্য কালবিশেষে দুগ্ধ, বিষ, অন্ন, সলিলাদি জগতের সকল দ্রব্যই তুল্যগুণ সম্পন্ন অর্থাৎ সকল দ্রব্যই অমৃত এবং বিষ গুণসম্পাদক, কেবল কালভেদমাত্র সাপেক্ষ। প্রিয়ম্বদ! দুগ্ধ ও কাল-কূটাদি বিষ, এই উভয় দ্রব্যের মধ্যে প্রত্যেকের দ্বারা-ই কালভেদে জীবন রক্ষা ও নাশ হইতে পারে।

প্রাচীন চিকিৎসক মহোদয়েরা যে যে রোগে, যে যে নিদানাদি অর্থাৎ উৎপত্তির কারণ, পথ্য ও অপথ্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আধুনিক চিকিৎসক মহোদয়গণ সেই সমস্ত উপদেশ স্মরণ করিলে জগৎ উপকৃত হইবে।

সমস্ত রোগোৎপাদনের পূর্ব্বে রোগোৎপাদনের হেতু পরিত্যাগ করাইবে। তাহা হইলে জল বিবর্জ্জিত অঙ্কুরাদি যে প্রকার শুষ্ক হয়, সেই রূপ রোগসমূহ বিশীর্ণ হইতে থাকে।

পথ্যাপথ্যের লক্ষণ।

যে উপায়ে বা যে দ্রব্য পান ও ভোজন করিলে অথবা যে নিয়ম প্রতি-পালনে রোগ বৃদ্ধি না হয় অথবা রোগের নাশ হয়, তাহার নাম পথ্য। যে উপায়াদি দ্বারা, বা যে দ্রব্য পান ও ভোজনে অথবা যে নিয়ম প্রতিপালনে রোগ পরিবর্দ্ধিত হয়, তাহার নাম অপথ্য।

যে যে রোগে যথাযোগ্য শাস্ত্র বিহিত ও যুক্তি যুক্ত অপথ্য কথিত হই- য়াছে, সেই সেই রোগে সেই সমস্ত অপথ্য অবশ্য ত্যাগ করিবে; যদি না কর, তাহা হইলে স্নেহ বা জলাদি দ্বারা অঙ্কুরিত বীজাদি যেমন পরিবর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ অপথ্য দ্বারা রোগ সমূহ পরিবর্দ্ধিত হইয়া জীবন নাশ করিতে পারে।

ঔষধ ব্যতিরেকে কেবল পথ্যাপথ্য অবলম্বনেই অনেক মহাত্মা চিকিৎসা করিয়া থাকেন। যখন যে দোষ প্রবল দেখেন, তখন সেই দোষঘ্ন পথ্য প্রয়োগ করেন। যখন যে দোষের (বায়ু পিত্ত ও কফের) হ্রাস দেখেন, তখন সেই দোষবর্দ্ধক পথ্য প্রয়োগ করেন।

পথ্যহীন অর্থাৎ কুপথ্যকারী ব্যাধিত ব্যক্তির শত শত ঔষধেও কোন উপকার দর্শে না। যেহেতু ঔষধ দ্বারা যে পরিমাণে উপকার দৃষ্ট হইবে, কুপথ্য থাকিলে প্রাপ্ত উপকার ধ্বংস করিয়া ব্যাধিকে পরিবর্দ্ধিত করিতে থাকে।

চিকিৎসকের প্রতি উপদেশ।

ধীমান্ চিকিৎসক! দোষ অর্থাৎ বায়ু পিত্ত কফ, দুষ্য (রস রক্ত মাংস মেদঃ অস্থি মজ্জা শুক্র), দেশ, কাল, সাত্ম্য অর্থাৎ রোগীর স্বভাব, সত্ত্ব অর্থাৎ তেজঃ, বল, বয়ঃক্রম, প্রকৃতি, ঔষধ, জঠরাগ্নি, আহার, এই সমস্তকে যত্ন- পূর্ব্বক লক্ষ্য করিয়া চিকিৎসা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন এবং নিত্য নিত্য যথাযোগ্য পথ্য নির্দ্দেশ করিবেন।

নাড়ী-পরীক্ষা।

নাড়ী পরীক্ষা সম্বন্ধীয়গ্রন্থ পাঠ করিয়া জ্ঞান লাভ করা অতি দুর্লভ। অতএব এ বিষয় লেখিয়া সাধারণের জ্ঞান করান সুখসাধ্য নহে। কতিপয় রোগীর অবস্থাদি নিরীক্ষণ করিয়া স্থির করা সুবুদ্ধির চিন্তনীয়; উপদেশাদি দ্বারা হৃদ্বোধ করাও সুখকর বা সহজ নহে ইত্যাদি কারণ বশতঃ

এই বিষয়ের উপদেশাদি সাধারণের জ্ঞানজন্য লিপিবদ্ধ করা কেবল চঞ্চলতা প্রকাশ মাত্র। চিকিৎসা শাস্ত্র মধ্যে নাড়ী পরীক্ষা যদিও অতি দুরূহ, তত্রাপি সাধারণের হিতার্থ মদুদ্দেশ্য-সাধন জন্য সংক্ষেপ রূপে কিঞ্চিৎ জানাইবার কারণ প্রাণ-পণে চেষ্টা করিতেছি; যদ্যপি ইহা দ্বারা সাধারণের কথঞ্চিৎ হৃদ্‌বোধ হয; তাহা হইলেও অসীম আনন্দ লাভ পুরঃসরে পরিশ্রমকে সফলীকৃত করিব।

ভবানীং প্রতি ভব উবাচ।

সার্দ্ধত্রিকোট্যো নাড্যোহি, স্থূলাস্থূলাশ্চ দেহিনাং।
নাভি-কন্দ-নিবদ্ধা-স্তা, স্তীর্য্যগূর্দ্ধ মধঃস্থিতাঃ।
দ্বাসপ্ততি সহস্রস্তু, তাসাং স্থূলাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
দেহে ধমন্যো ধন্যা স্তাঃ, পঞ্চেন্দ্রিয় গুণাবহাঃ।
তাসাং সূক্ষ্ম গুষিরাণি, শতানি সপ্ত স্যুস্তানি।
যৈরসকৃদন্নরসংবহদ্ভি "রাপূর্য্যতে বপুরিদং হি নৃণামমীযা,"
মস্তঃ স্রবদ্ভিরিব সিন্ধুশতৈঃ সমুদ্রঃ।
আপাদতঃ প্রতত গাত্রমশেষশেষ,
মামস্তকাদপি চ নাভি-পুরস্থিতেন।
এতন্মৃদঙ্গ ইব চর্ম্ম-চয়েন বদ্ধং,
কায়ং নৃণামিহ শিরাশত সপ্তকেন।

অস্যার্থঃ—নাভি মূল নিবদ্ধ স্থূল এবং সূক্ষ্ম সাড়ে তিন কোটি শিরা প্রত্যেক দেহীর শরীরে বক্র উর্দ্ধ ও অধোভাগে বিস্তৃত রহিয়াছে; তন্মধ্যে দ্বাসপ্ততি সহস্র (৭২ হাজার) শিরা স্থূল, এতদ্দ্বারা পঞ্চেন্দ্রিয়ের গুণ (চক্ষুর দর্শনশক্তি, ত্বকের স্পর্শ শক্তি, নাসার ঘ্রাণশক্তি, শ্রুতির শ্রবণ শক্তি, জিহ্বার আস্বাদন শক্তি) বহন হইয়া আত্মার সন্নিহিত করিলে দর্শন স্পর্শন ঘ্রাণ শ্রবণ ও

আস্বাদন শক্তির বোধ হইয়া থাকে। এই স্থূল শিরা গুলিকেই ধমনী ও প্রধানা নাড়ীনামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর ঐ ৭২ হাজার স্থূল শিরার মধ্যে সপ্তশত (৭ সাত শত) শিরা সচ্ছিদ্র (নলের মত) হইয়া পাকস্থলীর সহিত যোগ * রহিয়াছে। অতএব শত শত নদ এবং নদী দ্বারা সমুদ্র যেমন পূর্ণ ও বৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ এই সকল শিরা দ্বারা অনবরত অন্নরস বায়ুকর্তৃক সঞ্চালিত হইয়া দেহীর শরীর পরিপূর্ণ ও বর্দ্ধিত করিতে থাকে; আর মৃদঙ্গ যেমন চর্ম্মচয় (বহু সংখ্যক চর্ম্ম রজ্জু) দ্বারা আবদ্ধ হইয়া রক্ষিত হইতেছে; সেই প্রকার নাভি প্রবহিত স্থূল সাত শত শিরা দ্বারা পদতল হইতে মস্তক দেশ পর্য্যন্ত দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হইয়া রক্ষিত হইতেছে।

এই সাত শত স্থূল শিরার মধ্যে চতুর্ব্বিংশতি (২৪) শিরা প্রকাশিতা এবং স্পন্দনশীলা (সচলা); ইহার মধ্যে আবার দক্ষিণ করে ও চরণে বিন্যস্ত এক ধমনী নাড়ী প্রসিদ্ধ ও পরীক্ষণীয় হইতেছে।—তৎপ্রমাণং যথা—

তির্য্যক্ কূর্ম্মো দেহিনাং নাভিদেশে,
বামে বক্তুং তস্য পুচ্ছঞ্চ যাম্যে।
ঊর্দ্ধেভাগে হস্ত পাদৌচ বামৌ,
তস্যাধস্তাৎ সংস্থিতৌ দক্ষিণৌ তৌ।
বক্তে নাড়ী-দ্বয়ং তস্য, পুচ্ছে নাড়ী-দ্বয়ন্তথা,
পঞ্চ পঞ্চ করে পাদে বাম দক্ষিণ ভাগয়োঃ॥

হে দেবি! কূর্ম্ম সদৃশ (কচ্ছপ আকৃতির ন্যায়) একটী আকৃতি বিশেষ দেহীর নাভি প্রদেশে বক্রভাবে অবস্থিতি করিতেছে; দেহীর উদরের বাম পার্শ্বে ঐ কচ্ছপাকৃতির মুখ, দক্ষিণ পার্শ্বে পুচ্ছ; ঊর্দ্ধভাগে বামহস্ত ও পদ; অধোভাগে দক্ষিণ হস্ত এবং পদ বিস্তার করিয়া রহিয়াছে;

---

* পাঠক। একবার এই সময় পূর্ব্ব লেখিত সংক্ষেপ দেহতত্ত্ব দেখ।

এই কূর্ম্ম যন্ত্রের মুখে দুই নাড়ী, পুচ্ছে দুই নাড়ী, বামকরে পাঁচ নাড়ী, বামপাদে পাঁচ নাড়ী, দক্ষিণ হস্তে পাঁচ নাড়ী এবং দক্ষিণ পাদে পাঁচ নাড়ী; এই প্রকারে চতুর্ব্বিংশতি (২৪) নাড়ী সর্ব্বদেহে ব্যাপ্ত রহিয়াছে।

নাড়ী পরীক্ষা কালে স্ত্রীজাতির বাম হস্ত সম্বন্ধীয়, পুং জাতির দক্ষিণ হস্ত সম্বন্ধীয় ধমনীর গতি নিরীক্ষণ করিয়া ব্যাধি নিশ্চয় করিবে। যথা—

বামভাগে স্ত্রিয়োর্যোজ্যা, নাড়ী পুংসাস্তু দক্ষিণে।
ইতি প্রোক্তা ময়া দেবি!, সর্ব্বদেহেষু দেহিনাং।
বাতং পিত্তং কফং দ্বন্দ্বং, সান্নিপাতং তথৈবচ।
সাধ্যাসাধ্য বিবেকঞ্চ, সর্ব্বংনাড়ী প্রকাশয়েৎ।

হে দেবি! শরীরীর মধ্যে স্ত্রীজাতির বামভাগে, পুং জাতির দক্ষিন ভাগে রোগ নিরূপণবতী ধমনী নাম্নী নাড়ী সংযোজিতা রহিয়াছে; ইহা দ্বারা সাধারণে-ই বাতজ, পিত্তজ, কফজ, শ্লেষ্মজ, সান্নিপাতিক, সাধ্য, যাপ্য ও অসাধ্য রোগের হিতাহিত জ্ঞান করিতে পারিবে।

স্ত্রীগণের বাম হস্ত, পুরুষের দক্ষিণ হস্ত পরীক্ষা করার কারণ আর কিছুই নয়; কেবল ঐ কূর্ম্মাকৃতির অবস্থান প্রভেদ মাত্র। তাহার প্রমাণ যথা—

স্ত্রীণামূর্দ্ধমুখঃ কূর্ম্মঃ পুংসাং পুনরধোমুখঃ।
অতঃ কূর্ম্ম-ব্যতিক্রান্তাৎ সর্ব্বত্রৈব ব্যতিক্রমঃ॥
লক্ষ্যতে দক্ষিণে পুংসাং যাচ নাড়ী বিচক্ষণৈঃ।
কূর্ম্মভেদেন বামানাং বামেচৈবাবলোক্যতে॥

হে দেবি! স্ত্রীগণের নাভি মূলস্থ কূর্ম্মাকৃতি যন্ত্রটী ঊর্দ্ধমুখে অবস্থিতি করিতেছে, পুরুষের নাভিমূলস্থ কূর্ম্মাকৃতি যন্ত্র অধোমুখে অবস্থান হইতেছে,

এই কূর্ম্মযন্ত্রের অবস্থিতির ব্যতিক্রান্ত (বিপরীত ভাব) বশতঃ স্ত্রীপুরুষের নাড়ী পরীক্ষার ব্যতিক্রম হইতেছে।

পুরুষের দক্ষিণ পার্শ্বে যে নাড়ী (ধমনী) অবলোকিত হয়; কূর্ম্মযন্ত্রের অবস্থিতির প্রভেদবশতঃ সেই নাড়ী-ই বামাগণের বামে অবলোকন হইয়া থাকে।

নাড়ী পরীক্ষার সম্যক্ গ্রন্থ অনুবাদ করিতে
হইলে পৃথক্ একখানি পুস্তক হয়;
অধুনা সাধারণের যাহা নিতান্ত
আবশ্যক, তাহাই লিখিতে
কৃত-সঙ্কল্প হইলাম।

নাড়ী দ্বারা-ই যে, সকল রোগের অনুভব হইবে, এরূপ নহে; যথা— ক্রিমিজন্য উদরে কিঞ্চিৎ শূলনি ও গুহ্যস্থানে ক্ষুদ্র স্ফোটক ইত্যাদি রোগ হইলে নাড়ীজ্ঞানে তাহা প্রকাশ করা অসাধ্য; অতএব কোন ব্যাধি নাড়ীজ্ঞানে, কোন রোগ দৃষ্টি দ্বারা, কোন কোন রোগ প্রশ্নে (জিজ্ঞাসা দ্বারা) নিরূপিত হইয়া থাকে।

নাড়ীজ্ঞান অপর কিছু নয়, বক্ষঃস্থলীয় রক্তাধার হইতে যে ধমনী শিরা দ্বারা বায়ু কর্তৃক সর্ব্বদেহে শোধিত-শোণিত সঞ্চালিত হইতেছে, কেবল সেই ধমনীকে "তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা" এইতিন অঙ্গুলি দ্বারা এককালে সমভাবে পীড়ন করিলে (টিপিলে) ঐ শোণিতবাহিনী ধমনী শিরার মধ্যগত রক্ত স্রোতের তরঙ্গ অনুভব হয়, এই তরঙ্গাঘাত হইতে অন্তঃ-করণে এই বিবেচনা স্থির করিতে হইবে যে, এই দেহের এই শোধিত শোণিতে বায়ুর অংশ অধিক, কি পিত্তের অংশ অধিক, কি শ্লেষ্মার অংশ অধিক; এই সকল জ্ঞান এবং ঐ শোণিত গতি অনুধাবন করিয়া রোগী সবল কি দুর্ব্বল, ইহাও হৃদ্বোধ করিতে হইবে। আর বায়ু প্রবলতার

কি কি ক্রিয়া, পিত্ত বৃদ্ধির কি কি কার্য্য, শ্লেষ্মা বৃদ্ধির কিরূপ কর্ম্ম; এই গ্রন্থের পূর্ব্বকৃত মৎপ্রকাশিত "আর্য্য-চিকিৎসক" নামধেয় গ্রন্থ এবং পশ্চাল্লেখিত কতিপয় লক্ষণ আদ্যন্ত পাঠ করিয়া জ্ঞান লাভ হইলে শরীরের অবস্থা বর্ণন করিতে সকলেই সমর্থ হইবেন।

১। যখন ঐ শোণিতে বায়ুর অংশ যে পরিমাণে অধিক মিশ্রিত থাকে, সেই সময় বায়ু কর্ত্তৃক রক্ত দ্রুতগতি প্রাপ্ত হইয়া ধমনী পীড়ক তর্জ্জনী নামক অঙ্গুলিতে সেইপরিমাণে প্রতিঘাত করে। অপরাপর বায়ুর কার্য্য অর্থাৎ চক্ষুঃ রক্তবর্ণ, মাতা ধরা, বমনোদ্বেগ, কম্প বা শীত, আহারে অনিচ্ছা, নিদ্রিতাবস্থায় বকা, প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থায় মলবদ্ধ থাকা, মনে বিরক্ত ভাব, প্রস্রাবের ভাগ অল্প কিন্তু বারে অধিক, অনিদ্রা, গাত্রে উত্তাপ, চর্ম্ম শুষ্ক ও খরস্পর্শ ইত্যাদি চিহ্নর মধ্যে অধিকতর চিহ্নও লক্ষ্য হইয়া থাকে। এইরূপ স্থলে বায়ুজন্য রোগ বা অবস্থা বর্ণন করিতে হইবে।

২। যখন ঐ রক্তে পিত্তের অংশ যে পরিমাণে অতিরিক্ত সংযোগ থাকিবে, তৎকালে ধমনীস্থ গতিশীল ঐ শোণিত, পিত্ত কর্ত্তৃক উত্তেজিত ও মধ্যগতি প্রাপ্ত হইয়া ধমনী পীড়নকৃৎ মধ্যমা অঙ্গুলিতে সেই পরিমাণে প্রতিঘাত করে। অপরাপর পিত্তের লক্ষণ অর্থাৎ চক্ষুঃ ও মুখের জ্বলন, গাত্র দহন, মুখে তিক্ত আস্বাদন, প্রস্রাব হরিদ্রাবর্ণ, মধ্যে মধ্যে বমনোদ্বেগ, চিত্ত-চাঞ্চল্য, লোম-কূপ হইতে অগ্নিশিখার ন্যায় বহির্গমন, জগৎকে পীতবর্ণ দেখা ইত্যাদি চিহ্নও লক্ষিত হয়, একপ স্থলে পিত্তজন্য পীড়া বা অবস্থা বর্ণন করিতে হইবে।

৩। যৎকালে ঐ ধমনীস্থ শোণিতে শ্লেষ্মার অংশ যে পরিমাণে অধিক মিশ্রিত থাকিবে, তখন সেই ধমনীর মধ্যগত সঞ্চারি শোণিত, শ্লেষ্মকর্ত্তৃক পুষ্ট সহ মৃদুগতি প্রাপ্ত হইয়া ধমনী পীড়নকৃৎ অনামিকা অঙ্গুলিকে সেই পরিমাণে প্রতিঘাত করে, অপরাপর শ্লেষ্মার লক্ষণ অর্থাৎ গাত্রভার, আহারে অনিচ্ছা, অলসতা, গাত্র সরস, মনের মৃদুভাব, সর্ব্বদা

শয়নেচ্ছা, মল বদ্ধতা, প্রগাঢ় নিদ্রা, নিদ্রিতাবস্থায় বকা ইত্যাদি চিহ্নের মধ্যে অধিক চিহ্নও প্রকাশিত হয়, এরূপ স্থলে শ্লেষ্মজন্য ব্যাধি বা অবস্থা বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে।

নাড়ী পরীক্ষার স্থান নির্ণয়।

দুই হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের নিম্নে বা মণিবন্ধ প্রদেশে (কব্জিতে) পূর্ব্ব কথিত অঙ্গুলিত্রয় দ্বারা সমভাবে পীড়ন করিলে (টিপিলে) ধমনীস্থ শোণিত গতি বিশেষরূপে অনুভূত হয়; এই দুই স্থান।—দক্ষিণ পাদের নিম্ন গ্রন্থির বামপার্শ্বে এবং বাম পাদের নিম্ন গ্রন্থির দক্ষিণ পার্শ্বে অনুসন্ধান করিয়া উক্ত অঙ্গুলি ত্রয়দ্বারা সমভাবে ধমনী পীড়ন করিলে ঐ ধমনীস্থ শোণিত গতির বিষয় অনুধাবন হয়; এই দুই স্থান।—হস্ত দ্বয়ের উপরিভাগে বগলের সন্নিহিত স্থান অনুসন্ধান করিয়া ঐ অঙ্গুলিত্রয় দ্বারা সমভাবে ধমনী পীড়ন করিলে ঐ শোণিত গতির জ্ঞান হইয়া থাকে। এই দুই স্থান। —কপালের পার্শ্বদ্বয়ে (দুই রগে) ধমনী অনুসন্ধান করিয়া ঐ অঙ্গুলি দ্বারা সমভাবে ধমনী পীড়ন করিলে ধমনীস্থ সঞ্চারি রক্তের গতি বোধ করিতে পারা যায়; এই দুই স্থান।—এই চতুর্ব্বারে উক্ত অষ্টবিধ স্থান অনুসন্ধান করিয়া ধমনীকে অঙ্গুলি দ্বারা পীড়ন করিলে দেহস্থ শোধিত শোণিতের গতি জ্ঞান হইলে দেহের অবস্থা অনেক বর্ণিত হইতে পারে।

জ্বরকালে নাড়ী-পরীক্ষা।

যখন জ্বর উপস্থিত হইবে, তৎকালে নাড়ীর গতি অর্থাৎ ধমনীস্থ শোণিতের গতি, অতি দ্রুত হইয়া থাকে, আর দেহে সন্তাপ, মনে বিরক্তভাব, মস্তক ভার, ইন্দ্রিয় (চক্ষুঃ কর্ণ নাসা ত্বক ও জিহ্বা) হইতে অগ্নি শিখার ন্যায় উত্তাব বহির্গমন, ঘর্ম্মের অবরোধ, জঠরাগ্নির অভাব, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, এই সকল চিহ্ন সহ উক্ত দ্রুতগতি হইলেই জ্বর বলিয়া নিশ্চয় করিতে হইবে।

অত্যন্ত বায়ু বৃদ্ধির সময়ও নাড়ীর গতি অতি দ্রুত, দেহে উত্তাপ ইত্যাদি জ্বরচিহ্নের মধ্যে অনেক চিহ্ন হইয়া থাকে, জ্বর কি বায়ুবৃদ্ধি স্থির করিতে হইলে বায়ু বৃদ্ধির কোন কারণ পূর্ব্বে ঘটিয়াছে কি না অনুসন্ধান করিবে। বায়ু পরিবর্দ্ধিত হইবার কোন কারণ অনুভূত হইলে বায়ুবৃদ্ধির অবস্থা বর্ণন করিতে হইবে, নতুবা জ্বর বলিয়া ব্যাখ্যা হইয়া থাকে।

বায়ু-বৃদ্ধির কারণ।

রৌদ্রে কঠিন পরিশ্রম, অতিশয় বকা, চিন্তা, রাত্রি জাগরণ, রস রক্ত ও শুক্রাদির অতিরিক্ত ক্ষয়-জনক-ক্রিয়া করণ, উচ্চৈঃস্বরে অধ্যয়ন ইত্যাদি নানা কারণে বায়ু পরিবর্দ্ধিত হয়।

যাহার দেহস্থ শোণিত অত্যন্ত হ্রাস হইয়াছে বা পিত্তাংশ বৃদ্ধি হইয়া শরীরে ব্যাপ্ত হইয়াছে, এরূপ স্থলে জ্বরের সমস্ত চিহ্ন-ই প্রকাশিত হয়। কিন্তু এ স্থলে আরোগ্যের উপায়—শোণিত বর্দ্ধক ঔষধ এবং পথ্য, এতদুভয় দ্বারা-ই নিবৃত্তি সম্ভব,—পিত্তবৃদ্ধি স্থলে পিত্তনাশক ঔষধ এবং পথ্য ব্যবস্থেয়।

শোণিত ক্ষয় এবং পিত্ত বৃদ্ধির কারণ।

অতিশয় পরিশ্রম, অত্যন্ত শৃঙ্গার, দুশ্চিন্তা, বহুকাল ব্যাপক রোগ সম্ভোগ ইত্যাদি কারণে দেহস্থ শোণিত শোষণ হইয়া অল্পতাকে প্রাপ্ত হয়। রৌদ্র সম্ভোগ বিশেষতঃ ভাদ্রমাসে, অতিরিক্ত ক্ষুধার সময় অনশন থাকা, অপরিমিত বকা ইত্যাদি কারণে পিত্ত বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।
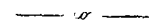
জ্বরের বিষয়।

সাধারণ-জ্বরের লক্ষণ।

শরীরে উত্তাপ, মনে বিরক্ত-ভাব উপস্থিত, চক্ষুঃ কর্ণ নাসিকা প্রভৃতি হইতে অগ্নিশিখার ন্যায় উত্তাপ নির্গমন;

এই সকল চিহ্ন প্রকাশ হইলে ঋষিগণ জ্বর বলেন। সেই জ্বর নানা প্রকার। যথা—

(১) বাতিক-জ্বরের লক্ষণ।

কম্পন, নাড়ীর দ্রুতগতি, কণ্ঠ ও মুখের শুষ্কতা, অনিদ্রা, হাঁচি না হওয়া, গাত্র খস্‌খসে হওয়া, মস্তক বেদনা (মাতা কামড়ানি), কাহারও বা বক্ষোবেদনা, গাত্র বেদনা, খাদ্য ভোজনে মুখের বিরুদ্ধ আস্বাদ, মলের কঠিনতা, কাহারও বা উদরে বেদনা, উদর স্ফীত, হাই তোলা, এই সকল লক্ষণের মধ্যে অধিক চিহ্ন যে জ্বরে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকেই ঋষিগণ বাতজ জ্বর বলেন।

(২) পৈত্তিক-জ্বরের লক্ষণ।

নাড়ীর তীক্ষ্ণ বেগ, হরিদ্রাবর্ণ তরলমল নির্গত, অনিদ্রা, বমি বা বমির বেগ, কণ্ঠে ওষ্ঠে মুখে এবং নাসিকায় পক্কব্রণতুল্য বেদনা, ঘর্ম্ম, প্রলাপ, মুখে তিক্ততা এবং পচা দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ, মূর্চ্ছা, দাহ, মদ্যপায়ীর ন্যায় অস্থিরতা এবং মত্ততা, তৃষ্ণা, হরিদ্রাবর্ণ মল মূত্র ও চক্ষুঃ; এই সকল চিহ্নের মধ্যে অধিক চিহ্ন যে জ্বরে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকেই ঋষিগণ পৈত্তিক জ্বর বলেন।

(৩) শ্লৈষ্মিক-জ্বরের লক্ষণ।

গাত্রে পদ্ম-মৃণাল-কণ্টক-তুল্য কাঁটা বাহির ও লোমাঞ্চিত শরীর হইয়া গুরুতর শীত, আলস্য, নাড়ীর মৃদুবেগ, মুখে

মধুর আস্বাদ, মল ও মূত্র ঈষৎ শুক্লবর্ণ, নিস্তব্ধে থাকা, ভুক্ত ব্যক্তির ন্যায় তৃপ্তি থাকা, দেহ ভার, লালা-বমন, অতিশয় নিদ্রা, মুখ নাসিকা দ্বারা জল-স্রাব, অরুচি, কাস, চক্ষুঃ শ্বেতবর্ণ; এই সকল লক্ষণের মধ্যে অধিক লক্ষণ যে জ্বরে দেখিতে পাওয়া যায়, ঋষিগণ তাহাকেই কফজ জ্বর বলেন।

(৪) বাত-পিত্ত-জ্বরের লক্ষণ।

তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, ভ্রম, দাহ, অল্প নিদ্রা, মস্তকব্যথা, কণ্ঠ ও মুখের শুষ্কতা, বমন লোমাঞ্চিত দেহ, অরুচি, অন্ধকার দেখা, হাত ও পা ভাঙ্গার ন্যায় ক্লেশ বোধ, হাইতোলা; এই সকল লক্ষণের মধ্যে অধিক লক্ষণ যে জ্বরে দেখিতে পাওয়া যায় এবং অধিক বকুনি থাকে; তাহাকেই ঋষিগণ বাতপিত্ত জ্বর বলেন।

(৫) বাত-শ্লেষ্ম-জ্বরের লক্ষণ।

অল্প অল্প অন্তর্ভূত শীত, হাত পা ভাঙ্গার ন্যায় ক্লেশ বোধ, গাঢ়নিদ্রা, দেহ-ভার, মস্তক বেদনা, মুখ নাসিকা দ্বারা জলস্রাব, কাস, ঘর্ম্ম না হওয়া, দেহ ইন্দ্রিয় ও মনের তাপ, ধমনীর মধ্য বেগ; এই সকল চিহ্নর মধ্যে অধিক চিহ্ন যে জ্বরে দেখা যায়, তাহাকেই ঋষিগণ বাত-শ্লেষ্মজ্বর বলেন।

---

(৬) পিত্ত-শ্লেষ্ম জ্বরের লক্ষণ।

ক্লেদ-পূর্ণ মুখ এবং মুখে তিক্ততা, তন্দ্রা, মোহ, কাস, অরুচি, তৃষ্ণা, কখন কখন দাহ, কখন কখন শীত; এই সকল লক্ষণের মধ্যে অধিক লক্ষণ যে জ্বরে লক্ষিত হয়, তাহাকেই ঋষিগণ পিত্তশ্লেষ্ম জ্বর বলেন।

(৭) সান্নিপাতিক জ্বরের লক্ষণ।

কখন দাহ, কখন শীত, অস্থিগত বেদনা, সন্ধিস্থানে বেদনা, শিরোবেদনা, চক্ষুঃ ছল্‌ছল করা, চক্ষুঃ আবিল অথবা রক্তবর্ণ হওয়া, চক্ষুঃ কোটরস্থ হওয়া, কর্ণে নানাবিধ শব্দ বোধ হওয়া, এবং কর্ণের ভিতর বা মূলে বেদনা, কণ্ঠে কাঁটা কাঁটা বাহির হওয়া, তন্দ্রা, মোহ, প্রলাপ, কাস, দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ, অরুচি, ভ্রম, জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ এবং খস্‌খসে, অঙ্গের শিথিলতা, শ্লেষ্মা পিত্ত ও রক্ত মিশ্রিত থুথু ওঠা, মাথা চালনা, তৃষ্ণা, নিদ্রার অভাব, বক্ষঃস্থলে বেদনা, ঘর্ম্ম মূত্র ও মল অল্প অল্প প্রতিদিন বারংবার নির্গত হওয়া, রোগীর দেহ কৃশ না হওয়া, নিয়ত কণ্ঠে অস্পষ্ট শব্দ হওয়া, কৃষ্ণ-পীত-মিশ্রবর্ণে গোলাকার চিহ্ন গাত্রে বহির্গত হওয়া, কথা না বলা, নাড়ীতে ব্রণ তুল্য বেদনা, উদর ভার; এই সকল চিহ্নের মধ্যে অধিক চিহ্ন যে রোগে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকেই ঋষিগণ

সান্নিপাতিক জ্বর * বলেন। এ রোগে যে অব্যাহতি পায়, তাহার পক্ষে অনেক দীর্ঘকালে ঐ সকল চিহ্ন লোপ হয় এবং একটী অঙ্গের হানি হইয়া থাকে।

(৮) আগন্তু জ্বরের লক্ষণ।

গুরুতর প্রহার বা আঘাত বশতঃ, ভুতযোনি কিন্নর যোনি ডাকিনী যোগিনী ডাঁইনি প্রভৃতির সংসর্গ বা দৃষ্টি বশতঃ, অভিশাপ-বশতঃ, অধিক শ্রম-বশতঃ, কোনরূপে বিষ-প্রয়োগবশতঃ, কাম বশতঃ, ক্রোধবশতঃ, ভয় ও শোক বশতঃ, যে জ্বরের উৎপত্তি হয়, তাহাকেই ঋষিগণ আগন্তু জ্বর বলেন।

বিষম জ্বরের অর্থাৎ পুরাণ জ্বরের লক্ষণ।

পূর্ব্বোক্ত ঐ অষ্টবিধ নবজ্বর সহসা নিবৃত্তি হইয়া পুনর্ব্বার প্রকাশ হইলেই মুনিগণ তাহাকে বিষম জ্বর বলেন এবং সেই বিষমজ্বর বহুকাল স্থায়ী হইয়া রস, রক্ত, মাংস, মেদঃ, অস্থি, মজ্জা, পরপর এই কয়েকটি ধাতুকে ভেদ করিয়া শুক্রস্থ হইলে অর্থাৎ শুক্রে গমন করিলেই মৃত্যু হয়। *

---

* এই সান্নিপাতিক জ্বরের সকল চিহ্ন বা অধিকতর চিহ্ন প্রকাশ হইলে জীবনের আশা এককালে ত্যাগ করিতে হব। ৭।১০।১২।১৪।১৮।২০।২২।২৪।২৮। এই সকল সংখ্যার দিবসে প্রাণবিয়োগ সম্ভব।

* একদিন অন্তর, দুইদিন অন্তর, সাতদিন বা দশদিন অন্তর, পণের দিন অন্তর, এক মাস অন্তর ইত্যাদি জ্বরকেও ঋষিগণ বিষম জ্বরাদি বলেন।

অষ্টবিধ জ্বরের মধ্যে কখন কোন জ্বর হয়, তাহার সময় নিরূপণ।

সূর্য্যোদয় হইতে অপর সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত একদিন; ইহার পরিমাণ ৬০ ষষ্টি দণ্ড; এই ৬০ ষাটি দণ্ড পরিমিত একদিন, দিবা এবং রাত্রি এইরূপ দুই অংশে ও দুই নামে বিভক্ত হইয়াছে। দিবার পরিমাণ ৩০ ত্রিংশদ্দণ্ড ও নিশাপরিমাণকাল ৩০ দণ্ড। সম্প্রতি স্থূল ভাবে এইরূপ বিভাগ করা হইল, সময় অনুসারে যখন যেমন দিন ও রাত্রির হ্রাস ও বৃদ্ধি হইবে, তদনুসারে পরিমাণ গণ্য হইবে, সূর্য্য-কিরণাবচ্ছিন্ন কালের নাম দিবা, ইহাকে আবার তিন অংশে বিভাগ কর। প্রথম অংশের নাম পূর্ব্বাহ্ন, মধ্যমাংশের নাম মধ্যাহ্ন, শেষভাগের নাম অপরাহ্ন। এইরূপে রজনীকেও তিন অংশ করিয়া প্রথমাংশের নাম প্রথমা রজনী, দ্বিতীয় অংশের নাম মধ্যমা রজনী, তৃতীয় বা শেষ অংশের নাম শেষা রজনী। দিন বা রাত্রির প্রত্যেক অংশ-ই দশ দণ্ড করিয়া ভাগ হইল অধুনা এইটিই স্থির কর।

১। পূর্ব্বাহ্ন দশ দণ্ড মধ্যে পূর্ব্ব কথিত ধমনীর দ্রুতগতি ও সাধারণ জ্বরচিহ্ন সহ পূর্ব্বোক্ত শ্লেষ্মজন্য জ্বরলক্ষণ প্রকাশিত থাকিলে শ্লেষ্মজন্য জ্বর বলিয়া অনুভব করিতে হইবে।

২। মধ্যাহ্ন দশ দণ্ড অর্থাৎ ১১ দণ্ড হইতে ২০ দণ্ডের মধ্যে পূর্ব্ব কথিত ধমনীর দ্রুতগতি সহ সাধারণ জ্বরচিহ্ন এবং পূর্ব্বোক্ত পৈত্তিক জ্বরলক্ষণাদি প্রকাশিত থাকিলে, তাহাকেই পৈত্তিক জ্বর কহে।

৩। অপরাহ্ণ দশ দণ্ড অর্থাৎ ২১ দণ্ড হইতে ৩০ দণ্ড মধ্যে সাধারণ জ্বরচিহ্ন, ধমনীর দ্রুতগতি ও পূর্ব্বোক্ত বাতিকজ্বরের লক্ষণাদি প্রকাশিত হইলে বাতজ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

৪। প্রথম দশ দণ্ডের শেষ অর্থাৎ পূর্ব্বাহ্নের শেষ, ও মধ্যাহ্ন কালের প্রথম, এই সময় মধ্যে জ্বরের সাধারণ লক্ষণ, পূর্ব্বোক্ত পিত্তশ্লেষ্ম-

জ্বরের চিহ্ন ও ধমনীর দ্রুতগতি এই সকল চিহ্ন প্রকাশিত হইলে পিত্তশ্লেষ্মজ্বর বলিতে হইবে। উপর্য্যুক্ত এই সময় মধ্যে জ্বর হইলে পিত্তশ্লেষ্মজন্য জ্বরচিহ্ন ব্যতীত অপর জ্বরচিহ্ন কদাপি প্রকাশ হইবে না।

৫। মধ্যাহ্ন সময়ের শেষ ও অপরাহ্নের প্রথম, এই সময় মধ্যে জ্বর উপস্থিত হইলে বাতপৈত্তিক জ্বর বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে। এই জ্বরে পূর্ব্বোক্ত বাতপৈত্তিক জ্বরের লক্ষণ, ধমনীর দ্রুতগতি ও সাধারণ জ্বরের চিহ্ন প্রকাশ হইয়া থাকে।

৬। অপরাহ্নের শেষ ও পূর্ব্ব-রজনীর প্রথম অংশ; ইহার মধ্যে জ্বর প্রকাশ হইলে বাতশ্লেষ্মজ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করা বিধেয়; এই জ্বরে পূর্ব্বোক্ত বাতশ্লেষ্ম-জ্বর চিহ্ন, সাধারণ জ্বর লক্ষণ এবং ধমনীর দ্রুতগতি এই সমস্ত চিহ্ন প্রকাশিত হয়।

৭। সান্নিপাতিক জ্বর উপস্থিত হইলে পূর্ব্বোক্ত সান্নিপাতিক জ্বর লক্ষণ, সাধারণ জ্বরচিহ্ন ও ধমনীতে বিলক্ষণ পুষ্টির সহিত ভয়ানক জ্বরবেগ সর্ব্বদাই ভোগ হইতে থাকে; দৈবাৎ কোন সময়ে কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়া পুনর্বর্দ্ধিত হয়।

৮। গুরুতর প্রহারজন্য বা ভূত কিন্নর ডাকিনী যোগিনী ডাঁইনিপ্রভৃতির সংসর্গ কিম্বা দৃষ্টিবশতঃ, অভিশাপবশতঃ, অধিক শ্রম বশতঃ, কোন রূপে বিষ প্রয়োগবশতঃ, কামবশতঃ, ক্রোধবশতঃ, ভয় বা শোকবশতঃ যে জ্বরের উৎপত্তি হয়, তাহাকেই আগন্তুজ্বর বলা হইতে পারে। ইহার সময় নিরূপণ হইতে পারে না; যে কোন সময়ে কারণ যোজনা হইবে অর্থাৎ ভয়ানক আঘাত প্রাপ্তি কিম্বা ভূত কিন্নর প্রভৃতির সংসর্গাদি সংঘটন হইবে; তৎক্ষণাৎ দেহ দূষিত হইয়া কিয়ৎকাল পরেই জ্বরাগম হইবে। কিন্তু এই জ্বরের কারণ ধ্বংস হইলে যে কার্য্য ধ্বংস হইবে, ইহাতে সন্দেহ কি? অর্থাৎ আঘাত প্রাপ্তিজন্য বেদনাদির প্রতিকার বা ভূত প্রেত কিন্নরাদি সংসর্গ-জন্য দোষের শান্তি স্বস্ত্যয়নাদিরূপ প্রতিকার হইলেই এই জ্বরের কিঞ্চিৎ শান্তি হইয়া থাকে। তৎপরে বায়ু পিত্ত ও

কফের হ্রাস ও বৃদ্ধি অনুসারে পূর্ব্ব কথিত অষ্টপ্রকার জ্বরের মধ্যে যে জ্বর হইবে; তাহার লক্ষণাদি দ্বারা তাহা নির্ণয় করিয়া চিকিৎসা করিবে।

দিবাভাগের বিভাগানুসারে যেমন বাতজ পিত্তজ শ্লেষ্মজ ইত্যাদি জ্বর নিরূপিত হইল; সেইরূপ রাত্রিকালের বিভাগানুসারে বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ ইত্যাদি জ্বরের মধ্যে কোন জ্বর হইয়াছে ইহা স্থির করিতে হইবে।

একজ্বরী হইলে শ্লেষ্মার বিশেষ প্রকোপ বা শরীরের কোন স্থানে রক্ত সংস্থানজন্য প্রদাহ (ইন্‌ফ্লামেসন যথা— নিমোনিয়া বা বক্ষঃস্থলীয় ফুস্‌ফুস্‌ যন্ত্রের প্রদাহ, প্লীহা কিম্বা যকৃৎ যন্ত্রে রক্ত সঞ্চয়;) ইহার অন্যতর বা উভয়ই ঘটিয়াছে বলিয়া সুবোধ করিতে হইবে।

অসাধ্য-নাড়ী পরীক্ষা।

মন্দং মন্দং শিথিলশিথিলং ব্যাকুলং ব্যাকুলং বা,
স্থিত্বা স্থিত্বা বহতী ধমনী যাতি নাশঞ্চ সূক্ষ্মা।
নিত্যস্থানাৎ স্খলতি পুনরপ্যঙ্গুলিং সংস্পৃশেদ্বা,
ভাবৈরেবম্বিধ-বহুবিধৈঃ সন্নিপাতাদসাধ্যা॥

যে নাড়ীর গতি সূক্ষ্ম, অতি মৃদু, কোন সময়ে অনুভূত হয়, কোন সময়ে বা অনুভূত হয় না, কোন সময়ে বা চঞ্চল গতিও অনুভব হয়, কোন সময়ে থামিয়া থামিয়া গতি বিধান করে, স্থানচ্যুত অর্থাৎ যথা স্থান হইতে ক্রমে ক্রমে নিম্নভাগে নাড়ীর গমন প্রতীতি হয়; এবম্বিধ নাড়ীর লক্ষণাদি অনুমান হইলে আশু মৃত্যু সন্নিহিত হইয়াছে বলিয়া বোধ করিতে হইবে। আর সন্নিপাত-জ্বর-সম্বন্ধীয় নাড়ীতেও মৃত্যু অবধারিত করাই যুক্তি যুক্ত।

ঘড়ী দ্বারা নাড়ীপরীক্ষা।

অঙ্গুলি দ্বারা ধমনী পীড়ন করিয়া ঘড়ীর সহিত ঐক্য করিলে সহজ-অবস্থায় প্রতি মিনিটে ৭৫ বার হইতে ৮৫ বার পর্য্যন্ত প্রতিঘাত অনুভূত হয়।—জ্বরকালে ৮৫ বার হইতে ১৩০ বার, কাহারও বা ১৪০। ১৪৫। ১৫০। ১৬০ বার পর্য্যন্ত ধমনীস্থ শোণিততরঙ্গ-প্রবাহের প্রতিঘাত অনুমান হইলে দুঃসাধ্য পীড়া অনুমান করিতে হইবে। যখন প্রতি মিনিটে নাড়ীর গতি এত অধিক যে, সংখ্যা করা দুঃসাধ্য, সেই সময় জীবনাশা প্রায় ত্যাগ করিতে হয়।—

এই নিয়ম সর্ব্বত্র প্রচলিত নহে অর্থাৎ রোগ বিশেষে প্রতিমিনিটে ১২০ বার ধমনী প্রতিঘাতে সম্পূর্ণ আশঙ্কা হইতে পারে এবং ১৬০ বারেও কোন বিপদ না হইতে পারে।

রোগীমাত্রই মৃত্যুর কিছু সময় পূর্ব্বে নির্ব্যাধি হইয়া দুরবস্থাপন্ন হয়; সে সময়, পূর্ব্বকথিত সহজ অবস্থার ধমনীগতি ৭৫ বার হইতে ৮৫ বার পর্য্যন্ত যাহা অবধারিত হইয়াছে।—তদপেক্ষা ক্রমশঃ ক্রমশঃ ন্যূন অর্থাৎ প্রতি মিনিটে ৭০।৬৫।৬০।৫৫।৫০।৪৫।৪০।৩৫ ইত্যাদি ক্রমে হ্রাস হইতে থাকে।—কখন কখন বা ধমনীর প্রতিঘাত ২।৩ বার অনুমান হইয়া কিয়ৎকাল পরে পুনর্ব্বার ঐরূপে ধমনীগতি অনুমান হইয়া থাকে।

পারদ গর্ভ তাপমানযন্ত্র (থার্ম্মোমিটার) দ্বারা শরীরের উত্তাপ পরীক্ষা।

থার্ম্মোমিটার যন্ত্র দ্বারা জ্বর পরীক্ষা কালে নিম্নে অঙ্কিত এই তাপমান যন্ত্রকে ৪।৫ বার ঝাড়িয়া ৯৫ ডিগ্রি পর্য্যন্ত পারদকে অবতরণ করিয়া বগলের মধ্যে প্রদান করা কর্ত্তব্য।

—oo—

পারদগর্ত্ত তাপমান যন্ত্র।

পারদ গর্ভ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখাযুক্ত, সূক্ষ্ম কাচের নলকে থার্ম্মোমিটার যন্ত্র কহে; ইহার গাত্র সংলগ্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে থাকে ডেসিম্যাল চিহ্ন বলে, এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারি চারিটির পর যে এক একটি ঈষৎ দীর্ঘরেখা আছে, তাহাকে ডিগ্রির চিহ্ন কহে; যন্ত্রের গাত্রে প্রথমেই একটী ডিগ্রির চিহ্ন এবং সেই চিহ্নের গাত্রে ৯০ অঙ্কপাত রহিয়াছে; ইহাতে এই বোধ করিতে হইবে যে, উষ্ণতা প্রযুক্ত নিম্ন হইতে এই চিহ্ন পর্য্যন্ত পারদ ধাতু আগমন করিলে ৯০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত গরম হইয়াছে; এই চিহ্নের পর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা ৪ টী (৪ ডেসিম্যাল) আছে; তদন্তে আর একটী দীর্ঘ চিহ্ন এবং ৯১ অঙ্কপাত রহিয়াছে, এই চিহ্ন পর্য্যন্ত পারদ আগমন করিলে ৯১ ডিগ্রি গরম হইয়াছে বলিয়া বোধ করিতে হইবে, ফলে এইরূপে ৯০ হইতে ১১০ পর্য্যন্ত শেষ সীমা। যখন রোগীর যেমন শরীরে উত্তাপ থাকিবে; তদনুসারে যন্ত্রের নিম্ন হইতে পারদ ঊর্দ্ধে গমন করিবে, অতএব তথাকার রেখা আর সংখ্যা দৃষ্টি করিয়া এত ডিগ্রী ও এত ডেসিম্যাল গরম হইয়াছে বলিয়া অনুভব করিতে হইবে।

গরম হইলেই পারা ঊর্দ্ধে উঠিয়া প্রস্থানের চেষ্টা করে; এই জন্যই পারাকে যন্ত্রস্থ করিয়া ইহা দ্বারা গরম অনুভূত হয়। সুতরাং ইহা দ্বারা শরীরস্থ গরম অনুভূত হইলে ইহাতেই জ্বর অনুমান হইতে পারে।

বগল সর্ব্বদা গরম থাকে, এ নিমিত্ত থার্ম্মোমিটার যন্ত্রের পারাগর্ভ ভাগ বগলের মধ্যে দিয়া ও চাপিয়া রাখিলেই উষ্ণতা জন্য ডিগ্রি ও ডেসিম্যাল ভেদ করিয়া ক্রমে ক্রমে যখন যত দূর গরম, তখন তত দূর পর্য্যন্ত উঠিয়া নিবৃত্তি হইবে; কিছু কাল পরে বগল হইতে যন্ত্র লইয়া পারদ ধাতুর গতি নিরীক্ষণ করিয়া দেহস্থ উষ্ণতা স্থির করিতে হইবে। সহজ অবস্থায় ৯৮ বা ৯৮৷৷০ কিম্বা ৯৯ ডিগ্রি পর্য্যন্ত পারদ উঠিয়া থাকে, ইহার অতিরিক্ত উঠিলেই জ্বর বোধ করিতে হইবে, সচরাচর জ্বরে ১০১। ১০২। ১০৩ ডিগ্রি গরম হইয়া

থাকে। ইহার পর ১০৪।১০৫।১০৬ ডিগ্রি পর্য্যন্ত জ্বরে গরম হইলে সে জ্বর প্রায় কঠিন বলিয়া বোধ করিতে হয়। ১০৭।১০৮।১০৯ ইত্যাদি ডিগ্রি গরম যে জ্বরে প্রকাশিত হইয়া অধিক ক্ষণ অবস্থিতি করিবে; সে জ্বরে অব্যাহতি পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। যখন সহজ অবস্থা ৯৯।৯৮॥০ বা ৯৮ ডিগ্রি হইতে ৯৭।৯৬।৯৫ ডিগ্রি পর্য্যন্ত পারদ অধোগামী হইতেছে; এরূপ অবস্থা প্রত্যক্ষ হইলে রোগীর অবস্থা ক্রমে ক্রমে মন্দ হইয়া আসিতেছে, এইটীই স্থির করিয়া উষ্ণকারক ঔষধাদি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। যে রোগীর ৯৪।৯৩।৯২ ডিগ্রি পর্য্যন্ত পারদ নামিয়াছে বলিয়া বোধ এবং দৃষ্ট হইবে তাহার জীবন শঙ্কটাপন্ন ও পরিত্রাণ লাভ হওয়া দুষ্কর। যে রোগীর ৯১ কি ৯০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত পারদ ধাতু ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে নামিয়াছে, তাহার তো মৃত্যু সম্বন্ধে কোন আপত্তিই নাই।

পারদ ৯০ ডিগ্রি হইতে আর নিম্নে গমন করে না; এ কারণ যন্ত্র মধ্যে ৮৯।৮৮ ইত্যাদি ডিগ্রির রেখা এবং পুস্তক মধ্যে ৮৯।৮৮ ইত্যাদি ডিগ্রির বিষয় লেখার অনাবশ্যক বিবেচনায় লেখা হইল না।

পারদ ধাতু যে, গরম পাইলেই প্রস্থানের চেষ্টা করে, তাহা আমি পূর্ব্বে "আর্য্য চিকিৎসক" গ্রন্থে হিঙ্গুল হইতে পারা বাহির করিবার নিয়মে বিশেষরূপে লেখিয়াছি। পাঠক! তথায় দৃষ্টি করুন।

উপদেশ।

চিকিৎসকের মধ্যে গোঁড়া চিকিৎসক হইলে সুচারুরূপে কার্য্য করা সুকঠিন। ইতি পূর্ব্বে বেদোক্ত চিকিৎসায় সাধারণে সকল পীড়াতেই সত্বর উপকৃত হইতেন। চিকিৎসাবিদ্যা কুটিল বৈদ্যজাতির হস্তে সমর্পিত হওয়ার পর হইতে ক্রমশঃ এ পর্য্যন্ত শিষ্যগণকে কুটিল ভাবে অর্থাৎ অসম্যক রূপে শিক্ষা প্রদান হেতু উত্তমোত্তম ফলিত ঔষধ গোপন ও লোপ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং সম্যক যোগে-ই যে একমাত্র আয়ুর্ব্বেদোক্ত

চিকিৎসায় আনন্দ জনকফল লাভ হইবে, এরূপ আশা করি না। কালক্রমে এবং পরম্পর পরস্পরকে সরল ভাবে শিক্ষা না দেওয়া জন্য আয়ুর্ব্বিদ্যা আর জ্যোতির্ব্বিদ্যা গুপ্ত প্রায় হইয়াছে। অতএব আয়ুর্ব্বিদ্যা লোপ প্রায বশতঃ অকাল মৃত্যু সতত ঘটিতেছে। ইহা সকলেই বিদিত আছেন।

অধুনা ভারতবর্ষে, আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসা, এলোপ্যাথিক্ চিকিৎসা, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা, হাকেমী চিকিৎসা, অবধৌত মতের চিকিৎসা ও তান্ত্রিক চিকিৎসা প্রচলিত আছে। এই সকল চিকিৎসা শাস্ত্র মধ্যে অধিকাংশ আমার শিক্ষা থাকিলেও আশু ফলপ্রদ ও মৎকর্ত্তৃক পরীক্ষিত যে যে ঔষধ তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম। কোন একটী মতের সম্যক ঔষধের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া অসার মূলক ঔষধ লেখিয়া পুস্তক পূরণ করিব না ; সারাংশ গ্রহণীয় ; অতএব এই পুস্তকের প্রত্যেক উপদেশে সাধারণে-ই বিশেষ উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই। ভবিষ্যৎ আমার লোকান্তর হইলে মৎসঞ্চিত বিদ্যার লোপ ভয়প্রযুক্ত জগজ্জনের হিতকামনায় আয়ুর্জ্ঞান প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলাম ।

নবজ্বর বিকারে উপস্থিত চিকিৎসা কয়েকটীর মধ্যে এলোপ্যাথিক (ডাক্তারি) চিকিৎসা আশু আনন্দকর, এজন্য সামান্য ভাষায় সর্ব্ব সাধারণের হৃদ্বোধের কারণ অগ্রে ঔষধের গুণাগুণ ও মাত্রা পশ্চাৎ চিকিৎসা লেখিতে বাধ্য হইলাম। যাহা আমি স্বয়ং শত সহস্র বার প্রয়োগ করিয়া হর্ষ জনক ফল লাভ করিয়াছি। তাহাই লেখিতে অঙ্গীকৃত হইলাম ; জ্বর, বিকার, ওলাউঠা ইত্যাদিতে যাহা যাহা নিতান্ত আবশ্যক ঔষধ তাহাই লেখিব।

——:o:——

ঔষধের মাত্রা নিরূপণ।

বয়ঃক্রম		মাত্রা
পূর্ণবয়স্ক	... ... মাত্রা ১	৬০ গ্রেণ
১ বৎসরের নিম্নে	... ... " ১/১২	৫ "
২ " "	... ... " ১/৮	৭½ "
৩ " "	... ... " ১/৬	১০ "
৪ " "	... ... " ১/৪	১৫ "
৭ " "	... ... " ১/৩	২০ "
১৪ " "	... ... " ১/২	৩০ "
২০ " "	... ... " ২/৩	৪০ "
২১ বৎসরের অধিক	... ... পূর্ণ মাত্রা .. " ১	৬০ গ্রেণ
৬৫ বৎসরের অধিক	উপর্য্যুক্ত মাত্রার বিপর্য্যয় ভাবে অর্থাৎ নিম্ন হইতে উর্দ্ধভাগে যে মাত্রা কথিত হইল, তাহাই গ্রহণীয়।	

ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, কতকগুলিন ঔষধ, বিশেষতঃ আফিম বালকগণকে অতি সাবধানে প্রয়োগ করিতে হয় অর্থাৎ উপরি উক্ত পরিমাণ হইতে অতি অল্প মাত্রায় ব্যবহার হইয়া থাকে; আরও জানা উচিত যে, পারা ঘটিত ঔষধ বালকগণকে অধিক দিন প্রয়োগ করিলেও লালা ক্ষরণাদি লক্ষণ লক্ষিত হয় না।

ঔষধের বলাবল, রোগীর বলাবল, দেশ, কাল, পাত্র, স্ত্রী, পুরুষ, নপুংসক, বালক ও বৃদ্ধ বিবেচনা করিয়া মাত্রার হ্রাস ও বৃদ্ধি করিবে।

কঠিন দ্রব্যের পরিমাণ নির্ণয়।			তরল দ্রব্যের পরিমাণ নির্ণয়।		
২০ গ্রেণ	১ স্ক্রুপল	১০ রতি	৬০ মিনিম্	১ ড্র্যাম	৬০ ফোঁটা।
৬০ গ্রেণ	১ ড্র্যাম	।/০ আনা	৮ ড্র্যাম	১ ঔন্স	অর্দ্ধছটাক।
৮ ড্র্যাম	১ ঔন্স	২॥০ তোলা	১৬ ঔন্স	১ পাউণ্ড	আধসের।
১৬ ঔন্স	১ পাঁউণ্ড	৪০ তোলা	২০ ঔন্স	১ পাইণ্ট	দশছটাক
			৮ পাইণ্ট	১ গ্যালেন	পাঁচসের

১। টার্টার্ য়্যামিটিক্।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—ইহা বমনকারক, স্বেদজনক, শ্লেষ্মনিঃসারক, বিরেচক এবং দৌর্ব্বল্যকর, অল্পমাত্রায় প্রয়োগ হইলে বমনেচ্ছা, অধিক মাত্রায় প্রয়োগ হইলে অপরিমিত ভেদ ও বমন হইয়া প্রাণ নষ্ট করে। বমন করণ জন্য মাত্রা ১ গ্রেণ হইতে ৩ গ্রেণ পর্য্যন্ত। শ্লেষ্মনিঃসরণ ও ঘর্ম্মকরণ জন্য $\frac{1}{8}$ গ্রেণ হইতে $\frac{1}{4}$ গ্রেণ পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

২। ক্যাষ্টর-রয়েল।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—ইহা বিরেচক এবং প্রয়োগ হইলে শরীরের কোনরূপ গ্লানি উপস্থিত না করিয়া সহজে মল নির্গত করে। এ কারণ বালক ও গর্ভবতী স্ত্রীগণের পক্ষেও বিরেচন আবশ্যক হইলে এই সুখকর জোলাপ ব্যবহৃত হয়। ইহা সকল প্রকার চিকিৎসা মতে-ই অতি সুপ্রসিদ্ধ হিতকর জোলাপ। কোন চিকিৎসা মতে-ই ইহার গ্লানি নাই। মাত্রা ১ ঔন্স হইতে ২ ঔন্স পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

৩। জোলাপ-পাউডার।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—ইহা অতি বিরেচক; ক্যালামেল সংযোগে জ্বরাদিরোগে ব্যবহার্য্য। মাত্রা ১০ গ্রেণ হইতে ৩০ গ্রেণ পর্য্যন্ত।

৪। সেনা অর্থাৎ সোনামুখী।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—ইহা বিরেচক, রস ও পিত্ত-নিঃসারক। ইহা ২॥০ তোলা লইয়া ২৫ তোলা অতিশয় উষ্ণ জলে এক ঘণ্টাকাল ভিজাইয়া ও ছাঁকিয়া ব্যবহার করিবে। মাত্রা ১ ঔন্স হইতে ২ ঔন্স পর্য্যন্ত। সেবনকালে ইহার সহিত ৪ ড্র্যাম সল্ট যোগ করিয়া সেবন করাইবে।

৫। সল্‌ফেট অফ ম্যাগ্নিসিয়া বা ইপ্সম সল্ট কিম্বা সল্ট।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—ইহা বিরেচক, মলের সহিত রস নিঃসারক। সেনামিক্‌শ্চার নামক ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইলে ইহা যোগ করিতে হয়। মাত্রা ১ ড্র্যাম হইতে ৪ ড্র্যাম পর্য্যন্ত ব্যবহার্য্য। সেনামিক্‌শ্চার ঔষধে ইহা ১ ঔন্স, সোনামুখীর কাথ ৮ ঔন্স, এই উভয়ে মিশ্রিত হইলে ২ দুই ঘণ্টা অন্তর ১ ঔন্স পরিমাণে সেবন হইবে।

৬। ইপিক্যাকিউ-য়ানা বা ইপিক্যাক্।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—ইহা বমনকারক, ঘর্ম্মকর, দৌর্ব্বল্যকর, শ্লেষ্মা বা কফ-নিঃসারক, জ্বরাদি রোগে বমন করণ জন্য প্রয়োগ করিতে হইলে পল্‌ভ ইপিক্যাক ২০ গ্রেণ, টার্টার্ ষ্যামিটিক্ ১ গ্রেণ মিশ্রিত করিয়া ৩ তিন ভাগ করিবে। এক এক ভাগ প্রতি ঘণ্টায় দুই তিন বার প্রয়োগ হইলে বমন দ্বারা শ্লেষ্মা, রস ও পিত্তাদি নির্গত হইয়া বসন্ত জ্বরের বিশেষ উপকার করে। ইহা স্পিরিটে ভিজাইয়া কাথ বাহির হইলে ভাইনম্ ইপিক্যাক্ কহে, ইহা কাসাদি রোগে এবং নবজ্বর সহ কাস থাকিলে ফিভারমিক্‌শ্চার ঔষধ সহ প্রয়োগ করিতে হয়। কফ-নিঃসারক-

মাত্রা ৫ বিন্দু হইতে ৪০ বিন্দু পর্য্যন্ত। বমনকারক মাত্রা ৩ ড্রাম হইতে ৬ ড্রাম পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হয়।

ইহার আফিম্ সংযুক্ত ঔষধকে কম্পাউণ্ড পাউডার অফ ইপিকা বা ডোভার্স পাউডার কহে। ইহার ক্রিয়া—বেদনা নিবারক, নিদ্রাকর, ধারক, স্বেদজনক; মাত্রা ৫ গ্রেণ হইতে ২০ গ্রেণ পর্য্যন্ত। এই ডোভার্স পাউডারের ১০ গ্রেণের মধ্যে ১ গ্রেণ আফিম আছে।

৭। কম্পাউণ্ড-পাউডার অফ এণ্টিমণি বা জেম্‌স্‌ পাউডার।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—ইহা ঘর্ম্মকারক, জ্বরাদি রোগে ঘর্ম্ম করণ জন্য জ্বরকালে সেবনের ফিবার পাউডার নামক ঔষধ প্রস্তুত করিতে ব্যবহার হয়। মাত্রা ২ গ্রেণ হইতে ৫ গ্রেণ পর্য্যন্ত।

৮। জিঞ্জার বা আদ্রক এবং টিঞ্চার জিঞ্জার।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—ইহা উষ্ণকারক, আগ্নেয়, বায়ু নিঃসারক,। ইস্‌প্রীং পাউডার নামক পুরিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইলে ইহার আবশ্যক হয়। কোনরূপ জোলাপ সহ ব্যবহার করিলে উদরের বেদনা নিবারণ হয়। চূর্ণের মাত্রা—১০ গ্রেণ হইতে ৩০ গ্রেণ পর্য্যন্ত।

ইহার আরককে টিঞ্চার অফ জিঞ্জার কহে। মাত্রা—১৫ বিন্দু হইতে ৬০ বিন্দু পর্য্যন্ত। ক্রিয়া উপরি উক্ত সদৃশ। কোন বেদনা স্থলে ইহা মালিস করিলে সত্বর আরোগ্য হয়, এইরূপ ফল প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অপক্ক কোঁড়া বা ভয়ানক বেদনায় ক্রমাগত মালিস করিয়া উপকার ও বিশেষ ফললাভ হইয়া থাকে।

৯। রিউবার্ব্ব অর্থাৎ রেউচিনি।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—ইহা মৃদু বিরেচক, অল্পমাত্রায় ধারক ও বল-

কর; মাত্রা বালকগণের পক্ষে ২ গ্রেণ হইতে ৫ গ্রেণ পর্য্যন্ত। বয়োঽধিক ব্যক্তিগণের পক্ষে ৫ গ্রেণ হইতে ২০ গ্রেণ পর্যান্ত ব্যবহার্য্য। ইহাকে কার্ব্বনেট্ অক্ ম্যাগ্নিসিয়া সংযোগে প্রায় সকলে ব্যবহার করিয়া থাকে। "প্লীহা রোগের পুরিয়া" ঔষধ প্রস্তুত করিতে সতত-ই আবশ্যক হয়। ইহা হইতে গ্রেগ্রিজ পাউডার, বা কোম্পাউণ্ড রুবার্ব্ব পাউডার প্রস্তুত হয়। যথা—

বিউবার্ব্ব	২ ড্রাম।
কার্ব্বনেট্ অফ ম্যাগ্নিসিয়া	৬ ড্রাম।
পল্ভ জিঞ্জার	১ ড্রাম।

ইহার মাত্রা ২০ গ্রেণ হইতে ৬০ গ্রেণ পর্য্যন্ত। ইহা একবার মাত্র প্রয়োগ হইলে সহজে দুই একবার দাস্ত হইয়া দেহ সুস্থ হয়। জ্বরাবস্থায় সেবিত হইলে ইহা দ্বারা দাস্ত হইয়া জ্বরের কিঞ্চিৎ লাঘব হইবার সম্ভব।

১০। ক্যাম্ফর বা কর্পূর, স্পিরিট্ ক্যাম্ফর ও ক্যাম্ফর মিকশ্চার।

ক্রিয়া।—ইহা উষ্ণকারক, স্বেদজনক, বায়ুনাশক, আক্ষেপ নিবারক এবং অধিক মাত্রায় প্রয়োগ হইলে মত্ততা উপস্থিত করে, জ্বর ও ওলাউঠা রোগে সতত ব্যবহৃত হয়। মাত্রা ১ গ্রেণ হইতে ১০ গ্রেণ পর্য্যন্ত।

ক্যাম্ফর মিক্শ্চার।—২০ ঔন্স জলে ৩০ গ্রেণ কর্পূরচূর্ণ পরিষ্কার এবং সূক্ষ্ম বস্ত্রে বন্ধন করিয়া কাচের কাটিতে (নলে) বান্ধিয়া অন্ততঃ দুই দিন ডুবাইয়া রাখিলে ক্যাম্ফর মিক্শ্চার প্রস্তুত হয়। ইহার এক ঔন্সে প্রায় অর্দ্ধ গ্রেণ কর্পূর দ্রব হইয়া থাকে; মাত্রা ১ হইতে ২ ঔন্স।

স্পিরিট্ ক্যাম্ফর।—পরিষ্কৃত কর্পূর ৮ ঔন্স, রেক্টীফাইড্ স্পিরিট্ ৮ ঔন্স, এই উভয় দ্রব্য একত্র মিলিত করিয়া কাচ-পাত্রে ভিজাইয়া ৪।৫ দিন পরে গলিয়া যাওয়ার পর কাচের গেলাসের মুখে বুটিং পেপারের ঠোং বসাইয়া সেই ঠোঙের উপরি ঐ ক্যাম্ফর সহ রেক্টী ফাইড্ স্পিরিট্ ঢালিয়া ছাঁকা হইলেই স্পিরিট্ ক্যাম্ফর নামক ওলাউঠা

রোগের উত্তম ঔষধ প্রস্তুত হয়। ওলাউঠা রোগের প্রথম অবস্থায় কিঞ্চিৎ চিনি সহ ইহা ৫ ফোঁটা পরিমাণে অবস্থানুসারে মুহুর্মুহুঃ বা ঘণ্টায় ঘণ্টায় সেবন করান হইলে কেবল একমাত্র ইহা দ্বারাতেই অসংখ্য রোগী আরোগ্য লাভ করিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। এই স্পিরিট্ ক্যাম্ফার কলেরা কেসে হোমিওপ্যাথিক মতের প্রধান ঔষধ। যখন ওলাউঠা রোগের প্রাদুর্ভাব হইবে বা হয়, সেই সময় সকলেই আত্মরক্ষার্থে ইহার ২ হইতে ৫ ফোঁটা পরিমাণে কিঞ্চিৎ চিনি সহ সেবন করিলে কদাপি ওলাউঠা হইবে না। হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার মহোদয়গণ সতত, বিশেষতঃ ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব সময়ে এই স্পিরিট্ ক্যাম্ফর পূর্ণ ২ ড্রাম-শিশি ১৲ টাকা মূল্যে অসংখ্য বিক্রয় করিয়া অর্থোপার্জ্জন সহ দেশের হিতসাধন করেন। পেট ফাঁপা, অজীর্ণ, গ্রহণী ও অতিসার ইত্যাদি বহু রোগে ইহা ব্যবহার হয়।

১১। মার্কেরি বা পারদ।

ক্রিয়া।—কেবল পারার গুণ ভয়ানক, ইহা দ্বারা সকল অবস্থাই উপস্থিত হইতে পারে। অতএব কেবল পারা কোন ঔষধেই ব্যবহার হয় না। ইহা সংযুক্ত ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

১২। হাইড্রার্জিরাই সাব্-ক্লোরাইড্ বা ক্যালামেল্।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—ইহা উষ্ণকারক, বিরেচক, লালা পিত্ত ও রজো-নিঃসারক, শোষক ও ধাতু-পরিবর্ত্তক এবং দৌর্ব্বল্যকর; জ্বরাদি রোগে প্রায় ব্যবহার হইয়া থাকে। ধাতু পরিবর্ত্তন জন্য গ্রন্থিস্থ ও ত্বক্‌স্থ নানা রোগে ব্যবহার হয়। উপদংশ রোগে মার্কেরির বটিকা প্রস্তুত করিয়া ব্যবহৃত হইতে পারে, বাতরোগে ব্যবহার করিলে আরোগ্য হইয়া থাকে। বিরেচন মাত্রা—২ গ্রেণ হইতে ৫ গ্রেণ পর্য্যন্ত। বাতাদি রোগে শরীর মধ্যে শোষণ মাত্রা ½ হইতে ১ গ্রেণ একমাত্রা, এইরূপে

বারম্বার প্রয়োগ আবশ্যক। এই নিয়মে প্রয়োগ করিতে করিতে দন্তমাড়ির বেদনা হইলে প্রয়োগ নিষেধ হইবে। বালকগণের ক্রিমিরোগে ক্রিমি-নাশ জন্য অল্প মাত্রায় ব্যবহার হইয়া থাকে।

১৩। হাইড্রাজ্ কম্‌ক্রিটা।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—ইহা মৃদু বা অন্যান্য পারদ সংঘটিত দ্রব্যাপেক্ষা মাধুর্য্য, মৃদু-বিরেচক, পিত্ত নিঃসারক, শরীরশোধক, চাখড়ী সংযোগ জন্য অম্লনাশক, কিয়দ্দিবস ব্যবহার করিলে লালা-নিঃসারক হয়। বালকগণের উপদংশ, যকৃৎ, উদরাময় ইত্যাদি রোগেও ব্যবহার হইয়া থাকে, যুবকগণের মাত্রা ৫ গ্রেণ হইতে ১০ গ্রেণ পর্য্যন্ত; বালকগণের মাত্রা ২ গ্রেণ হইতে ৪ গ্রেণ পর্য্যন্ত।

রিমিটেণ্টি নামক ফিবারে বা অল্প বিরাম জ্বরে উদর মধ্যে প্রদাহ হইলে সোডা এবং ইপিক্যাকিউয়্যানা সংযোগে ব্যবহার হয়।

১৪। ব্লু-পীল।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—ইহা বিরেচক, শোষক, পিত্ত-নিঃসারক, রক্তো-নিঃসারক, কিয়দ্দিন সেবনে লালা নিঃসারক, অল্প মাত্রায় ধাতু পরি-বর্ত্তক হইয়া থাকে। বিরেচন জন্য ইহার মাত্রা ৩ গ্রেণ হইতে ৮ গ্রেণ পর্য্যন্ত, ইন্দ্রবারণীর জ্যাপালের সার কিম্বা মুসব্বর সংযোগে বটিকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইবে; পশ্চাৎ সেনামিক্‌শ্চার কিম্বা কম্পাউণ্ড-পাউডার অফ্ জোলাপ দিয়া মল ত্যাগ করাইবে। ধাতু-পরিবর্ত্তন-জন্য ইপি-ক্যাকিউয়্যানা চূর্ণ সংযোগে ব্যবহার্য্য। *

১৫। বায়কার্ব্বনেট অফ সোডা।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—ইহা অম্লনাশক, পিত্তনিঃসারক, স্নিগ্ধকারক,

* ১১ নং হইতে ১৪ নং ঔষধ পর্য্যন্ত পারা হইতে প্রস্তুত।

রজোনিঃসারক, তৃষ্ণা ও বমন নিবারণজন্য টার্টারিক্ য়্যাসিড্ কিম্বা লেবুর রস সংযোগে এভার্ ভেসিং প্রস্তুত করিয়া বারংবার সেবন করাইলে তৃষ্ণা এবং বমন নিবারণ হয়। ইহার মাত্রা ১০ গ্রেণ হইতে ৬০ গ্রেণ পর্য্যন্ত।

এভার্ভে সিং প্রস্তুত করিবার নিয়ম। প্রথমে ১০গ্রেণ সোডা জলে গুলিয়া পৃথক কাচ বা প্রস্তরের আধারে রাখিবে, পরে টার্টারিক্ য়্যাসিড্ ৮ গ্রেণ জলে গুলিয়া কাচ বা প্রস্তরের আধারে রাখিবে, ইহার পরিবর্ত্তে খানিক লেবুর রস হইলেও হানি নাই। সেবনকরান কালে উভয় পদার্থ একত্র করিবা মাত্র স্ফীত হইয়া ভুরি-ভুরি ফেণা উপস্থিত হয়, সেই সময় রোগীকে পান করাইলে উপকৃত হইবেন। এইরূপে ইহা বারম্বার প্রদানে তৃষ্ণা ও বমন নিবারণ হইয়া থাকে।

১৬। টার্টারিক্ য়্যাসিড্।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—ইহা তীব্র অম্লাস্বাদক, সোডা য্যাসিড প্রস্তুত করিতে আবশ্যক হয়। মাত্রা—১০ গ্রেণ হইতে ৩০ গ্রেণ পর্য্যন্ত।

১৭। কার্ব্বনেট্ অফ ম্যাগ্নিসিয়া।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—ইহা অম্ল-নাশক, মৃদু-বিরেচক এবং বমন নিবারক। মাত্রা ১০ গ্রেণ হইতে ৬০ গ্রেণ পর্য্যন্ত।

১৮। কলম্বা।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—ইহা বলকারক, আগ্নেয়, জ্বরঘ্ন, গর্ব্ভবতী স্ত্রীগণের বমননিবারক; ইহার মাত্রা ৫ গ্রেণ হইতে ১০ গ্রেণ পর্য্যন্ত। ইহার আরককে টিঞ্চার কলম্বা কহে, মাত্রা ৩০ বিন্দু হইতে ২ ড্র্যাম পর্য্যন্ত। ইহার ক্বাথ বা ফান্টকে ইন্‌ফিউ-সন্ কলম্বা কহে; মাত্রা ১ ঔন্স হইতে ২ ঔন্স পর্য্যন্ত।

১৯। সিন্‌কোনা।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—ইহার গুঁড়াকে পল্‌ভ (পং) সিন্‌কোনা কহে; ইহার অরিষ্টকে (আরককে) টিঞ্চার (টিং) অফ সিন্‌কোনা কহে; ইহার কাথকে ডিকক্‌সন সিন্‌কোনা কহে; চূর্ণের মাত্রা ১০ গ্রেণ হইতে ৬০ গ্রেণ পর্য্যন্ত। অরিষ্টের মাত্রা ৩০ বিন্দু হইতে ২ ড্রাম পর্য্যন্ত। ডিকক্‌সনের মাত্রা ১ ঔন্স হইতে ২ ঔন্স পর্য্যন্ত।

ক্রিয়া।—বলকারক, পাচক, সঙ্কোচক, জ্বরঘ্ন, পচন নিবারক; জ্বরঘ্ন জন্য পালাজ্বরের বিচ্ছেদাবস্থায় ব্যবহার হইয়া থাকে। কিন্তু এক্ষণে ইহার পরিবর্ত্তে এইস্থলে সকলে কুইনাইন ব্যবহার করিয়া কার্য্যোদ্ধার করেন।

ডিকক্‌সন সিন্‌কোনা প্রস্তুত করিবার নিয়ম যথা—

সিন্‌কোনাবার্ক ১ তোলা কুটা করিয়া ৩২ তোলা জলে মৃন্ময়পাত্রে কাষ্ঠাগ্নি দ্বারা পাক করিয়া ১৬ যোল তোলা জল সত্ত্বে অবতরণ ও ছাঁকা হইলে ডিকক্‌সন্ সিন্‌কোনা প্রস্তুত হয়। ইহা বলকর, আগ্নেয়, পাচক এবং জ্বরঘ্ন ইত্যাদি।

২০। কুইনাইন বা সল্‌ফেট্ অফ কুইনাইন্।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—ইহা সিন্‌কোনা বার্ক হইতে প্রস্তুত হয় বলিয়া সিন্‌কোনার সম্যক ক্রিয়া সম্পাদন করে। বলকারক, জ্বরঘ্ন, নিয়মানু-সারিক রোগ নাশকাদি; ইহার মাত্রা ১ গ্রেণ হইতে ৩ গ্রেণ পর্য্যন্ত। আবশ্যকমতে ৫ গ্রেণ হইতে ২০ গ্রেণ পর্য্যন্তও ব্যবহার হইয়া থাকে।

জল ও গন্ধক দ্রাবক সংযোগে কুইনাইন মিক্‌শ্চার ঔষধ প্রস্তুত হয়। তাহার উদাহরণ জন্য নিম্নে ১ এক মাত্রার যোগ্য লিখিয়া দেখান হইল।

কুইনাইন মিক্‌শ্চার যথা—

সল্‌ফেট অফ কুইনাইন	২ গ্রেণ।
ডাইলিউটেড্ সলফিউরিক য়্যাসিড্ * অর্থাৎ জলমিশ্রিত গন্ধক দ্রাবক	৫ বিন্দু।
পরিষ্কার জল (একোয়া)	১ ঔন্স।

এই সমস্ত একত্র করিয়া জ্বর বিচ্ছেদ কালে একবারে সেবন হইবে। এই নিয়মে জ্বরবিচ্ছেদ কালে ১ কি ২ ঘণ্টা অন্তর ৪। ৫ বার সেবন হইলে জ্বরাগম হইবে না।

২১। সল্‌ফিউরিক্ য়্যাসিড্ অর্থাৎ গন্ধক দ্রাবক।

ক্রিয়া।—ইহা অতি তীক্ষ্ণ, শরীরে সংলগ্ন মাত্র প্রদাহ উপস্থিত করে, উদরস্থ করিলে (খাইলে) মুখ ও গলা মধ্যে এবং আমাশয়ের অভ্যন্তরে ক্ষত হয়। পরে রক্তভেদ, বমন, উদরে বেদনা, ধমনীর মৃদু গতি ও ক্ষীণ হইতে থাকে; ক্রমশঃ দুর্ব্বলাবস্থা উপস্থিত হইয়া মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

ডাইলিউটেড্ (ডাঃ) সল্‌ফিউরিক্ য়্যাসিডের অর্থাৎ জলমিশ্রিত গন্ধক দ্রাবকের ক্রিয়া।

ইহা বলকারক, সঙ্কোচক, তৃষ্ণানিবারক, ঘর্ম্মনিবারক, শৈত্যক ও রক্তরোধক। ষ্ট্রং (খাঁটি) সল্‌ফিউরিক্ য়্যাসিড্ ১ ঔন্স, জল ১১ ঔন্স-৭॥০ ড্র্যাম, এই উভয় পদার্থ একত্রীভূত হইলে ডাইলিউটেড্ সল্‌ফিউরিক য়্যাসিড বলা যায়। ইহার মাত্রা ৫ বিন্দু হইতে ৩০ বিন্দু পর্য্যন্ত; কুই-নাইন মিক্‌শ্চার প্রস্তুত করিতে হইলে ইহার আবশ্যক হয়।

---

* প্রথমে য়্যাসিড সংযোগে কুইনাইন গালিয়া পশ্চাৎ জলসংযোগ করিবে।

বিকারাদি রোগের ভয়ঙ্কর ঘর্ম্ম নিবারণার্থে ইহা ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঐ মাত্রায় প্রয়োগ হইয়া থাকে, তজ্জন্য ভয়ানক ঘর্ম্ম শীঘ্র নিবারণ হয়।

২২। লাইকার য়্যামোনিয়া য়্যাসিটেটীস।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—ইহা শৈত্যকারক, মূত্রকারক, স্বেদজনক, জ্বরের ফিভার মিক্শ্চার নামক ঔষধ প্রস্তুত করিতে আবশ্যক হয়। মাত্রা ৩০ বিন্দু হইতে ২ ড্রাম পর্য্যন্ত।

লাইকার য়্যামোনিয়া য়্যাসিটেটিস্ প্রস্তুত করিবার নিয়ম।

য়্যাসিটিক্ য়্যাসিড্ ৪। ৬ কি ৮ ঔন্স লইয়া একটি কাচপাত্রে ঢালিয়া, কার্ব্বনেট্ অফ য়্যামোনিয়াকে চূর্ণ করিয়া অল্প অল্প ক্রমে ক্রমে সেই য়্যাসিটিক য়্যাসিড্ মধ্যে নিক্ষেপ করিতে থাকিবে, ঐ সময় ঐ কাচ পাত্র হইতে অতিশয় ফেণা হইয়া এমন ফুটিতে থাকিবে যে, ভাত ফোটার মত ক্রমাগত ফুটিতে ফুটিতে উথলিয়া পড়িবার সম্ভব হয়, অতএব কাচের বড় আধার (গেলাস ইত্যাদি) লওয়া আবশ্যক। কার্ব্বনেট্ অফ য়্যামোনিয়া পূর্ব্ববৎ অল্প অল্প ক্রমে ক্রমে নিক্ষেপ করিলে যতক্ষণ ফুটিবে এবং ফেণা হইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত অল্প অল্প কার্ব্বনেট অফ্ য়্যামোনিয়া ক্রমে ক্রমে নিক্ষেপ করিতে থাকিবে। যখন দেখিবে যে, আর কার্ব্বনেট্ অফ য়্যামোনিয়া ঐ য়্যাসিটিক্ য়্যাসিডে নিক্ষেপ করিলেও ফুলে না, ফোটে না, ফাঁপে না, উথলে না, এবং ফেণা হয় না, সেই সময়ে জানিবে যে, ষ্ট্রং লাই-কার্ য়্যামোনিয়া য়্যাসি-টেটিস্ প্রস্তুত হইল। ইহার ১ ভাগে ৫ ভাগ জল সংযোগ হইলে তবে রোগীকে পূর্ব্ব লিখিত মাত্রা অনুসারে প্রয়োগ করিতে হয়।

২৩। স্পিরিট্ অফ নাইট্রিক্ ইথার।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—ইহা মূত্রকারক, স্বেদজনক এবং শৈত্যক; জ্বররোগের ফিবার-মিক্শ্চার ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইলে আবশ্যক হয়। মাত্রা—২০ বিন্দু হইতে ৬০ বিন্দু পর্য্যন্ত।

২৪। নাইট্রেট অফ পটাশ বা শোরা।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—ইহা মূত্রকারক, শৈত্যক, দৌর্ব্বল্যকর, মূত্রকরণ-জন্য উদরী শোথ ইত্যাদি রোগে ব্যবহার্য্য। শৈত্য এবং মূত্রকরণ জন্য জ্বরের ফিভার মিক্শ্চার ঔষধে প্রযোগ করিলে ধমনীর পুষ্টির হ্রাস হয়, ফলতঃ ফিভার-মিক্শ্চার ঔষধে প্রয়োগ করিলে ইহা শীতলকর, মূত্র-কর, এবং ধমনী নাড়ীর পুষ্টির হ্রাসক হইয়া থাকে। মাত্রা ১০ গ্রেণ হইতে ২০ গ্রেণ পর্য্যন্ত।

২৫। ক্লোরেট্ অফ্ পটাস্।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—ইহা মূত্রকর, শৈত্যক, শোণিত নির্ম্মল-কারক, পিপাসা নিবর্ত্তক; অতএব জ্বরবিকারে রক্ত-পবিষ্কারার্থে সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়। মাত্রা ৫ গ্রেণ হইতে ১০ গ্রেণ পর্য্যন্ত।

২৬। ক্লোরিক ইথার বা স্পিরিট্ ক্লোর-ফরম্।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—ইহা আক্ষেপ নিবারক, উত্তেজক, উষ্ণকারক, জ্বরঘ্ন, ঘর্ম্মকারক, বায়ু নাশক, মৃদু পাচক, বেদনা নিবারক. জ্বরবিকার রোগের ফিভার-মিক্শ্চার ঔষধে আবশ্যক হয়। মাত্রা ১০ বিন্দু হইতে ৬০ বিন্দু পর্য্যন্ত।

২৭। অয়েল্ অফ্ টার্পেন্-টাইন্ বা তার্পিন্।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—ইহা মূত্রকর, উষ্ণকারক, ক্রিমিনাশক, বায়ু নাশক, রক্তরোধক, বেদনা নিবারক। মাত্রা ১০ বিন্দু হইতে ২০ বিন্দু।

২৮। অয়েল অফ্ পিপার্মেণ্ট।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—ইহা বায়ুনাশক; মৃদুপাচক এবং উত্তেজক, পেট্-কামড়ানি উপস্থিত হইলে প্রযুজ্য। মাত্রা ২ বিন্দু হইতে ৫ বিন্দু পর্য্যন্ত।

২৯। অয়েল অফ্ য়্যানিসি বা মৌরির তৈল।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—ইহা বায়ুনাশক, পাচক, উদরস্ফীততানাশক। মাত্রা ২ বিন্দু হইতে ৫ বিন্দু পর্য্যন্ত।

৩০। ক্লোরাইড্ অফ য়্যামোনিয়া বা নিষাদল।

ইহা পিত্ত নিঃসারক, কফনিঃসারক, রজোনিঃসারক, তৃষ্ণা নিবারক; মাত্রা ৫ গ্রেণ হইতে ২০ গ্রেণ পর্য্যন্ত। সচরাচর যকৃৎ রোগে ব্যবহৃত হয়।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—ইহা শরীর সংলগ্নে শৈত্যগুণ করে, এজন্য জ্বর বিকার রোগে শিরঃপীড়া ও প্রলাপ উপস্থিত হইলে, প্রলাপী বা শিরঃপীড়া রোগীর মস্তক মুণ্ডন করাইয়া এই নিষাদল চূর্ণ মিশ্রিত জলে, অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র খণ্ড ভিজাইয়া এই প্রলাপী বা শিরোরোগীর মস্তকোপরি জলপটি বসাইয়া, তদুপরি মুহুর্মুহুঃ এই নিষাদল মিশ্রিত জল কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সিঞ্চন করিলে বিশেষ ফল লাভ হয় অর্থাৎ জ্বরকালে রক্ত গরম হইয়া ঊর্দ্ধগামি হইলে প্রলাপ, শিরঃপীড়া এবং চক্ষুঃ রক্তবর্ণ ইত্যাদি চিহ্ন যাহা প্রকাশ হয়; এই নিয়মে জলপটি বা বরফ মিশ্রিত জলপটি প্রদত্ত হইলে ঐ ঊর্দ্ধগ গরম শোণিত শীতল হইয়া পূর্ব্বোক্ত দুশ্চিহ্ন সকলের শান্তি করিয়া থাকে।

৩১। লাইকার্ য়্যামোনিয়া।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—ইহা উত্তেজক, কফনিঃসারক, অম্লনাশক এবং আক্ষেপ নিবারক, উষ্ণকরণ জন্য জ্বর ও ওলাউঠা ইত্যাদি রোগের ক্ষীণাবস্থায় কর্পূর, সল্ফিউরিক ইথার ও গ্যালেসাই সংযোগে ব্যবহার হইয়া থাকে। মাত্রা ১০ বিন্দু হইতে ৩০ বিন্দু পর্য্যন্ত।

৩২। সেসকুই কার্ব্বনেট অফ্ য়্যামোনিয়া বা কার্ব্বনেট অফ য়্যামোনিয়া।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—ইহা পূর্ব্বোক্ত য়্যামোনিয়ার ন্যায় উষ্ণকারক, অম্লনাশক এবং আক্ষেপ নিবারক। পূর্ব্বোক্ত য়্যামোনিয়া যে সমস্ত রোগে ব্যবহার্য্য সেই সেই রোগের সেই সেই স্থলে ইহাও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মাত্রা ৩ গ্রেণ হইতে ১০ গ্রেণ পর্য্যন্ত।

৩৩। স্পিরিট্ য়্যামোনিয়া য়্যারামেটিক্।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—ইহা পাচক, উষ্ণকারক, কফনিঃসারক, বায়ু-নাশক, অম্ল-নাশক এবং আক্ষেপ নিবারক; মাত্রা ২০ বিন্দু হইতে ৬০ বিন্দু পর্য্যন্ত।

লাইকার য়্যামোনিয়া, কার্ব্বনেট্ অফ্ য়্যমোনিয়া এবং এই স্পিরিট য়্যামোনিয়া য়্যারামেটিক; এই তিন য়্যামোনিয়া এক পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। কার্ব্বনেট অফ য়্যামোনিয়া বা লাইকার য়্যামোনিয়া যে যে স্থলে ব্যবহৃত হইতে পারে, সেই সেই স্থলে এই স্পিরিট য়্যামোনিয়া য়্যারামেটিক্ ব্যবহার হইয়া থাকে। তবে এই স্পিরিট য়্যামোনিয়া-য়্যারামেটিকে অন্যান্য কয়েকটি ঔষধ মিশ্রিত থাকা জন্য ইহার ক্রিয়া মৃদু; অতএব জর বিকার ও ওলাউঠা ইত্যাদি রোগে যখন শোণিত উষ্ণ হইয়া উর্দ্ধগ হয়, তজ্জন্য শিরঃপীড়া, প্রলাপ ও চক্ষুঃ রক্তবর্ণ ইত্যাদি লক্ষণাক্রান্ত রোগীকে য়্যামোনিয়া প্রয়োগ স্থলে কেবল এই স্পিরিট য়্যারামেটিক য়্যামোনিয়া ব্যবহার হয়।

৩৪। সল্‌ফিউরিক্ ইথার।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—ইহা উষ্ণকারক, আক্ষেপ নিবারক, বায়ুনাশক, শরীর সংলগ্নে শৈত্যগুণ করে। ওলাউঠা ও জরবিকার রোগের দুর্ব্বলা-

বস্থায় এবং ধমনীর ক্ষীণ হইলে এই সল্‌ফিউরিক ইথার, য়্যামোনিয়া এবং ব্র্যাণ্ডি সংযোগে ক্যাম্ফর মিক্‌শ্চার সহ প্রয়োগ করিলে শীতলাবস্থা (কোল্ড অবস্থা) দূরীভূত হইয়া ধমনীর পুষ্টি ও দোষ সংশোধন পূর্ব্বক ক্রমশঃ ধমনীর গতি বিশুদ্ধ হইতে থাকে। মাত্রা ২০ বিন্দু হইতে ৬০ বিন্দু পর্য্যন্ত।

৩৫। ভাইনম্ গ্যালেসাই।

ক্রিয়া ও মাত্রাদি।—ইহার পরিমাণ বিশেষ পান করিলে ক্রিয়া ও গুণের ন্যূনাতিরেক হয়; অল্পমাত্রা সেবনে শরীরের উষ্ণতা সম্পাদন পূর্ব্বক হৃৎপিণ্ড, নাড়ী সমূহ, মজ্জা, মস্তিষ্ক এবং স্নায়ু-সমূহের ক্রিয়াধিক্য হয়; যথা—ধমনীর দ্রুতগতি, মুখমণ্ডলের আরক্ততা, মনের স্ফূর্ত্তি, আন্তরিক দুর্ভাবনানন্তর আনন্দোদ্রেক এবং বহুবিষয় ঘটিত ভাব সকল মনে উদিত হইয়া বিবিধ রচনায় মতি ও প্রণয়েচ্ছা ইত্যাদি হইয়া থাকে।

ইহা অধিক পরিমাণে সেবন করিলে মত্ততা, জ্ঞানের হ্রাস, কর্ণেন্দ্রিয় ইত্যাদি অবশ হইয়া থাকে।

ততোঽধিক অর্থাৎ অতিশয় অধিক মাত্রায় ইহা পান করিলে প্রাণ-বিয়োগ হইয়া থাকে। ইহা অপেক্ষা আর কি দুরবস্থা হইবে?

নিয়ত অধিক দিন অধিক মাত্রায় সুরাপান করিলে শরীরে নানা রোগোৎপন্ন হইয়া সত্বর মৃত্যু-মুখে পতিত সম্ভব।

জ্বরবিকার ও ওলাউঠা রোগের শেষাবস্থায় অর্থাৎ দুর্ব্বলাবস্থায় এবং শীতলাবস্থায় য়্যামোনিয়া, সল্‌ফিউরিক্ ইথার এবং ক্যাম্ফর মিক্‌শ্চার সহ সুরা ব্যবহৃত হইলে দুর্ব্বলাবস্থা ও শীতলাবস্থা (কোল্ড অবস্থা) হইতে সত্বর আরোগ্য হইতে পারে। উষ্ণকরণ জন্য মাত্রা ১ এক ড্র্যাম হইতে ৪ ড্র্যাম পর্য্যন্ত।

শরীরের আহত অংশে, বেদনা স্থলে, পক্ষাঘাত রোগের অবশাঙ্গে ইহা মর্দ্দনে বিশেষ উপকার দর্শে।

নিদানোক্ত মদ্যের বিষয়।

রুক্ষ, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, সূক্ষ্ম, আশু ক্রিয়াদায়ক, ব্যবায়ী, বিকাশী, বিষদ, লঘু, অপাকী ;-এই দশটী গুণ তৈলাদি পদার্থে থাকিলেও বিষাক্ত দ্রব্যে ও মদ্যে এই দশটি গুণ অতিরিক্ত পরিমাণে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। এ কারণ বিষ ভোজনে ও মদ্যপানে মূর্চ্ছা উপস্থিত হয়। সুরা নিয়মিত রূপে সেবন না হইলে মদাত্যয়াদি রোগোৎপন্ন হইয়া থাকে।

নিদানে সুরার গুণবর্ণনা।

প্রাণিগণ পক্ষে অন্নপানাদি যেরূপ হিতকর, সুরাও সেইরূপ হিতকর কিন্তু অনিয়মিত সেবন হইলে নানা রোগোৎপত্তি হইতে পারে ; বিধি-পূর্ব্বক সেবিত হইলে অমৃত গুণ সম্পন্ন হয়। সময় ভেদে বিষও অমৃত সদৃশ গুণকর হইয়া জীবন রক্ষা ও দেহের পুষ্টি সাধন করে ; অনিয়মিত কালে অন্ন ভোজন ও দুগ্ধ পান হইলেও প্রাণ ক্ষয় সম্ভাবিত রোগোৎপত্তি হইতে পারে ; যথাকালে বা ঋতুভেদে এবং যৌবন কালাদি ভেদে শৈত্য গুণ বিশিষ্ট দ্রব্য বা মাংসাদির সহিত পরিমিত সুরা পান করিলে আয়ুঃ ও বল বৃদ্ধি, শরীরে কোমলতা, তেজঃ, বিক্রম বা সাহস ও আহ্লাদ ইত্যাদি দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে।

প্রথম—মদ্যপানে স্মৃতি, বুদ্ধি, সন্তোষ, ক্ষুধা, নিদ্রা ও রতি-শক্তি বৃদ্ধি, অধ্যয়ন এবং সঙ্গীতশক্তি পরিবর্দ্ধিত হয়।

দ্বিতীয়—মদ্যপানে বুদ্ধি, স্মৃতি, বাক্‌শক্তির অল্পতা, উন্মত্তের ন্যায় গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্তি এই সকল চিহ্ন লক্ষিত হয়।

তৃতীয়—মদ্যপানে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য, অগম্য-স্ত্রীগমন, অভক্ষ্য ভোজন, গুপ্তভাব প্রকাশ করণ, গুরু-ব্যক্তির অপমান-করণ, শরীর রক্ষণে অসমর্থ ; এই সমস্ত চিহ্ন প্রকাশিত হয়।

চতুর্থ—মদ্যপানে মদ্যপায়ী ব্যক্তি অজ্ঞান ও মৃত ব্যক্তির ন্যায় ধরাশায়ী হইয়া কালাতিপাত করে ; অতএব আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ মহাত্মারা

এই তৃতীয় চতুর্থ মদ্যপানকে অহিতকর জ্ঞান করিয়া, এই অনিষ্টজনক মদ্য-পান নিষেধ করিয়াছেন; ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মনুষ্য মাত্রের-ই শরীর সর্ব্ব-প্রধান, অতএব দেহকে সর্ব্বতো-ভাবে রক্ষা করা ধীমানের অতীব কর্ত্তব্য, সামান্য মদ্যপান দ্বারা দেহরত্ন নষ্ট করা কদাপি যুক্তি-যুক্ত নহে।

অবিধি পূর্ব্বক মদ্যপানের ফল।

পূর্ব্বোক্ত স্নিগ্ধদ্রব্য বা মাংসাদির সহিত সুরাপান না করিয়া যদি প্রতিদিন একমাত্র সুরাপান করে, তাহা হইলে ভয়ঙ্কর পীড়াদি উপস্থিত হইয়া অচিরাৎ দেহ ধ্বংসীভূত হইতে থাকে।

৩৬। ভাইনম্ রুব্রম্ বা পোর্ট ওয়াইন।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—ইহা উষ্ণকারক, বলকর; ধারক, জ্বর ও ওলাউঠা রোগের দুর্ব্বলাবস্থায় সাগু, দুগ্ধসাগু, মৎস্য বা মাংসের যুষ সহ ইহা মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে বলবতী ক্রিয়া দর্শাইয়া উপকারক হয়। বহুকাল-ব্যাপক-স্থায়ী রোগ হইতে মুক্তি লাভের পর, ইহা সেবন করিলে নিত্য নিত্য বল সঞ্চয় হইতে থাকে। মাত্রা ৪ ড্রাম হইতে ১ ঔন্স পর্য্যন্ত।

৩৭। মাস্ক বা মৃগনাভি।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—উষ্ণকারক, আক্ষেপ নিবারক, রজো-নিঃসারক, অধিক মাত্রায় মাদকগুণ করে, ইহা সেবনে হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক, নাড়ী এবং স্নায়ু সমূহের ক্রিয়া বলবতী হয়, এ জন্য রক্তাধিক্যাবস্থায় ও শিরঃপীড়া থাকিলে ব্যবহার নিষেধ। জ্বর বিকার এবং ওলাউঠা রোগের দুর্ব্বল অবস্থায় হস্ত পদাদির ও অঙ্গুলির আকর্ষণ এবং ধমনীর মৃদুগতি হইলে ইহা ব্যবহৃত হয়। মাত্রা—২ গ্রেণ হইতে ১০ গ্রেণ পর্য্যন্ত। ইহার আরককে টিঞ্চার মাস্ক কহে। আরকের মাত্রা ১ ড্রাম হইতে ২ ড্রাম পর্য্যন্ত।

৩৮। স্যান্টুনাইন্।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—ইহা ক্রিমি-নাশক; মাত্রা ২ গ্রেণ হইতে ৬ গ্রেণ পর্য্যন্ত, অধিক মাত্রায় সেবন হইলে প্রস্রাব-কটু ও হরিদ্রা-বর্ণ, জগৎকে হরিদ্রা-বর্ণ দর্শন ইত্যাদি চিহ্ন হইয়া থাকে। অত্যধিক মাত্রায় সেবিত হইলে মাতা টল টল করা, বমন, আক্ষেপ, কামল ইত্যাদি রোগগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুও সম্ভব। এই জন্য ইহা সাবধানে ব্যবহার করা উচিত। এই ঔষধ সেবনের ৪। ৫ ঘণ্টা পরে বিরেচক ঔষধ ব্যবহার করিতে হয়।

৩৯। ক্যাম্থ-রাইডিস্।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—ইহা গাত্র সংলগ্নে ফোস্কা হয়, সেবনে প্রস্রাব-কারক, অধিক মাত্রায় প্রয়োগ হইলে তলপেটে বেদনা এবং শোণিত প্রস্রাব হইয়া থাকে। জ্বরাদি রোগে মস্তকের রক্ত সংস্থান নিবারণ জন্য ঘাড়ে কিম্বা মস্তকে প্রদান করিলে ফোস্কা হইয়া রক্ত সংস্থান নিবারণ হয়। শরীরের আভ্যন্তরিক প্রদাহে অর্থাৎ নিমোনিয়া, প্লুরিসি (বক্ষস্থলীয় ফুস্-ফুস্ যন্ত্রের আচ্ছাদক অতি সূক্ষ্মত্বকের অর্থাৎ পদ্দার, রক্ত সংস্থান বা ইন্‌ফ্লামেসন্ রোগ), আভ্যন্তরিক স্ফোটক ইত্যাদি রোগে, শরীরের মধ্যে ঐ সকল রোগ-নির্দ্দিষ্ট-স্থানের উপরিভাগে বেষ্টার্ড রূপে লাগাইলে ফোস্কা হইয়া ঐ সকল রোগ নিবৃত্তি হয়।

ইহা হইতে লাইকার লিটি ও ইম্‌প্লাষ্ট্রাম্ ক্যাম্থরাইডিস নামে যে, দুই ঔষধ প্রস্তুত হয়, তাহা কেবল বাহ্যিক প্রয়োগ জন্যই প্রস্তুত হইয়া থাকে। লাইকার-লিটি তুলি দ্বারা উদ্দেশ্য স্থানে ৪। ৫ বার (৪। ৫ পোঁচ) ক্রমে লাগাইলে ফোস্কা হয়। ইম্‌প্লাষ্ট্রাম্ ক্যাম্থরাইডিস্ কাগজে বা বস্ত্রখণ্ডে লাগাইয়া পটি করিয়া উদ্দেশ্য স্থানে লাগাইলে ফোস্কা হইয়া থাকে।

আর ইহা হইতে টিঞ্চার ক্যাম্থ-রাইডিস্ নামক যে, আরক ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাহা আভ্যন্তরিক প্রয়োগ হয়, অতএব মূত্রাশয়

অবশ হইলে, উদরী বা শোথরোগ উপস্থিত হইলে সেবনীয় ঔষধ সহ তাহা সতত ব্যবহার হয়। মাত্রা ৫ বিন্দু হইতে ১০ বিন্দু পর্য্যন্ত।

৪০। রেক্‌ট্রীফাইড্ স্পিরিট বা শোধিত সুরা।

প্রস্তুত করণ ও ক্রিয়া।—ইহা, রম ইত্যাদি সুরাকে কার্ব্বনেট্ অফ পটাশ কিম্বা চূণ সংযোগে বারম্বার চোঁয়াইলে প্রস্তুত হয়।

এই রেক্‌ট্রীফাইড্ স্পিরিট্ নির্ম্মল, বর্ণরহিত, আস্বাদনে তীক্ষ্ণ এবং রসনায় সংলগ্ন মাত্র দগ্ধবোধ হয়। জল ৩ ঔন্স, রেক্‌ট্রীফাইড স্পিরিট ৫ ঔন্স একত্র মিশ্রিত করিলে প্রুব্ স্পিরিট কহে। প্রদাহ ও বেদনাদি সংযুক্ত স্থানে জল সংযোগে ইহার পটি প্রদত্ত হইলে উপকার হয়।

৪১। মিউরেটিক্ এসিড্ বা লবণ-দ্রাবক।

ক্রিয়া।—ইহা অতি তীক্ষ্ণ, দাহক, গন্ধকদ্রাবক দ্বারা বিষাক্ত হইলে যে সকল ভয়ানক চিহ্ন লক্ষিত হয়, ইহা দ্বারা বিষাক্ত হইলেও সেই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়। ডাইলিউটেড্ মিউরেটিক য়্যাসিড প্রস্তুত করিতে হইলে মিউরেটিক য়্যাসিড্ ১ ঔন্স, জল ২॥০ ঔন্স এই উভয় মিশ্রিত করিলে ডাইলিউটেড মিউরেটিক য়্যাসিড প্রস্তুত হয়; ইহার মাত্রা ১০ বিন্দু হইতে ৩০ বিন্দু পর্য্যন্ত। প্লীহা যকৃৎ ইত্যাদি স্থলে ব্যবহৃত হয়। কেবল মিউরেটিক য়্যাসিড উদরস্থ করিলে দগ্ধ ও প্রদাহ ইত্যাদি যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়া প্রাণ বিয়োগ হইয়া থাকে।

৪২। নাইট্রিক্ য়্যাসিড বা যবক্ষার দ্রাবক।

ইহার ক্রিয়াও পূর্ব্ব য়্যাসিডের ন্যায় ৪ ঔন্স ১॥০ ড্র্যাম জলে, ষ্ট্রং নাইট্রিক য়্যাসিড ১ ঔন্স যোগ করিলে ডাইলিউটেড্ নাইট্রিক্ য়্যাসিড্ হয়।

ষ্ট্রং নাইট্রিক য়্যাসিড বিষাক্তক্ষতে (গর্ম্মির ঘাযে সর্পাঘাত-ক্ষতে কুক্কুর ও শৃগাল ইত্যাদি দংশনে) আঁচুলি ও অর্শের বলিতে তুলি দ্বারা

প্রদত্ত হইলে আরোগ্য হইয়া থাকে। গাত্রে সংলগ্ন সময়ে ক্ষত ভিন্ন অন্যান্য স্থানে সংলগ্ন হইলে বৃথা দগ্ধযন্ত্রণা উপস্থিত করে।

৪৩। য়্যাসিড নাইট্রো মিউরেটিক ডিল।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—নাইট্রিক য়্যাসিড ৬ ড্র্যাম্, মিউরেটিক য়্যাসিড ১ ঔন্স, জল ৬ ঔন্স ২ ড্র্যাম, এই সকল একত্র মিশ্রিত করিলে ডাই-লিউটেড নাইট্রো মিউরেটিক য্যাসিড কহে। মাত্রা ৫ বিন্দু হইতে ২০ বিন্দু পর্য্যন্ত। ইহা দ্বারা প্লীহা ও যকৃৎ সঙ্কোচ এবং পিত্তনাশ হইয়া থাকে।

৪৪। য়্যাসিটিক্ য়্যাসিড বা সির্কাদ্রব।

ক্রিয়া।—ইহা শৈত্যক, স্নিগ্ধকারক, মালিসে দক্রঘ্ন; ইহা জ্বর রোগে শৈত্যকরণ জন্য ব্যবহার হইতে পারে। লাইকার য়্যামোনিয়া য়্যাসিটেটীস প্রস্তুত করিতে হইলে কার্ব্বনেট অফ য়্যামোনিয়ার সহিত মিশ্রিত করিতে হয়, এই প্রস্তুত নিয়ম ২২ নম্বর ঔষধে দৃষ্টি করিলে বিশেষ জানিতে পারিবেন।

৪৫। টিঞ্চার ওপিয়াই অর্থাৎ আফিমের অরিষ্ট।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—ইহা ধারক, সঙ্কোচক, মাদক, নিদ্রাকর, বেদনা নিবারক; ওলাউঠা, রক্ত আমাশয় অতিসার প্রভৃতি নানা রোগে সর্ব্বদা ব্যবহার হইয়া থাকে। যাতনা নিবারণার্থ অন্যান্য বহুবিধ রোগে ব্যবহৃত হইতে পারে; ইহার ১৪৷৷০ বিন্দুতে ১ গ্রেণ আফিম আছে। এই টিঞ্চার ওপিয়াই ঔষধের মাত্রা ৫ বিন্দু হইতে ২০ বিন্দু পর্য্যন্ত।

৪৬। টিঞ্চার কার্ডমম্ কম্পাউণ্ড অর্থাৎ এলাইচের অরিষ্ট।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—ইহা পাচক ও আগ্নেয় এবং সদ্গন্ধ করণার্থে অনেক প্রকার ঔষধ মধ্যে ব্যবহার হইয়া থাকে। মাত্রা ৩০ বিন্দু হইতে ২ ড্রাম পর্য্যন্ত।

৪৭। ফেরিসল্‌ফ বা সল্‌ফেট অফ আয়রণ বা হিরাকস।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—ইহা শোণিত বর্দ্ধক, বলকারক, রজো-নিঃসারক, ধাতু পরিবর্ত্তক; প্লীহা ও পুরাণ জ্বরে সর্ব্বদাই ব্যবহার হইয়া থাকে। মাত্রা ১ গ্রেণ হইতে ৫ গ্রেণ পর্য্যন্ত।

৪৮। কার্ব্বনেট অফ আয়রন্।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—ইহা ফেবিসলফের মত বলকর, শোণিত বর্দ্ধক, রজো নিঃসারক, ধাতু পরিবর্ত্তক, সেইরূপ প্লীহা পুরাণ জ্বরেও ব্যবহৃত হয়। মাত্রা—৫ গ্রেণ হইতে ১০ গ্রেণ পর্য্যন্ত।

৪৯। টিঞ্চার আয়ডিন্।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—বেদনা নিবারক অতএব তুলিদ্বারা বেদনা স্থানে মালিস করিলে ক্রমে ক্রমে উপশম হয়। অর্দ্ধ ছটাক জল সহ ইহার ৫।৬ ফোঁটা যোগ করিয়া নিত্য এই পরিমাণে দুইবার সেবন করিলে বাতে ধরা আরোগ্য হয় সন্দেহ নাই।

৫০। লাইকার পটাসী।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—ইহা জলবৎ তরল পদার্থ বিশেষ, মূত্রকারক, অম্লনাশক, পিত্ত-নিঃসারক, ক্ষারপদার্থ; ক্যাষ্টরয়েল সহ ইহা মিশ্রিত করিয়া সমান পরিমাণে জলযোগ করিয়া নাড়িলে ক্যাষ্টরয়েল মিশ্রিত হইযা সেবনে সুবিধা হয়। মাত্রা ১৫ বিন্দু হইতে ৬০ বিন্দু পর্য্যন্ত। লাইকার পটাসীর পরিবর্ত্তে সোডার সহিত ক্যাষ্টরয়েল মিশ্রিত হইলে প্রায় তুল্য ফল হইয়া থাকে।

৫১। টিঞ্চার হায়সায়েমাস্ বা হেন্‌বেন।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—ইহা বেদনা নিবারক, টান বা আক্ষেপ নিবারক, শ্লেষ্ম-নিঃসারক, মাদক ও নিদ্রাকর;—যেস্থানে আফিম্

প্রয়োগ করিলে কোষ্ঠবদ্ধ হইবার আশঙ্কা থাকে, সেইস্থানে বেদনা-নিবারণ ও নিদ্রা করণ জন্য টিঞ্চর ওপিয়াই পরিবর্ত্তে এই টিঞ্চার হেনুবেন অর্থাৎ হায়সায়েমাস ব্যবহার হইয়া থাকে, অন্যান্য স্থলে আবশ্যক মতে সতত প্রয়োগ হয়। মাত্রা ১০ বিন্দু হইতে ১ ড্রাম পর্য্যন্ত। সামান্য কাস উপস্থিত হইলেও ইহা দ্বারা উপকার লাভ হইয়া থাকে।

৫২। য়্যাসাফেটিডা বা হিঙ্গু।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—ইহা আক্ষেপ নিবারক, আগ্নেয়, বায়ুনাশক, বায়ু-নিঃসারক, মাত্রা ৫ গ্রেণ হইতে ২০ গ্রেণ পর্য্যন্ত।

৫৩। টিঞ্চার কাইনো।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—ধারক, রক্তরোধক, উদরাময় ও রক্তামাশায় রোগে ব্যবহার্য্য। মাত্রা ৩০ বিন্দু হইতে ২ ড্রাম পর্য্যন্ত। ইহা ওলাউঠা রোগেও কেহ কেহ ব্যবহার করেন।

৫৪। টিঞ্চার ক্যাটাকিউ বা খদিরের অরিষ্ট।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—ইহার ক্রিয়া, মাত্রা ও ব্যবহারের স্থল উপরি উক্ত টিঞ্চার কাইনোর মত; অতএব ৫৩ নম্বর ঔষধের ক্রিয়াদি দেখ।

৫৫। টিঞ্চার ব্রাইওনিয়া।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—ইহা হোমিওপ্যাথিক ঔষধ কিন্তু য়্যালো-প্যাথিক মতে সচরাচর ব্যবহার হইয়া থাকে, ক্রিয়া অতি চমৎকার; যথা—মৃদু জরঘ্ন, শ্লেষ্ম-নিবারক, কাসনিবারক, সামান্য জ্বর বা কাস স্থলে প্রয়োগ করিলে আশু ফল-লাভ হয়। মাত্রা ১ ফোটা হইতে ৮ ফোটা পর্য্যন্ত। অতি শিশুর পক্ষে ½ ফোটা।

৫৬। টিঞ্চার বেলেডোনা।

বাতাদি রোগের বেদনা, স্তনদুগ্ধ নাশ ও প্রদাহ নিবারণ জন্য,

গ্লিসারিন্ সহ ষ্ট্রাক্ট বেলেডোনা কিম্বা বেলেডোনা প্ল্যাষ্টার বাহ্যপ্রয়োগ হইলে উপকার দর্শে। পৃষ্ঠব্রণ, ফোড়া ইত্যাদি রোগের প্রথমাবস্থায় ইহার প্রলেপ বারম্বার প্রদান হইলে পূয়াদি না হইয়া আরোগ্য হয় (বসিয়া যায়)। ললাট ও করপল্লবের ঘর্ম্ম নিবারণজন্য লিনিমেণ্ট বেলেডোনা মালিস করিলে আরোগ্য হয়।

আভ্যন্তরিক প্রয়োগ যথা;—মলবদ্ধ স্থলে, লালাক্ষরণস্থলে, শিশুগণের বিছানায় মোতারোগে বিকার ইত্যাদি রোগের ভয়ানক ঘর্ম্ম-নিবারণে, শ্বাসকাসে, উদরের ভয়ানক বেদনায়, বহুমূত্ররোগে টিঞ্চার বেলেডোনা, ষ্ট্রাক্ট বেলেডোনা, সাকাস্ বেলেডোনা ইহার অন্যতম ব্যবহার হইয়া থাকে।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—টিঞ্চার বেলেডোনা ৫ বিন্দু হইতে ৩০ বিন্দু পর্য্যন্ত। ষ্ট্রাক্ট বেলেডোনা ১/৬ গ্রেণ। সাকাস্‌বেলেডোনা ৫ বিন্দু হইতে ১৫ বিন্দু পর্য্যন্ত।

৫৭। ফেরিসাইট্রেট অফ কুইনাইন।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—ইহা মৃদুজ্বরঘ্ন, বলকারক, বিকার ও জ্বরাদি রোগের পর দুর্ব্বলাবস্থায় সেব্য। মাত্রা ৫ গ্রেণ হইতে ১০ গ্রেণ পর্য্যন্ত।

৫৮। টিঞ্চার জেন্‌সিয়া।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—ইহা জ্বরঘ্ন, বলকারক, পিত্তনাশক, মৃদুবিরেচক, অতিশয় আগ্নেয়; মাত্রা ৩০ বিন্দু হইতে ২ ড্রাম পর্য্যন্ত।

৫৯। ক্লোরোডাইন্।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—ইহা ওলাউঠা রোগে অত্যন্ত উপকারি এবং আশুফলদায়ক; ইহা দ্বারা ভেদ, বমন, হিক্কা প্রভৃতির সত্বর বিশেষ উপশম হয়। মাত্রা ১০ বিন্দু হইতে ৩০ বিন্দু পর্য্যন্ত। এতদ্ভিন্ন গ্রহণী, উদরাময়, আমাশয়, রক্তামাশয়, বক্ষঃ ও কক্ষ বেদনা, পেটকাম্‌ড়ানি ফিক

বা শূল-বেদনা, ধনুষ্টঙ্কার, গুল্ম, স্ত্রীলোকের বাধক, বমনরোগ, দন্তরোগ, দন্তশূল, কর্ণশূল, কফ, কাস, শ্বাসকাস, যক্ষ্মাকাস, বুক্ ঘড়-ঘড়ানি, নিশিঘর্ম্ম, নিদ্রানাশ, বাতবেদনা, বাতশিরা, কম্প ইত্যাদি রোগে অত্যন্ত ফলদায়ক।

৬০। আর্গট্।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—আরগট নামক এক প্রকার শুঁঠীফল আছে; তাহার দানাচূর্ণকে পলভ্ আর্গট কহে। মাত্রা ২০ গ্রেণ হইতে ৩০ গ্রেণ। এই দানা দ্বারা যে আরক প্রস্তুত হয়, তাহার নাম টিঞ্চার অফ আর্গট কহে। ইহাদের ক্রিয়া যথা;—জরায়ুর উত্তেজক, অর্থাৎ জরায়ুর বেদনা বা পীড়াদায়ক; গর্ব্ভবতী স্ত্রীলোকগণের প্রসবকালে বেদনা পরিবর্দ্ধিত করণার্থে এই ঔষধ প্রয়োগ হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা প্রসব বেদনা বলবতী হইলে সত্বর প্রসব হইবার সম্ভব, এবং জরায়ু হইতে রক্তস্রাব নিবারক। মাত্রা ১০ বিন্দু হইতে ৩০ বিন্দু পর্য্যন্ত। আর ইহা হইতে ষ্ট্রাক্ট আরগট-লিকুইড প্রস্তুত হইয়া সচরাচর এইটি-ই ব্যবহার হইয়া থাকে। মাত্রা ১০ বিন্দু হইতে ৩০ বিন্দু পর্য্যন্ত। আবশ্যক মতে ১ ড্র্যাম পর্য্যন্ত ও ব্যবহৃত হয়।

৬১। লাইকার আর্সেনিক ক্যালিজ্ বা সেঁকোর আরক।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—ইহা টনিক অর্থাৎ বলকর, জ্বরঘ্ন, আগ্নেয় ইত্যাদি;—জ্বরে, সন্ধিস্থানীয়-বাত-বেদনায়, চর্ম্মরোগে, জ্বরাদি পুরাণরোগে এবং জ্বরাদি জন্য দৌর্ব্বল্যাবস্থায় প্রয়োগ হয়।

জ্বরত্যাগ জন্য প্রয়োগ করিতে হইলে জ্বরবিরাম কালেই ব্যবহার্য্য। পুরাতন জ্বরাদিরোগ জন্য দুর্ব্বলাবস্থায় প্রয়োগ করিতে হইলে ভোজনান্তে সেবনীয় অর্থাৎ ভুক্ত বস্তুর জীর্ণাবস্থায় সেবনার্হ, এই নিয়মিত সময়ে ব্যবহৃত হইলে ক্রমে রোগের সাম্য হইয়া সবল হয়।

যকৃৎ ও প্লীহা ঘটিত জ্বরে, পালাজ্বরে, প্রদর সহ জ্বরবিরাম কালে, সামান্য কাসে, ঋতু দীর্ঘস্থায়িত্বে ও সর্পাঘাতে ইহা প্রয়োগ হইলে বিশেষ উপকার দর্শে। ইহা ধাতু পরিবর্ত্তক, শোণিত পরিষ্কারক, কুইনাইন সদৃশ গুণকর অতএব আশু জ্বরঘ্ন।

ইহা অধিক মাত্রায় কিম্বা উপর্য্যুপরি প্রয়োগ হইলে বিষাক্ত হয় এবং তজ্জন্য প্রাণত্যাগ হইতে পারে। মাত্রা ২ বিন্দু হইতে ৮ বিন্দু পর্য্যন্ত।

৬২। ডন্ ভান্স্ সোল্‌উসন।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—ইহা পারা হইতে প্রস্তুত ও চর্ম্মরোগে ব্যবহৃত হয়, বিশেষতঃ পারা বা গর্ম্মিজন্য গাত্রাদিতে ক্ষত প্রকাশ হইলে সালসা সহ প্রয়োগে অতি সত্বর ছুশ্চিহ্নাদি বিলুপ্ত হয়।—মাত্রা ১০ বিন্দু হইতে ৩০ বিন্দু পর্য্যন্ত।

৬৩। লাইকার হাইড্রা-র্জিরাই পার্-ক্লোরাইড্।

প্রস্তুত প্রণালী।—পার্-ক্লোরাইড্ অফ মার্কেরি বা রস কর্পূর ১০ গ্রেণ, ক্লোরাইড্ অফ য়্যামোনিয়া বা নিষাদল ১০ গ্রেণ, পরিস্রুত জল ২০ ঔন্স, এই সমস্তকে একত্র মিশ্রিত করণানন্তর বুটীংপেপারে ছাঁকা হইলেই প্রস্তুত কার্য্য সম্পূর্ণ হইল। মাত্রা ৩০ বিন্দু হইতে ২ ড্র্যাম পর্য্যন্ত।

ক্রিয়া।—ইহা প্রয়োগে পুরাণ চর্ম্মরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। বিশেষতঃ পারা বা গর্ম্মির ক্ষতাদি গাত্রে প্রকাশিত হইলে সালসা সহ প্রয়োগে অত্যল্প দিবস মধ্যে ক্ষতাদি আরোগ্য হয়।

৬৪। পটাস আইয়ো-ডাইড্।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—ইহা সালসা সহ প্রয়োগ করিলে বাতে ধরা সম্বন্ধীয় সম্যক্ ছুশ্চিহ্ন ইহা দ্বারা নিশ্চয় আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু পরিবর্ত্তনের, শোণিত পরিষ্কারের এবং পারা বা গর্ম্মি সম্বন্ধীয় অন্তর্ভুত

দোষসংশোধনের একমাত্র এই মহৌষধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহা ব্যবহারে সর্দ্দিরোগ উপস্থিত হয়, তদ্দ্বারা দেহস্থ ক্লেদাদি নির্গত হইয়া রোগীর দেহ বিশুদ্ধ হইতে থাকে। মাত্রা ২ গ্রেণ হইতে ১০ গ্রেণ পর্য্যন্ত। ইহা ব্যবহার করিতে করিতে টাক্‌রা জ্বালা, চক্ষুর ভিতর বেদনা ও সর্দ্দি উপস্থিত হইলে সেবন বন্ধ করিবে। এই সকল লক্ষণ নিবৃত্তি হইলে পুনর্ব্বার ইহা সেবন আরম্ভ হইবে।

৬৫। নক্সভমিকা বা কুচিলা।

ইহার সারাংশকে ষ্ট্রীক্‌নিয়া কহে। ইহা বলকর, আগ্নেয়, মৃদু বিরেচক ও কামোদ্দীপক হয়। আর ইহা আক্ষেপকারক এজন্য পক্ষাঘাত রোগে ব্যবহার্য্য, উদরস্ফীত ও অম্লোদ্গার রোগে ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। অধিক মাত্রায় সেবিত হইলে বিষক্রিয়া সম্পাদক হইয়া আক্ষেপ আনয়ন করে, অতএব সাবধানে ব্যবহার করা উচিত। ইহা নিম্নলিখিত নিয়মিত রূপে ও মাত্রায় ব্যবহার হইয়া থাকে।

১। নক্সভমিকাচূর্ণের মাত্রা ২ গ্রেণ হইতে ৩ গ্রেণ। ২—এক্‌ষ্ট্রাক্ট নক্সভমিকার মাত্রা $\frac{1}{8}$ হইতে ২ গ্রেং। ৩—টিঞ্চার নক্সভমিকার মাত্রা ৫ হইতে ২০ বিন্দু পর্য্যন্ত। ৪—ষ্ট্রীকনিয়ার মাত্রা $\frac{1}{60}$ হইতে $\frac{1}{12}$ গ্রেণ পর্য্যন্ত, ইহা ভয়ঙ্কর বিষ, অতএব সাবধানে ব্যবহার্য্য। ৫—লাইকার ষ্টিক্‌নিয়া ৫ হইতে ১০ বিন্দু পর্য্যন্ত।

৬৬। পল্‌ভ্‌ জেকোবাই ও পল্‌ভ্‌-এণ্টিমনি।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—এতদুভয় ঔষধ টার্টার ঈ্যামিটিক সদৃশ বমনকারক, কিন্তু তদপেক্ষা মৃদু। জ্বর এবং বাতাদিরোগে প্রয়োজনমত ক্যালামেল বা অহিফেন সংযোগে ব্যবহার করা যায়। এতদ্ভিন্ন পুরাতন চর্ম্মরোগে ধাতু পরিবর্ত্তন জন্য প্রয়োগ করিলে উপকার হইয়া থাকে। মাত্রা ৩ হইতে ১০ গ্রেণ পর্য্যন্ত।

৬৭। ভাইনম এণ্টিমণি।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—ধামনিক অবসাদক, বিবমিষাজনক (বমনোদ্বেগ-জনক) কফনিঃসারক, মূত্রকারক, অধিকমাত্রায় প্রযোগ হইলে বমনকারক এবং প্রদাহিক হইয়া বিষক্রিয়া সম্পাদন করে; প্রদাহিকজ্বরে, অবিরাম-জ্বরে, অল্পবিরাম-জ্বরে উপকার হইয়া থাকে। তরুণ ফুস্-ফুস্-প্রদাহে (নিমোনিয়ারোগের প্রথমে) বিশেষ উপকার দর্শে। ১০বিন্দু হইতে ৩০ বিন্দু মাত্রায় প্রয়োগ করিলে ঘর্ম্মকারক এবং শ্লেষ্ম-নিঃসারক হয়;—৩০ বিন্দু হইতে ২ ড্র্যাম পর্য্যন্ত প্রযোগ করিলে বিবমিষাজনক অর্থাৎ বমনোদ্বেগ হইয়া থাকে।—২ ড্র্যাম হইতে ৪ ড্র্যামপর্য্যন্ত প্রযোগ করিলে বমনকারক হয়; বালকগণের বমনকরণার্থে ৩০ বিন্দু হইতে ১ ড্র্যাম পরিমাণে প্রযুজ্য।

৬৮। পটাস্ ব্রোমাইড্।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—বায়ুনাশক, ধাতুপরিবর্ত্তক, উত্তেজক, স্নায়ুবর্গের অবসাদক, বিবিধ আক্ষেপরোগে সতত প্রযোগ হইয়া বিশেষফল প্রদর্শন করাইয়া থাকে। অপস্মার (মৃগী) ও আক্ষেপসংযুক্ত বায়ু-রোগ মাত্র (হিষ্টিরিয়া) প্রভৃতিরোগে আক্ষেপ নিবারণ করিয়া বিশেষ উপকার করে। জ্বরবিকারে মস্তিষ্ক মধ্যে রক্তাধিক্য হইয়া প্রলাপাদি উপস্থিত হইলে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার লাভ হয়। মাত্রা ৫ হইতে ৩০ গ্রেণ পর্য্যন্ত।

৬৯। লাইকার মর্ফিয়া।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—ইহার ক্রিয়া অহিফেনের ন্যায়, কিন্তু অহিফেন সদৃশ উত্তেজক, স্বেদজনক ও ধারক নহে; ইহা প্রযোগ করিলে বেদনা ও আক্ষেপাদি নিবারণ হইয়া প্রগাঢ় নিদ্রার আবির্ভাব হয়। মাত্রা-১০ বিন্দু হইতে ৬০ বিন্দু পর্য্যন্ত।

৭০। ষ্ট্রাকট্ কোনিয়াই।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—ইহা স্থানিক উত্তেজক, পশ্চাৎ স্পর্শ-হারক, শরীরাভ্যন্তরে সেবিত হইলে অবসাদক, বেদনা নিবারক, অধিকমাত্রায় বিষক্রিয়া সম্পাদক।—ক্যানসার (ক্ষতবিশেষে) স্ক্রফিউলারোগে (গণ্ড-মালাদি বিশেষে) আভ্যন্তরিক ও স্থানিক ব্যবহার হয়; হুপিং কফে প্রয়োগে উপকার দর্শে, মৃগী ও আক্ষেপযুক্ত রোগে উপকারি। মাত্রা ২ হইতে ৬ গ্রেণ।

৭১। একষ্ট্রাক্ট জেন্‌সিয়ান্।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—ইহা বিশুদ্ধ তিক্তাস্বাদন, বলকারক ও আগ্নেয়; অতএব অজীর্ণ রোগে ও অপরাপর রোগান্তের পর দৌর্ব্বল্যাবস্থায় প্রযুজ্য। মাত্রা ২ হইতে ১০ গ্রেণ পর্য্যন্ত।

৭২। মাষ্টর্ড।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—অল্প মাত্রায় উত্তেজক, আগ্নেয়, অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে বমন কারক; বাহ্য প্রয়োগে উগ্রতা সাধক, অধিকক্ষণ রাখিলে ফোস্কা বা আরক্তিম হয়; অপরন্তু জ্বর বিকার ওলাউঠা ইত্যাদি রোগের অবসন্নাবস্থায় উত্তেজনার্থে ইহার পুলটিস্ প্রয়োগ করা যায়। বমনার্থে ঈষদুষ্ণ জলের সহিত ৪ ড্রাম ব্যবহার্য্য।

৭৩। কার্ব্বলিক্ য়্যাসিড্।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—ইহা উত্তেজক, বায়ু নাশক, পচন নিবারক, দুর্গন্ধ হারক, স্থানিক উগ্রতা সাধক এবং প্রদাহকর; পাকাশয়ের উগ্রতা-বশতঃ যে বমন হয়, সেই বমন নিবারণার্থে আভ্যন্তরিক ব্যবহার হইতে পারে। মাত্রা ১ হইতে ৩ গ্রেণ পর্য্যন্ত। ইহা ঈষদুষ্ণ জলের সহিত বিশেষরূপে মিলিত করিয়া সেবন করান বিধি।

৭৪। টিঞ্চার ষ্টিল্।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—ইহা প্রবল সঙ্কোচক, রক্তরোধক, দাহক, এতদ্ভিন্ন রক্তজনক ও বলকর, শোণিতস্রাবে স্থানিক প্রয়োগ হইলে বিশেষ উপকার দর্শে। মাত্রা ১০ হইতে ৩০ বিন্দু পর্য্যন্ত।

৭৫। শ্বেতচন্দন তৈল বা অয়েল স্যাণ্ট্যাল ফ্লেভা।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—ইহা ঈষৎ উত্তেজক, রক্ত সঞ্চালক, যন্ত্রের অবসাদক, জ্বর ও বমনাদি রোগে ইহার কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিয়া ললাট প্রদেশে প্রলেপ প্রদত্ত হইলে বিশেষ উপকার দর্শে। প্রমেহরোগে প্রয়োগ করিলে বিশেষ হিতকর হইয়া প্রমেহ নাশ হইয়া থাকে। মাত্রা ১৫ হইতে ৪০ বিন্দু পর্য্যন্ত।

৭৬। অয়েল কোপেবা।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—ইহা উত্তেজক, কিন্তু এই উত্তেজকতা মূত্র যন্ত্রে ও জননেন্দ্রিয়ের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে বিশেষরূপে প্রকাশিত হয়। অতএব প্রমেহ রোগে ইহা সতত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মাত্রা ৫ বিন্দু হইতে ২০ বিন্দু পর্য্যন্ত।

৭৭। অয়েল কিউবেব্স্ বা কাবাব চিনির তৈল।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—ইহা আগ্নেয়, উত্তেজক, বায়ুনাশক, কফ-নিঃসারক, আশু প্রমেহ নাশক, অতএব প্রমেহ রোগে-ই সতত প্রয়োগ হইয়া থাকে। মাত্রা ৫ হইতে ২০ বিন্দু পর্য্যন্ত।

৭৮। লাইকার স্যাণ্টেল্ ফ্লেভা-কাম্ বকু এট্ কিউবেবা।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—ইহা পুরাণ প্রমেহ নাশক অদ্বিতীয় মহৌষধ। মাত্রা ১৫ বিন্দু হইতে ৩০ বিন্দু পর্য্যন্ত। দিবসে তিনবার জলসহ সেব্য।

৭৯। ম্যাটিকো ইঞ্জাক্সন।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—ইহা কোন সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের আবিষ্কৃত পুরাণ প্রমেহ নাশক শিশি পূর্ণ জলীয় মহৌষধ। এই ঔষধ ১ ভাগ, জল ২ ভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া ক্ষুদ্র কাচ পিচ্‌কারির দ্বারা লিঙ্গনালে দিবসে ২। ৩ বার প্রয়োগ করিলে ৫। ৬ দিবস মধ্যে জ্বালা যন্ত্রণাদি সহ ধাতুক্ষয় রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। ইহা অসংখ্য লোকের পরীক্ষিত ও ব্যবহৃত ঔষধ।

৮০। সেনেগা।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—কফ নিঃসারক, ঘর্ম্ম কারক, রজোনিঃসারক, মূত্র কারক, ইহা হইতে নিম্ন লেখিত ঔষধ প্রস্তুত হয়।

টিঞ্চার সেনেগা, মাত্রা ৩০ বিন্দু হইতে ২ দুই ড্রাম পর্য্যন্ত।

ইন্‌ফিউসন সেনেগা, মাত্রা ১ হইতে ২ ঔন্স।

ইন্‌ফিউসন সেনেগা প্রস্তুত করিতে হইলে বিলক্ষণ গরম জল ১০ ঔন্স মধ্যে, কুট্টিত ½ ঔন্স সেনেগা রুট নিক্ষেপ করিয়া আচ্ছাদন পূর্ব্বক এক ঘণ্টা পরে ছাঁকিয়া লইবে।

৮১। টিঞ্চার সিলি।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—ইহা শ্লেষ্ম-নিঃসারক, মূত্রকারক, অধিক মাত্রায় বমন-কারক ও ভেদক। মাত্রা ১০ হইতে ৩০ বিন্দু পর্য্যন্ত।

এলোপ্যাথিক মতে নবজ্বর বিকার চিকিৎসা।

জ্বর সত্বে জ্বরকে দূরীভূত করণ চেষ্টা এবং জ্বর অসত্বে পুনর্ব্বার জ্বরাগম না হইতে পারে, সেইরূপ চেষ্টা করা চিকিৎসকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

নবজ্বরের প্রথমাবস্থায় অথচ জ্বরবিরাম কালে কোষ্ঠ শুদ্ধির কারণ

বিরেচক (জোলাপ) ঔষধ ব্যবহার করা আবশ্যক বিধায়ে নিম্নে জোলাপ বিধান হইল।

বিরেচক ঔষধ মধ্যে ক্যাষ্টরয়েল অতি চমৎকার ঔষধ। কিন্তু সেবনকালে সকলেই অতি কষ্ট প্রকাশ করিয়া থাকেন; সেই অদ্ভুত ক্লেশ যাহাতে না হয়, তদনুসারে উপায় বিধান হইতেছে; যথা—

১। জোলাপ।

২। ক্যাষ্টরয়েল ... ... ১ হইতে ২ ঔন্স পর্য্যন্ত।
৫০। লাইকার পটাসী ... ... ২০ হইতে ৪০ বিন্দু পর্য্যন্ত।

এতদুভয় একত্র সংযোগ করিয়া বিলক্ষণ আলোড়ন করিবে। তৎপরে—

২৭। টার্পেন টাইন অয়েল ... ... ১০ হইতে ২০ বিন্দু পর্য্যন্ত।
২৮। পিপার্মেণ্ট ... . ৩ হইতে ৫ বিন্দু পর্য্যন্ত।
উষ্ণজল বা বক্না দুগ্ধ ... ... ১ ঔন্স।

শিশি মধ্যে এই সমস্ত একত্র যোগ ও মিশ্রিত করিয়া সেবিত হইলে কোন কষ্ট হইবে না; সেবনের ২ কি ৩ ঘণ্টার পর ৩ কি ৪ বার মলত্যাগ হইয়া রোগীর কোষ্ঠ পবিত্র, জ্বর ও রসের লাঘব, কথঞ্চিৎ ক্রিমি দমন বা নাশ, বায়ুর শান্তি, পিত্তনিঃসরণ, জ্বরজন্য দাহ পিপাসার শান্তি ইত্যাদি উপকার দর্শাইয়া থাকে।

২। জোলাপ।

ক্যাষ্টরয়েল অভাবে ৩ নম্বর ঔষধ জোলাপ পাউডার ৩০ গ্রেণ এক কালে সেবন করাইলে উত্তম রূপে ২।৪ বার অবশ্য ভেদ হইয়া পূর্ব্ববৎ অনেক ফল দর্শাইবে।

প্রথমে জোলাপ দিয়া যে জ্বর রোগীর দেহ ও উদর পবিত্র করা না হইয়াছে, তাহাকে এবং একজ্বরীকে বা সবিরামজ্বর রোগীকে জ্বরকালে সেবনের জন্য নিম্নে ঔষধ ব্যবস্থা করা হইল।

৩। ঔষধ ব্যবস্থা।

২২।	লাইকার য়্যামোনিয়া য়্যাসিটেটীস্	১ ঔন্স।
৫।	সলফেট অফ ম্যাগ্নিসিয়া	১ ঔন্স।
১।	টার্টার য়্যামিটিক	১ গ্রেণ।
২৪।	নাইট্রেট অফ পটাস	১ ড্র্যাম।
	য়্যাকোয়া বা পরিষ্কার জল	* ৮ ঔন্স।

এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া ৮ দাগে বা অংশে বিভক্ত হইলে ২ কি ৩ ঘণ্টা অন্তর এক এক দাগ অর্থাৎ অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে সেবন করাইবে। আবশ্যক মতে ইহা ৪ বারের কি ৬ বারের প্রস্তুত করিতে পারেন।

যে ব্যক্তি বিলক্ষণ বলবান ও অত্যন্ত রসস্থ জ্বরে আক্রান্ত এবং মলবদ্ধ সহ জ্বরে প্রপীড়িত, তাহাকে ৩ কি ৪ দিবস মধ্যে ইহা ব্যবস্থা করা যাইতে পারে; দুর্ব্বল রোগীর পক্ষে কদাপি ব্যবহৃত হইবে না।

ইহা সেবন করাইতে করাইতে ক্রমে ঘর্ম্ম, প্রস্রাব, মলনিঃসরণ ও বমন হইয়া জ্বরত্যাগ হইবার সম্ভব। কিন্তু ইহা সেবনে ২।৩ বার মলত্যাগ হইলেই আর ঔষধ প্রয়োগ করা অবৈধ।

৪। জ্বরের প্রথমাবস্থায়।

২২।	লাইকার য়্যামোনিয়া য়্যাসিটেটীস	১ ঔন্স।
৬।	ভাইনম ইপিক্যাক	১ ড্র্যাম।
২৩।	নাইট্রিক ইথার	২ ড্র্যাম।
২৪।	নাইট্রেট্ অফ পটাস	১ ড্র্যাম।
	পরিষ্কার জল	৮ ঔন্স।

---

* উপরি উক্ত ঔষধ সকল সহিত এমৎ পরিমাণে জলসংযোগ করিবে যে, সমাক মিক্শ্চারটির পরিমাণ ৮ ঔন্স হইবে। সমস্ত প্রেস্ক্রপ্সনের ঔষধ প্রস্তুত কালে এই নিয়ম স্মরণ করিয়া জলসংযোগ করিবে; ইহা বারম্বার লেখিব না, অতএব স্মরণ রাখিবেন।

এই সমস্ত মিশ্রিত করিয়া ৮ অংশে (৮ দাগে) বিভক্ত করিবে; তৎপশ্চাৎ ২ কি ৩ ঘণ্টা অন্তর এক এক দাগ অর্থাৎ অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে সেবন করাইবে।

এই ঔষধ সেবন করাইতে করাইতে ক্রমে রোগীর ঘর্ম্ম ও প্রস্রাব হইয়া জ্বরত্যাগ হয়; ইহা দ্বারা ভেদ বা বমন হইবার সম্ভব নাই। দৈবাৎ বমন হইলে কম মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। যদি ভেদ করান আবশ্যক বোধ করেন, তাহা হইলে এই ঔষধ সহ ২ ঔন্স সল্ট যোগ করিয়া সেবন করাইবে। তাহা হইলে ভেদ সহ পূর্ব্ব কথিত ফললাভ হইবে। এইরূপ ফল অনেক বার প্রত্যক্ষ হইয়াছে। রোগীর কাস থাকিলেও ইহা দ্বারা কফনিঃসরণ হইয়া আরোগ্য হয়। যদ্যপি রোগীর শরীরে বেদনা থাকে, তাহা হইলে প্রতি মাত্রার এই সেবনীয় ঔষধে ১৫ বিন্দু পরিমাণে ৫১ নম্বরের ঔষধ টিঞ্চার হাস সায়েমাস যোগ করিয়া সেবন করাইলে নিশ্চয় বেদনার শান্তি হইবে।

৫। জ্বরের প্রথমাবস্থার ব্যবস্থা।

৫। সল্‌ফেট্ অফ ম্যাগ্নিসিয়া ... ... ১ ঔন্স।
২১। নাইট্রিক ইথার ... ... ১ ড্রাম।
২২। লাইকার য়্যামোনিয়া য়্যাসিটেটিস্ ... ... ৪ ড্রাম।
২৪। নাইট্রেট অফ পটাস ... ... ২০ গ্রেণ।
১০। কর্পূর মিশ্রিত জল ... ... ৪ ঔন্স।

ইহা মিশ্রিত করিলে ৪ মাত্রা ঔষধ হইবে, অতএব শিশির গাত্রে ৪ টি দাগ করিয়া ২ ঘণ্টা অন্তর এক এক দাগ অর্থাৎ অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে সেবন করাইলে এক জ্বরীর মল পরিষ্কার, প্রস্রাব সরল, জ্বর ও রসের লাঘব হইতে থাকিবে। গাত্রবেদনা থাকিলে প্রতি মাত্রার সেবনীয় ঔষধে ১৫ বিন্দু পরিমাণে ৫১ নম্বর ঔষধ টিঞ্চার হেনবেন যোগ করিয়া সেবন করাইলে নিশ্চয় বেদনার শান্তি হইয়া থাকে।

৬। অল্প কাস সংযুক্ত একজ্বরীর ব্যবস্থা।

২২। লাইকার য্যামোনিয়া য়্যাসিটেটিস	... ...	১ ড্রাম।
৬। ভাইনম ইপিক্যাক	... ...	১০ বিন্দু।
২৩। নাইট্রিক ইথার	... ...	৩০ বিন্দু।
১০। কর্পূর মিশ্রিত জল	... ...	১ ঔন্স।

ইহা মিশ্রিত করিলে এক মাত্রা; ২ ঘণ্টা অন্তর যতবার আবশ্যক হইবে, ততবার প্রয়োগ করিলে কাস-সংযুক্ত একজ্বরীর কফনিঃসরণ পূর্ব্বক জ্বরত্যাগ হইবার সম্ভব। জ্বর সহ গাত্রবেদনা থাকিলে প্রতি মাত্রার সেবনীয় ঔষধে ৫১ নম্বরের ঔষধ টিঞ্চার হায়সায়েমাস ১৫ বিন্দু পরিমাণে যোগ করিয়া সেবন করাইলে কাস ও গাত্রবেদনার হ্রাস এবং জ্বরত্যাগ হইয়া থাকে।

৭। কাসসংযুক্ত-একজ্বরীর ব্যবস্থা।

২২। লাইকার য্যামোনিয়া য়্যাসিটেটীস্	... ...	১ ঔন্স।
১৯। টিঞ্চার সিন্‌কোনা কম্পাউণ্ড	... ...	২ ড্রাম।
৬। ভাইনম ইপিক্যাক্	... ...	১ ড্রাম।
২৩। নাইট্রিক ইথার	... ...	২ ড্রাম।
পরিষ্কার জল	... ...	৮ ঔন্স।

এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া ৮ অংশে বা ৮ ভাগে বিভক্ত করিবে, পরে ইহা ২ কি ৩ ঘণ্টা অন্তর এক এক অংশ অর্থাৎ অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে সেবন করাইলে ক্রমে রসের পরিপাক ও শোণিত পরিষ্কার হইয়া জ্বরের হ্রাস হইতে থাকে; এই ঔষধ জ্বরের ৪। ৫ দিন পরে ব্যবহার হয়।

যদি রোগীর প্রবল কাস ও গাত্রবেদনা থাকে, তাহা হইলে ৫১ নম্বরের ঔষধ টিঞ্চার হায়সায়েমাস এই ঔষধ সহ প্রতি মাত্রায় ১৫ বিন্দু

পরিমাণে যোগ করিয়া সেবন করাইলে অবশ্য কফ-নিঃসরণ পূর্ব্বক কাস ও বেদনার হ্রাস এবং জ্বরত্যাগ হইয়া থাকে।

৮। প্রবল কাস ও বেদনা সংযুক্ত জ্বরের ব্যবস্থা।

২২। লাইকার য়্যামোনিয়া য়্যাসিটেটিস ... ... ১ ঔন্স।
১৯। টিঞ্চার সিন্‌কোনা কম্পাউণ্ড ... ... ১ ড্র্যাম,।
৫১। টিঞ্চার হেন্‌বেন বা হায়সায়েমাস্ ... ... ১ ড্র্যাম।
৬। ভাইনম ইপিক্যাক ... ... ২০ বিন্দু।
৩৩। স্পিরিট য়্যামোনিয়া য়্যাবামেটীক ... ... ৪০ মিনিং।
য়্যাকোয়া য়্যানিসি বা মৌরির জল ... ... ৪ ঔন্স।

ইহা মিশ্রিত করিলে ৪ মাত্রা ঔষধ হইবে, অতএব শিশির গাত্রে ৪ টি দাগ করিয়া ৪ অংশে বিভাগ করণানন্তর এক এক অংশ অর্থাৎ অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। ইহা দ্বারা জ্বরের লাঘব, গাত্রবেদনা নিবারণ, কফ-নিঃসরণ ও ধমনীর উত্তেজনা হইযা থাকে।

৯। ভয়ানক-প্রবল-জ্বরেব ব্যবস্থা।

৩৫। ভাইনম গ্যালেসাই ... ... ৪ ড্র্যাম।
২৬। ক্লোরিক ইথাব ... ... ১ ড্র্যাম।
১৯। টিঞ্চার সিন্‌কোনা কম্পাউণ্ড ... ... ১ ড্র্যাম।
২২। লাইকার য়্যামোনিয়া য়্যাসিটেটিস ... ... ১ ঔন্স।
৬। ভাইনম ইপিক্যাক ... ... ১০ মিনিং।
১০। ক্যাম্ফর মিক্‌শ্চার ... ... ৪ ঔন্স।

ইহা মিলিত করিয়া ৪ অংশে বিভক্ত করিবে, তৎপশ্চাৎ জ্বর সহ ধমনীর অতিশয় দুর্ব্বলতা উপস্থিত হইলে এক ঘণ্টা অন্তর এক এক দাগ অর্থাৎ অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে সেবন করাইলে জ্বর-বিরাম ও ধমনীর বিশুদ্ধগতি হইতে পারে।

১০। জ্বরবিকারের ব্যবস্থা।

৪৩। ডাইলিউটেড্ (ডাঃ) নাইট্রোমিউরেটিক য়্যাসিড্	...	...	২ ড্রাম।
১৯। টিঞ্চার সিন্‌কোনা কোম্পাউণ্ড	...	...	২ ড্রাম।
৩৫। ভাইনম গ্যালেসাই (ব্র্যাণ্ডি ২নং)	...	...	১ ঔন্স।
২৬। ক্লোরিক ইথার	...	...	২ ড্রাম।
২৫। ক্লোরেট অফ পটাশ	...	...	১ ড্রাম।
১৯। ডিকক্‌সন্ সিন্‌কোনা	...	..	৮ ঔন্স।

এই সমস্ত মিশ্রিত হইলে ৮ অংশে (৮ দাগে) বিভক্ত করিয়া ২ কি ৩ ঘটা অন্তর অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে অর্থাৎ এক এক দাগ সেবন করাইবে।

বিকারাবস্থার রোগীকে এইরূপ ঔষধ প্রদান করা হইলে ধমনী নাড়ীর দোষের শান্তি হইয়া জ্বরত্যাগ হয়। একজ্বরী থাকিলেও ক্রমে রসের পরিপাক ও ধমনী নাড়ীর দোষসংশোধন পূর্ব্বক সবল হইতে থাকে। আর জ্বর বিকারকালে নাড়ী সবল থাকিলে।—

১১। ঔষধ ব্যবস্থা।

২২। লাইকার এমোনিয়া য়্যাসিটেটীস	...	...	১ ঔন্স।
২৬। ক্লোরিক ইথার	...	...	২ ড্রাম।
২৩। নাইট্রিক ইথার	...	...	২ ড্রাম।
৫৬। টিঞ্চার বেলেডোনা	...	...	১ ড্রাম।
১৯। ডিকক্‌সন সিনকোনা	...	...	৮ ঔন্স।

এই সকল একত্র মিশ্রিত করিয়া ৮ ভাগে বিভক্ত করিবে; তৎপশ্চাৎ এক এক ভাগ অর্থাৎ অর্দ্ধছটাক পরিমাণে ২ ঘণ্টা অন্তর সেবিত হইলে চক্ষুর আরক্তিম, প্রলাপ ও জ্বরের ক্রমে হ্রাস হইয়া থাকে। আর

যদ্যপি নাড়ী সবল না থাকিয়া বিকৃতি হইয়া অপরাপর বিকার লক্ষণ প্রাপ্তি হয়, তাহা হইলে উপরি উক্ত ঔষধ সহ ৩২ নং কার্ব্বনেট অফ য়্যামোনিয়া ৫ গ্রেণ, কিম্বা ৩৩ নং স্পিরিট য়্যামোনিয়া য়্যারামেটিক ৩০ বিন্দু প্রতিমাত্রায় যোগ করিয়া সেবন করাইলে বিশেষ উপকৃত হইবেন।

১২। বিকারাবস্থার ঔষধ।

৩১। ভাইনম গ্যালেসাই	... ...	৪ ড্র্যাম।
৩৩। স্পিরিট য়্যামোনিয়া য়্যারামেটিক	... ...	১ ড্র্যাম।
৮। টিঞ্চার জিঞ্জার	... ...	১ ড্র্যাম।
১৯। টিঞ্চার সিনকোনা কম্পাউণ্ড	... ...	১ ড্র্যাম।
১৯। ডিকক্‌সন্‌ সিন্‌কোনা।	... ...	৪ ঔন্স।

ইহা একত্র মিশ্রিত করিয়া ৪ অংশে বিভক্ত করিবে। এক ঘণ্টা অন্তর এক এক দাগ অর্থাৎ অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে সেবিত হইলে মাধ্যমিক বিকার ও জ্বর আরোগ্য হইয়া যায়। ইহা দ্বারা ক্রমশঃ জ্বরত্যাগ, নাড়ীর দোষের শান্তি, আক্ষেপ ও প্রলাপ নিবারণ হয়। অতএব ইহা অতি উত্তম ব্যবস্থা।

১৩। বিকারাবস্থার ঔষধ।

৩১। ভাইনম গ্যালেসাই	... ...	৪ ড্র্যাম।
৩২। কার্ব্বনেট অফ য়্যামোনিয়া	... ...	১০ গ্রেণ।
৩৪। সল্‌ফিউরিক ইথার	... ...	১০ মিনিং।
২৫। ক্লোরেট্‌ অফ পটাস	... ...	১০ গ্রেণ।
য়্যাকোয়া বা জল	... ...	৪ ঔন্স।

—:০:—

ইহা মিশ্রিত করিলে ৪ মাত্রার ঔষধ হইবে; এক কি দুই ঘণ্টা অন্তর এক এক মাত্রা অর্থাৎ অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে সেবন করাইলে নাড়ী সবল, জ্বরের লাঘব, দাহ, পিপাসা ও অপরাপর বিকার লক্ষণাদির শান্তি হইয়া থাকে।

যে জ্বর বিকারে দেহস্থ শোণিত গরম ও উর্দ্ধগামি হইয়া মস্তকে উঠিয়া থাকে; সেই জ্বর বিকারস্থলে রোগীর প্রলাপবাক্য, চক্ষু-রক্তবর্ণ, শয্যা হইতে বলপূর্ব্বক উঠা ও একজ্বরিতা ইত্যাদি চিহ্ন লক্ষিত হয়, অথচ নাড়ী সবল থাকে, সেই স্থলে এইরূপ ঔষধ প্রদান পূর্ব্বক মস্তক মুণ্ডন করাইয়া মস্তকের ললাট প্রদেশ হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত অতি সূক্ষ্ম অথচ দ্বিগুণ আর্দ্র বস্ত্র-খণ্ড দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া ক্রমান্বয়ে বরফ মিশ্রিত শীতল জল সিঞ্চন করিবে। বরফ অভাবে ২৪ নম্বরের ঔষধ নাইট্রেট্ অফ পটাশ্ অথবা ৩০ নম্বরের ঔষধ নিষাদল মিশ্রিত শীতল জল, মস্তক-স্থিত ঐ বস্ত্র-পটীর উপরি মুহুর্মুহুঃ সিঞ্চন হইলে ক্রমে উর্দ্ধগামি ঐ গরম শোণিত স্নিগ্ধ (ঠাণ্ডা) হইয়া যথাস্থলে গমন পূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় কার্য্য করিতে পারে।

যদি একজ্বরিতা ও নাড়ীর পুষ্টি এবং অপরাপর বিকার চিহ্নের প্রারম্ভ লক্ষিত হয়, তাহা হইলে বিকারের পূর্ব্বচিহ্ন জানিয়া এইরূপ ঔষধ প্রদান করিলে পীড়া বর্দ্ধিত না হইয়া ক্রমে আরোগ্য হইবে, সন্দেহ নাই। ইহাকেই বলে পূর্ব্ব সতর্কতা।

ফুস্ফুস্ যন্ত্রের প্রদাহ বা নিমোনিয়া।

যে জ্বর বিকারে উপরি উক্ত লক্ষণ এবং বক্ষঃস্থলে বেদনা ও কাস থাকিবে, সেই জ্বরবিকারের বক্ষঃস্থলীয় বেদনায় নিয়ত গরম জলের

স্বেদ * প্রদান (ফোমেণ্টেসন) করিলে ক্রমে হ্রাস হইবে, ইহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই।

জরকালে বক্ষঃস্থলীয় ফুস্ ফুস্ যন্ত্রের (লংসের) কোন কোন অংশে রক্তবদ্ধ হইলে অর্থাৎ শোণিত-সঞ্চালক-বায়ু তত্রস্থ শোণিতকে সঞ্চালন করিতে না পারিলে, সেই শোণিত দূষিত ও নিষ্ক্রিয় হইয়া বেদনা ও প্রদাহ উৎপাদন করে; ইহার প্রতিকার উক্ত গরম জলের স্বেদ ইত্যাদি। আর যদি যথাকালে প্রতিকারের দ্বারা ঐ অচল শোণিতকে সচল করিয়া স্থানান্তরে সঞ্চালন করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে ঐ শোণিত ক্রমে গাঢ় হইয়া তৎপরে পূয়ে পরিণত হয়, অর্থাৎ সেই যন্ত্রস্থল পাকিয়া পূয হইয়া থাকে; অতএব ইহা অতিভয়ানক ব্যাপার, এই জন্য পূয না হইতে, না হইতে-ই পূর্ব্বে আরোগ্য করা ধীমান চিকিৎসকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এইরূপ ঘটনা হইলে একজরিতা, প্রলাপ, অচৈতন্য, বিহ্বল ইত্যাদি নানা উপদ্রব ঘটিয়া থাকে।

নিমোনিয়া-বেদনার প্রতিকার।

১। নিমোনিয়ার প্রথম অবস্থার বেদনা স্থলে ৩৯ নম্বর ঔষধ ইম্প্লাষ্ট্রাম ক্যান্থ-রাইডিস্ (ব্লিষ্টার) দ্বারা বেদনার স্থল-পরিমিত পটি প্রস্তুত করিয়া বেদনা স্থানে লাগাইলে আরোগ্য হইবার বিশেষ সম্ভব।

---

* গরমজলে ফেলালাইনের টুকুরা বা কম্বল টুকুরা ডুবাইয়া উত্তোলনপূর্ব্বক অন্য-বস্ত্রের মধ্যগত করিয়া দুই হাতে বা দুই লোকে দুইদিক হইতে পাক লাগাইয়া প্রায় জলনিঃশেষিত করিলে গরমজলের উত্তাব বিশিষ্ট ঐ ফেলালাইন বা কম্বল টুকুরা লইয়া উদ্দেশ্যস্থানের বেদনা স্থলের উপরি আচ্ছাদন রাখিয়া, এই সময়ে অপর আর এক খণ্ড ফেলালাইন বা কম্বল টুকুরা ঐরূপে গরমজলে ডুবাইয়া ও প্রায় জল শূন্য করিয়া বেদনাস্থান হইতে পূর্ব্ব প্রদত্ত ফেলালাইন বা কম্বল টুকুরা গ্রহণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার এই উষ্ণজলের উত্তাববিশিষ্ট ফেলালাইন বা কম্বল টুকুরা দ্বারা বেদনাস্থান আবরণ করিবে। এইরূপে বারম্বার গরমজলের স্বেদ প্রদানের নাম ফোমেণ্টেসন বা স্বেদ কহে।

২। পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে গরমজলের স্বেদ বা ফোমেণ্টেসন্ উত্তম বিধান।

৩। পুলটিস বিধান অর্থাৎ তিসি (মসিনা) বাটিয়া জলসহ অগ্নিতে ফুটাইয়া বস্ত্রখণ্ডে সংলগ্ন হইলে তদুপরি অপর একখণ্ড বস্ত্র টুকুরা বসাইয়া সেই পুলটিস বেদনা স্থলের উপরি বসাইয়া সুদীর্ঘ বস্ত্রখণ্ড দ্বারা জড়িত (ব্যাণ্ডেজ) হইলে ঐ পুলটিসের উত্তাপে বেদনা-স্থলীয় শোণিত সচল হইয়া স্থানান্তরে যাইতে পারে। এই নিয়মে পুলটিস বারম্বার প্রদান করা কর্ত্তব্য। ইহা দ্বারা সত্বর উপশম হয়।

৪। অতি উত্তম তার্পিন তৈল দ্বারা বস্ত্রখণ্ড আর্দ্র করিয়া বেদনা স্থলে আচ্ছাদন পূর্ব্বক সেই আচ্ছাদিত বস্ত্রখণ্ডের উপরিভাগে প্রায় নিয়ত বিন্দু বিন্দু পরিমাণে তার্পিন প্রদান করিবে। এইরূপে তার্পিন তৈল ঐ বেদনা স্থলের অন্তঃপ্রবিষ্ট হইলে তত্রস্থ নিশ্চল শোণিতকে সচল করিয়া স্থানান্তরে অবশ্য প্রেরণ করিতে পারে।

৫। তার্পিন সহ কর্পূর যোগ করিয়া বেদনা স্থলে নিয়ত মালিস করিলে এই উভয়ের উত্তেজ বেদনা স্থানের অন্তঃপ্রবিষ্ট হইলে-ই অচল শোণিতকে সচল করিয়া স্থানান্তরে অবশ্য প্রেরণ করিতে পারে।

৬। বেদনা স্থানে ব্রাণ্ডি সতত মালিস করিলে আরোগ্য সম্ভব।

৭। টিঞ্চার জিঞ্জার কিম্বা পল্‌ভ্ জিঞ্জার নিয়ত বেদনা স্থানে মালিস করিলে বেদনার শান্তি হইবে, ইহাতে সংশয় কি?

৮। জ্যাকেট্ পুল্‌টিস্ অর্থাৎ উপরি উক্ত তৃতীয় ব্যবস্থা তিসি বাটার পুলটিস বক্ষঃস্থলের চতুঃপার্শ্বে লাগাইয়া ব্যাণ্ডেজ করিলে শীঘ্র উপশম হয়; ফলতঃ পৃষ্ঠে, বক্ষঃস্থলে এবং পার্শ্বদ্বয়ে সর্ব্বদা বারম্বার ঐ পুলটিস চতুর্দ্দিকে সংলগ্ন পূর্ব্বক ব্যাণ্ডেজ করিলে-ই সত্বর উপকার হইবে। ইহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই।

এই অষ্টবিধ নিয়মের অন্যতম উপায় নিমোনিয়ার প্রথম অবস্থা হইতে ব্যবহৃত হইলে কদাপি ভবিষ্যৎ ভয়ানক ব্যাপার উপস্থিত হইবে না।

পূর্ব্ব কথিত বক্ষঃস্থলীয় বেদনার বা নিমোনিয়ার প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় অবস্থা হইয়া থাকে, তাহা ক্রমে স্থূলভাবে বর্ণনা ও তাহার সূক্ষ্মভাবে চিকিৎসা প্রণালী কথিত হইতেছে।

ফুস্‌ফুস্‌-স্থানীয়-বেদনার প্রথম অবস্থা।

এই নিমোনিয়ার প্রথম অবস্থাকে ইংরাজিতে ষ্টেজ অফ এনগর্জমেণ্ট কহে, ইংরাজিতে ফুস্‌ফুসের নাম লংস বলিয়া বিখ্যাত। এই ফস্‌ফুস্‌ বেদনার প্রথম অবস্থায় ফুস্‌ফুসের মধ্যে রক্ত সঞ্চিত হয়, অতএব সেই ফুস্‌ফুস্‌ বা লংস, প্রদাহবিশিষ্ট হইয়া ঘোর লালবর্ণ এবং বক্ষঃস্থল গুরু (ভার) কঠিন ও বেদনা-যুক্ত হয়, তজ্জন্য বক্ষঃস্থলের উপরি কোন বস্তু রাখা যাইতে পারে না এবং বক্ষঃস্থলও কোন স্থানে রাখিয়া সুস্থির হইতে পারে না, বক্ষঃস্থল টিপিলে তথায় অঙ্গুলির চিহ্ন হইতে পারে ইত্যাদি চিহ্ন বিশিষ্ট অবস্থায় নিম্নের লিখিত ঔষধ প্রদেয়।

সর্ব্ব প্রথমে ৩ নম্বরের ঔষধ জোলাপ পাউডার ৩০ গ্রেণ সেবন করাইলে ৩। ৪ বার মলত্যাগ হইয়া বিশেষ উপকার দর্শে। অথবা ১ ঔন্স ক্যাষ্টরয়েল দ্বারা জোলাপ প্রদত্ত হইলে বিশেষ উপকার দর্শে।

তদনন্তর—১৪। নিমোনিয়ার প্রথমাবস্থার ঔষধ।

৩২।	কার্ব্বনেট অফ য়্যামোনিয়া	১ ড্র্যাম।
৬।	ভাইনম ইপিক্যাক	১ ড্র্যাম।
৫১।	টিঞ্চার হায়সায়েমাস	১½ ড্র্যাম।
৮১।	টিঞ্চার সিলি	২ ড্র্যাম।
২৬।	ক্লোরিক্ ইথার...	২ ড্র্যাম।
১০।	য়্যাকোয়া ক্যাম্ফর	৮ ঔন্স।

এই সমস্ত একত্র করিলে ৮ বারের সেবনীয় ঔষধ হইবে। ২ কিম্বা ৩ ঘণ্টা অন্তর এক এক দাগ অর্থাৎ অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে সেব্য এবং

বক্ষঃস্থলে পূর্ব্বোক্ত অষ্টবিধ প্রতিকারের অন্যতম উপায় ব্যবহার আবশ্যক। ইত্যাদি দ্বারা বেদনার হ্রাস, শ্লেষ্ম-নিঃসরণ, প্রস্রাব সরল হইয়া নিমোনিয়া রোগের শান্তি সহ জ্বরত্যাগ বা জ্বরের হ্রাস হইবে, আর এই চিকিৎসায় ২।৩ দিনে সম্যকরূপে বক্ষোবেদনার শান্তি হইয়া জ্বরের সুদীর্ঘ বিরাম পাইলে পশ্চাৎ কথিত কুইনাইন মিকশ্চার দিতে পারেন; কিন্তু দোষ সত্ত্বে বা অপক্ক জ্বরে কুইনাইন প্রদান হইতে পারে না।

এই অবস্থায় ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ, দুগ্ধসাগু, বার্লি, এরারুট্ জলসাগু ইত্যাদি লঘুপথ্য প্রদেয়।

ফুসফুস্ (লংস্) বেদনার (নিমোনিয়ার) দ্বিতীয়াবস্থা।

নিমোনিয়ার দ্বিতীয় অবস্থাকে ইংরাজিতে ষ্টেজ অফ রেড্ হিপাটি যেসন্ কহে; এই অবস্থায় ফুসফুস্ যন্ত্রে ক্রমে রক্ত কঠিন (জমাট) হইয়া যকৃতের ন্যায় আকার প্রাপ্ত পূর্ব্বক অনুজ্জ্বল আরক্তবর্ণ সমভাবে বিস্তৃত হয়, এবং উহার (ঐ যকৃতের ন্যায় আকার প্রাপ্ত রক্তপিণ্ডের) গুরুত্ব ও কখন কখন আয়তন বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তজ্জন্য ফুস্‌ফুস্-যন্ত্রগাত্র পরুষ (খসখসে) হইতে পারে; এবং তৎসময়ে বক্ষস্থলোপরি কোন বস্তু রাখা বা বক্ষঃকে কোন স্থানে স্থির ভাবে রাখিয়া সুস্থ থাকা রোগীর পক্ষে সম্ভাবিত নহে; এই অবস্থাতেও চিকিৎসক উপস্থিত হইয়া ইহার পূর্ব্ব কথিত প্রথম অবস্থার স্থলে যে বিরেচক ঔষধ জোলাপ পাউডার ও ক্যাষ্টরয়েল বিহিত হইয়াছে, মল অপবিষ্কার থাকিলে তাহা ব্যবহার করিতে পারেন এবং বক্ষঃস্থলে পূর্ব্ব কথিত অষ্টবিধ উপায়ের অন্যতম ব্যবহৃত হইতে পারে, বিশেষতঃ অষ্টম উপায় জ্যাকেট পুল্‌টিস বক্ষঃস্থলের চতুঃপার্শ্বে অবশ্য দিবে। যেহেতু ইহা দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইবেন।

এই অবস্থায় কোন কোন রোগীর একজ্বরিতা, অচৈতন্য, প্রলাপ, চক্ষুঃ ঘোলা, বিহ্বল ও মৃতপ্রায় ইত্যাদি চিহ্ন লক্ষ্য হয়, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে; অতএব এই অবস্থার ঔষধ নিম্নে ব্যবস্থিত হইল।

১৫। নিমোনিয়ার দ্বিতীয়াবস্থার ঔষধ।

২৬।	স্পিরিট ক্লোরফরম বা ক্লোরিক ইথার	২০ বিন্দু।
৩২।	কার্ব্বনেট অফ য়্যামোনিয়া	৫ গ্রেণ।
৬।	ভাইনম ইপিক্যাক	১০ বিন্দু।
৫১।	টিঞ্চার হায়সায়েমাস	১০ বিন্দু।
১০।	ক্যাম্ফর মিকশ্চার	১ ঔন্স।

এই সমস্ত মিশ্রিত হইলে ১ মাত্রাব ঔষধ প্রস্তুত হইবে ; ২ কি ৩ ঘণ্টা অন্তব এই মাত্রায় প্রস্তুত করিয়া বারম্বার পান করান হইলে দেহস্থ যন্ত্রাদিব উত্তেজ, কফনিঃসবণ ও প্রদাহ নিবারণ হইয়া বিশেষ উপকার হইতে থাকে।

নিদ্রা না হইলে—১৬। ঔষধ ব্যবস্থা।

৬৮।	ব্রোমাইড অফ পটাস	২০ গ্রেণ।
৫১।	টিঞ্চাব হাযসায়েমাস	১৫ বিন্দু
১০।	ক্যাম্ফর মিক্শ্চাব	১ ঔন্স।

এই সমস্ত যোগ করিলে একমাত্রা ঔষধ হইবে; এইরূপ ঔষধ দেড়্ প্রহব রাত্রিকালে সেবনে নিদ্রা হয় উত্তম নতুবা দুই ঘণ্টা পরে পুনর্ব্বার আব এক মাত্রা এইরূপে প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইলে অবশ্য নিদ্রা সম্ভব।

এই রোগ প্রথম দিন হইতে ৪১ দিন পর্য্যন্ত ভোগ হইতে পাবে, পূর্ব্বোক্ত চিকিৎসাদি দ্বারা ফুস্‌ফুস্‌ হইতে শ্লেষ্ম-নিঃসরণ হইয়া যখন সহজ ভাবে শ্বাস প্রশ্বাস বহন হইবে এবং জ্বর প্রভৃতি অপরাপর লক্ষণ প্রায় নিঃশেষিত হইবে ;—সেই সময—

১৭। কুইনাইন মিক্শ্চার।

২০।	কুইনাইন	৩ গ্রেণ।
৪৩।	ডাইলিউটেড নাইট্রোমিউরেটিক য়্যাসিড্ ...	১০ বিন্দু।
৪৬।	টিঞ্চার কার্ডমম কোম্পাউণ্ড	১৫ বিন্দু।
	চিরেতার জল	১ ঔন্স।

এই সমস্ত মিশ্রিত করিলে একমাত্রার ঔষধ হইবে, জ্বরবিকার কালে ২ ঘণ্টা অন্তর দিবসে ৩ কি ৪ বার সেবন করাইলে কেবল এই ঔষধ দ্বারাতেই রোগী আরোগ্য হইতে পাবে; আহার জন্য ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ বা দুগ্ধসাগু কিম্বা কচি ছাগমাংসের যূষ * সহ ৩৬ নম্বরের ঔষধ রবাট্ সেন্‌স্ পোর্ট ওয়াইন্ প্রতি মাত্রায় ৪ ড্রাম যোগ করিয়া সেবন করান বিধি, ইহা দ্বারা রোগীর ক্রমে বলসঞ্চয় হইতে হইতে ক্রমে রোগের শান্তি হইয়া সুস্থতা লাভের বিশেষ সম্ভব।

ফুস্‌ফুস্ বেদনার বা নিমোনিয়ার তৃতীয়াবস্থা।

এই নিমোনিয়াব বা বক্ষোবেদনার তৃতীয় অবস্থাকে ইংরাজিতে গ্রে-হিপাটাই যেমন কহে, ইহাতে লংস্ মধ্যে রক্ত গমন করিয়া কঠিন হওয়ার (জমাটের) পব ঐরক্ত শীর্ণবর্ণ হইয়া যকৃতেব ন্যায় আকৃতি প্রাপ্ত হইলে বোগীর বর্ণ অতিম্লান হইতে হইতে ঈষৎ পীত বা হরিৎবর্ণ মিশ্রিত ধূসরবর্ণ হয় এবং রোগী শ্বাস প্রশ্বাসে অতিক্লেশ প্রকাশ করিয়া পূর্ব্বোক্ত মৃতপ্রায়াদি লক্ষণান্বিত হয়।

এ অবস্থায় কফনিঃসারক ও উত্তেজক ঔষধ প্রদান করিয়া পূর্ব্ব কথিত মাংসের যূষ কিম্বা ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ সহ ৩৬, নম্বরের ঔষধ পোর্টওয়াইন মধ্যে মধ্যে প্রদানে বোগীর বলসঞ্চয় করা আবশ্যক এবং নিম্ন লিখিত ঔষধ প্রয়োগ বিধি। যথা—

---

* বোগীব জন্য মাংসের যূষ প্রস্তুত করিতে হইলে কেবল পেষিত কিঞ্চিৎ হরিদ্রা ও গোটা ধনে সহ জল যোগ করিয়া মৃণ্ময়পাত্রে চর্ব্বিবর্জ্জিত অতিশয় কুট্‌টিত মাংস এক ঘণ্টা ভিজনার পর মৃদু কাষ্ঠাগ্নি দ্বারা সুসিদ্ধ হইলে সেই মাংস চোকুটিয়া পরিষ্কার সূক্ষ্ম বস্ত্র দিযা ছাঁকা হইলে, যে কাথ নির্গত হইবে; তাহার সহিত পোর্টওয়াইন যোগ পূর্ব্বক দুর্ব্বলবোগীকে সেবন কবাইলে সত্বর বলাধান হয। কিন্তু ঈষদুষ্ণসহে অল্প অল্প পরিমাণে সেবন করান বিধি। এইরূপে পাক হইলে মাংসস্থ সারাংশ বিশেষরূপে নির্গত হইয়া থাকে।

১৮। নিমোনিয়ার তৃতীয়াবস্থার ঔষধ।

৩২। কার্ব্বনেট অফ য়্যামোনিয়া ... ... ৫ গ্রেণ।
৮১। টিঞ্চার সিলি ... ... ১৫ বিন্দু।
৬। ভাইনম ইপিক্যাক ... ... ৫ বিন্দু।
৮০। টিঞ্চার সেনেগা ... ... ২০ বিন্দু।
৮০। ইন্ফিউসন্ সেনেগা ... ... ১ ঔন্স।

এই সমস্ত মিশ্রিত করা হইলে একমাত্রার ঔষধ হইয়া থাকে। ২ কি ৩ ঘণ্টা অন্তর এই ঔষধ এক এক বার প্রদান করিলে শ্লেষ্ম-নিঃসরণ এবং শরীরস্থ যন্ত্রাদির উত্তেজ হইতে থাকিবে। রাত্রিকালে—

১৯। নিমোনিয়ার কাস নিবারক ঔষধ।

৭০। ষ্টাক্ট কোনায়ম্ ... ... ⅛ সিকিগ্রেণ।
৭১। ষ্টাক্ট্র জেন্সিয়ান ... ... ১ গ্রেণ।

এই উভয়দ্রব্য দ্বারা একপীল প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইবে; এই নিয়মে রাত্রিমধ্যে ২ কি ৩ বার সেবিত হইলে কাসের উগ্রতা নাশ হইয়া যায়।

এ অবস্থাতেও বক্ষঃস্থলে বা বক্ষঃস্থলের চতুঃপার্শ্বে পূর্ব্ব কথিত (৭১।৭২ পৃষ্ঠায় লিখিত) গরমজলের কোমেন্টেসন, পুল্টিস্ ইত্যাদি উপায় বিধান করিবে এবং পূর্ব্ববৎ পথ্য দিবে।

সর্ব্বদা জরভোগজন্য রক্ত গরম হইয়া মস্তকে উঠিলে চক্ষুঃ রক্তবর্ণ হয়; অতএব মস্তকে পূর্ব্ববৎ ৭০ পৃষ্ঠায় লিখিত জলপটি প্রদান করা কর্ত্তব্য।

পূর্ব্ব কথিত চিকিৎসায় সম্যক্ দোষের শান্তি হইয়া জরের দীর্ঘকাল বিরাম পাইলে অবশ্য নিম্ন লিখিত কুইনাইন মিক্শ্চার দিবেন। কিন্তু কোন দোষসত্বে কুইনাইন প্রদান করিলে জর বন্ধ হইবে না। অগ্রে কারণের

ধ্বংস না হইলে কদাপি কার্য্য ধ্বংস হইতে পারে না, অর্থাৎ যে কারণে জ্বর হইয়াছে, সেই কারণ ধ্বংস পূর্ব্বক জ্বরচিকিৎসা করিলেই অতি সহজে জ্বর আরাম হইয়া থাকে।

২০। দুর্ব্বলাবস্থার কুইনাইন্ মিক্‌শ্চার।

২০। কুইনাইন	... ...	২০ গ্রেণ।
২১। ডাইলিউটেড সলফিউরিক য়্যাসিড	..	৪০ বিন্দু।
৪৬। টিঞ্চার কার্ডমমকোং	. ...	১ ড্র্যাম।
৩৬। রবার্ট্ সেন্স্ পোর্টওয়াইন	... ...	১ ঔন্স।
য়্যাকোয়া (শীতল জল)	... ...	৪ ঔন্স।

এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া ৪ অংশে বিভক্ত করিবে। তৎপরে ২ ঘণ্টা অন্তর জ্বর-বিরামকালে এক এক অংশ অর্থাৎ অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে সেবন করাইলে ইহা দ্বারা জ্বরত্যাগ ও বলসঞ্চয় হইতে থাকে।

প্লীহা যকৃৎ রোগের বিষয়।

যে জ্বরে প্লীহাযন্ত্রে কিম্বা যকৃৎ যন্ত্রে শোণিত সঞ্চয় হইয়া প্লীহা ও যকৃৎ প্রকাশিত হয়, সেই জ্বর চিকিৎসার প্রথমে নানাবিধ চিকিৎসা কৌশলে ঐ প্লীহা বা যকৃৎ যন্ত্রের সঞ্চিত রক্তাধিক্যের হ্রাস না করিলে কোন চিকিৎসাতেই জ্বরের শান্তি হইবে না। অতএব প্লীহা ও যকৃৎ যন্ত্রের রক্তাধিক্যের হ্রাস-করণের উপায় বিধান ক্রমে হইতেছে; যথা—যকৃৎ পিত্তোৎপাদক ও পিত্তনিঃসারক যন্ত্র, ইহা উদরের দক্ষিণ পার্শ্বে পাঁজরার নিম্নে অবস্থিতি করে, জ্বরকালে বা জ্বর প্রকাশের পূর্ব্বে এই যন্ত্রে রক্তাধিক্য হইলে, ইহার কলেবর বর্দ্ধিত ও বেদনাযুক্ত হইয়া প্রকাশ হয়; সুতরাং উদরের দক্ষিণপার্শ্বে পীড়ন করিলে (টিপিলে) যকৃৎ রোগ বলিয়া অনুভব করা যায়। উদর পীড়নকালে রোগী যকৃৎ যন্ত্রে বেদনা বোধ করে, এবং মলবদ্ধ হয়, এজন্য জিহ্বায় অতিশয় ক্লেদ লাগিয়া থাকে।

প্লীহার অবস্থিতির স্থান, উদরের বাম পার্শ্বস্থ পাঁজ্‌রার নিম্ন প্রদেশ, জ্বরকালে বা জ্বর প্রকাশের পূর্ব্বে এই প্লীহা যন্ত্রে রক্তাধিক্য হইলে সুতরাং ইহার কলেবর পরিবর্দ্ধিত ও বেদনাযুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয়। এজন্য উদরের বামপার্শ্ব পীড়ন করিলে (টিপিলে) প্লীহা অনুভব করিতে পারা যায়, উদর পীড়নকালে রোগী প্লীহা যন্ত্রে বেদনা অনুধাবন করে, এবং সতত মলবদ্ধ থাকে, এজন্য জিহ্বাও অপরিষ্কার হয়।

১। প্লীহা বা যকৃৎ যন্ত্রের উপরি ৭১ পৃষ্ঠার লিখিত নিয়মানুসারে গরম জলের স্বেদ প্রদান (ফোমেণ্টেসন্) নিয়ত করিলে রক্তসংস্থান দূরীভূত হইয়া জ্বরের অল্পতা হইতে পারে।

২। তার্পিণে বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া প্লীহার বা যকৃৎ যন্ত্রের উপরি আচ্ছাদন দিয়া তদুপরি পুনঃ পুনঃ তার্পিণ প্রদান করিলে বেদনার শান্তি ইত্যাদি হইয়া থাকে।

এইরূপ ৮ অষ্টবিধ উপায় ফুস্ ফুস্ যন্ত্রের (লংসের) বেদনা নিবারণ জন্য ইতিপূর্ব্বে ৭১ পৃষ্ঠা হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে; তাহা এই প্লীহা যকৃৎ যন্ত্রের বেদনা এবং অপর বেদনাস্থলেও প্রয়োগ হইলে বিশেষ উপকৃত হইবেন, কিন্তু চতুঃপার্শ্বে পুলটিস প্রদান হইবে না।

৯। প্লীহা এবং যকৃৎ যন্ত্রের বেদনার উপরি ৪৯ নম্বরের ঔষধ টিঞ্চার আয়ডিন তুলি দ্বারা বারম্বার মালিস করিলে বেদনার শান্তি হইয়া থাকে।

১০। প্লীহা বা যকৃতের বেদনার উপরি ৭২ নম্বরের ঔষধ মাষ্টার্ড অর্থাৎ রাইসর্ষপ চূর্ণ জলে কর্দ্দমবৎ মাখিয়া কাগজে বা বস্ত্রখণ্ডে মাখাইয়া পটি প্রস্তুত হইলে সেই পটি, বেদনাস্থলের উপরি প্রদত্ত হইলে কিয়ৎক্ষণ পরে জ্বালা হইয়া রক্তবর্ণ হয়। তৎকালে অসহ্য যাতনা হইলে ঐ মাষ্টার্ড পটি উঠাইয়া ফেলিবে। ফল এই মাষ্টার্ডপটি কর্ত্তৃক বেদনাস্থলের দূষিত শোণিত ও রসকে সঞ্চালন করে। ঈষদুষ্ণ গব্য ঘৃত, মাখন বা নবনী প্রদত্ত হইলে সত্বর ঐ সামান্য ক্ষত আরোগ্য হইয়া প্লীহা বা যকৃতের রক্তাধিক্য আরোগ্য হয়। আর শীঘ্র ফোস্কা করিয়া ঐরূপে আরোগ্য করিবার

ইচ্ছা হইলে ৩৯ নম্বরের ঔষধ লাইকার লিটি তুলি দ্বারা প্লীহা বা যকৃতের বেদনার উপরিভাগে ৪ কি ৫ বার মালিস করিলে কিয়ৎকাল পরে-ই সেই স্থান আরক্তিম হইয়া ফোস্কা উত্থিত হইবে, সেই ফোস্কা বদ্ রস বা জলে পরিপূর্ণ হইলে কণ্টকাদি দ্বারা গালিয়া রসনির্গত করণানন্তর পূর্ব্ববৎ ঈষদুষ্ণ গব্যঘৃত বা মাখন লাগাইলে ক্ষতাদি সহ প্লীহা ও যকৃতের রক্তাধিক্য আরোগ্য হইয়া থাকে।

জ্বরাদির জন্য প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সম্যক ঔষধ জ্বরাদির অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা হইলেই কৃতকার্য্য হইবেন অর্থাৎ জ্বর চিকিৎসা আর প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত জ্বর চিকিৎসা, এতদুভয় সম্যক রূপে প্রায় তুল্য, তবে যাহা যাহা প্লীহা যকৃৎ নিবারণ জন্য আবশ্যক হইবে, তাহাই এক্ষণে লিখিতে বাধ্য হইলাম্। মল অপরিষ্কার থাকিলে পূর্ব্ব লিখিত ৩ নং ঔষধ জোলাপ পাউডার ৩০ গ্রেণ, কিম্বা ২ নম্বরের ঔষধ ক্যাষ্টরয়েল এক ঔন্স প্রদান করিয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার করিলে জ্বর, দাহ, পিপাসার সহিত প্লীহা যকৃতের রক্তাধিক্য হ্রাস হইবে, অতিরিক্ত (বাড়া বাড়ি) জ্বর বিকার, প্রলাপ, চক্ষুঃ রক্তবর্ণ ইত্যাদি লক্ষণ অনুভূত হইলে পূর্ব্বোল্লিখিত অবস্থানুযাইক ঔষধ ও মস্তকে জলপটি ইত্যাদি প্রদানে রোগীকে নির্দ্দোষ করিয়া জ্বর বিরাম হইলে কুইনাইন মিক্শ্চার দিয়া জ্বরত্যাগ করাইবে।

গুরুতর জ্বর বিকারে উপদ্রবাদির বিষয়।

গুরুতর জ্বর বিকার উপস্থিত হইলে গাত্রদাহ, পিপাসা, চক্ষুর্জ্বলন, প্রস্রাব কটু, জিহ্বা কণ্টকাকীর্ণ হওয়া (জিহ্বায় কাঁটা কাঁটা বাহির হওয়া), জিহ্বায় ক্লেদ (জিহ্বায় ময়লা থাকা), কাহারও বা জিহ্বায় ক্ষত, চক্ষুঃ রক্তবর্ণ, প্রলাপ, মূর্চ্ছা, ভ্রম, কাস, কর্ণমূলে শোথ (কর্ণমূলে বীচি আওরাণা), উদর স্ফীত, কাহার বা উদরে বেদনা, ভেদ, বমন, হিক্কা, শ্বাস, ঘর্ম্ম ও কম্প ইত্যাদি নানা উপদ্রব উপস্থিত হইতে পারে ; অতএব প্রত্যেক উপদ্রবের কারণ এবং নিবৃত্তির উপায় ক্রমে বর্ণনা হইতেছে।

গাত্রদাহ চক্ষুর্জ্জ্বলন প্রস্রাব কটু ও পিপাসা উপদ্রবের বিষয়।

পিত্তাধিক্য না হইলে কদাপি গাত্রদহন, চক্ষুর্জ্জ্বলন, প্রস্রাব কটু ও পিপাসা হইতে পারে না, পিত্তাংশ অতিরিক্ত বৃদ্ধি হইলে রোগী শুষ্ক বমন (কাট্‌বমি) করিতে করিতে হরিদ্বর্ণ পিত্ত বমন করিয়াও থাকে।

এই অবস্থায় অগ্রে বমন নিবৃত্তি করাই ধীমানের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, কারণ বমন নিবারণ না করিলে অপর রোগ বা উপদ্রবাদির জন্য কোন ঔষধ প্রয়োগ হইতে পারে না, যদিও প্রয়োগ করা হয়, তাহা নিষ্ফল হইবে, যেহেতু ঔষধ উদরস্থ হইবা মাত্র বমন করিলে, কিরূপে ঔষধের ক্রিয়া হইতে পাবে? অতএব অগ্রে বমন নিবৃত্তি করাই যুক্তি-যুক্ত।

বমননিবৃত্তির কতিপয় উপায়।

কচি তালশাঁসের জলপান করাইলে, মুড়ি ভিজনার জলপান করাইলে. পাতি বা কাকুজী লেবু কাটিয়া কিঞ্চিৎ লবণসহ চোসাইলে, উদরে এবং মস্তকে জলপটি প্রদানে বমন নিবারণ হয়।

৪। ৫ টি ঘেঁচি কড়ি (গেঁটে কড়ি) অগ্নি দ্বারা বিলক্ষণ পোড়াইয়া কিঞ্চিৎ গরম দুগ্ধে নিক্ষেপ পূর্ব্বক ঐ দগ্ধকড়ি চূণ হইলে সেই দুগ্ধ না নাড়িয়া আস্তে আস্তে অর্থাৎ খুব সতর্কে লইতে হইবে, যাহাতে চূণ গুলিযা না যায়। এইরূপে ঐ দুগ্ধ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লইয়া বারম্বার পান করাইলে বমন ও বমনোদ্‌বেগ নিবারণ হইবে।

১৫ নম্বরের ঔষধ বায়কার্ব্বনেট অফ্‌ সোডা এবং ১৬ নম্বরের ঔষধ টার্টারিক য়্যাসিড দ্বারা এভার-ভেসিং প্রস্তুত কবিয়া বারম্বার পান করাইলে বমন বা বমনোদ্‌বেগ এবং তৃষ্ণা নিবারণ হইয়া থাকে। ১৫ এবং ১৬ নম্বরের ঔষধের বিষয় দৃষ্টি করিলে ইহার বিষয় বিশেষ অবগত হইবেন। এই সঙ্গে যদি শরীরের উত্তাপ এবং কাস নিবারণের ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে এই এভার্‌ভেসিং ড্রপট্‌ প্রস্তুত কালে সোডা মিশ্রিত জলে

৫৬ নম্বরের ঔষধ টিঞ্চার বেলেডনা ৫ বিন্দু পরিমাণে প্রতিবারে যোগ করিয়া পশ্চাৎ টার্টারিক য়্যাসিড্ বা লেবুর রস মিশ্রিত জল সহ যোগ পূর্ব্বক সেবনে বমন, বমনোদ্‌বেগ, কাস, গাত্রের উত্তাপ নাশ হইয়া থাকে; অধিকন্তু ইহা সেবনে রক্ত গরম হইযা মস্তকে উঠে না; অতএব ইহা অতি উত্তম উপায।

ববফ বা বরফ মিশ্রিত জলপানে, মৌরি ভিজনা ও কিঞ্চিৎ কর্পূর মিশ্রিত জলপানে, কর্পূর ঘ্রাণে, শ্বেতচন্দনাদিব স্নিগ্ধঘ্রাণে ক্রমে বমন ও বমনোদ্‌বেগ নিবারণ হয়।

মাষ্টার্ড (৭২ নম্বর ঔষধ) জলে মাখিয়া কাগজে বা বস্ত্রখণ্ডে লাগাইযা সেই পটি উদরের পাকস্থলীর (ষ্ট্যামাকের) উপরি বসাইলে, কিম্বা ৩৯ নম্বরের ঔষধ লাইকার লিটি তুলি দ্বারা ৪।৫ বার মালিস কবিয়া ফোস্কা করিলে নিশ্চয় বমন ও বমনোদ্বেগ নিবারণ হয়।

পূর্ব্বোক্ত ত্রয়োদশ বিধ উপাযে বমন নিবারণ একান্ত না হইলে ৫৯ নম্বরের ঔষধ ক্লোরোডাইন ৫ হইতে ১৫ বিন্দু পরিমাণে অর্দ্ধ ছটাক জল সহ ২।৩ কি ৪ বার সেবনেই বমন ও ভেদ নিবারণ হইয়া থাকে। লাইকার লিটির পরিবর্ত্তে মাষ্টার্ড বা রাই সর্ষপ চূর্ণের মলম্ প্রস্তুত করিয়া পাকস্থলীর উপরি বসাইয়া আরক্তিম করিলে ভাল হয়। ইহাতেও শীঘ্র বমন নিবৃত্তি হইয়া থাকে; কিন্তু এই ক্লোরডাইন ঔষধ প্রদানে যদি উদর স্ফীত হয়, তাহা হইলে স্ফীতোদরে গরম জলের স্বেদ (ফোমেণ্টেসন) করিলে কিম্বা গরম জল আর সাবান দিয়া উদরে মালিস করিলে উদর-স্ফীততা নিবারণ হয়। সোডায়্যাসিড দিয়া ও (১৫। ১৬ নম্বরের ঔষধ দিয়াও) উদর স্ফীততা নিবারণ হইতে পারে। ১৫।১৬ নম্বরের ঔষধ দেখ।

এইরূপ বমনাদি স্থলে পাতিলেবুর রস সহ মিছিরির সর্ব্বোৎ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রদান হইতে পারে।

প্রথম হইতে এ পর্য্যন্ত বমন নিবারণের উপায় যে কয়েক প্রকার বলা হইল, ইহা দ্বারা প্রস্রাব সরল, পিপাসা নিবারণ হইতে পারে।

বমন নিবারণের পর ৫৮ নম্বরের ঔষধ টিঞ্চার জেন্‌সিয়ান ৩০ বিন্দু হইতে ২ ড্রাম পর্য্যন্ত আবশ্যক বিধায় প্রয়োগ করিয়া পিত্তনাশ করিবার চেষ্টা করিবে। ইহা দ্বারা কেবল পিত্তনাশ হইবে না!—পিত্তনাশ, জ্বরনাশ, মৃদু বিরেচক ও আগ্নেয় শক্তির বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহা পৃথক দিতে ইচ্ছা করিলে অর্দ্ধ ছটাক জলসংযোগে সেবন হইবে। জ্বরের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া অবস্থানুসারে পূর্ব্বলিখিত ব্যবস্থার ঔষধ ও তৎসহ এই পিত্তনাশক আগ্নেয় মৃদুবিরেচক জ্বরঘ্ন টিঞ্চার জেন্‌সিয়ান্ প্রত্যেক বারের ঔষধে ১৫ বিন্দু পরিমাণে যোগ করিয়া ২ ঘণ্টা কি ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন হইবে। এইরূপ ফিবার মিক্‌শ্চার ঔষধ বারম্বার প্রদানে জ্বরের বিরাম হইলে কুইনাইন মিক্‌শ্চার প্রয়োগে আরোগ্য হইয়া থাকে। এই সকল চিকিৎসাদি দ্বারা পিত্তনাশ, জ্বরনাশ করিতে পারিলে কদাপি গাত্রদাহ পিপাসা চক্ষুজ্বলন ও প্রস্রাব কটু থাকিবে না। অপর উপদ্রবের বিষয় নিম্নে বলিতেছি।

জিহ্বায় কণ্টকাকৃতিচিহ্ন উপদ্রব।

জ্বর বিকার রোগে রোগীর জিহ্বা কণ্টকাকীর্ণ হওয়া অর্থাৎ জিহ্বায় কাঁটা কাঁটা বাহির হওয়া, কেবল শ্লেষ্মার চিহ্ন, যে সময় রোগীর জিহ্বা কণ্টকাকীর্ণ হইবে বা থাকিবে; সেই সময় নিশ্চয় ধমনী নাড়ী স্থূল, জ্বরের দীর্ঘকাল ভোগ বা একজ্বরিতা ইত্যাদি চিহ্নে চিহ্নিত হইবে; এজন্য ৭ হইতে শেষ নম্বরের ব্যবস্থার ঔষধ আবশ্যক মতে প্রয়োগ হইলেই জ্বরত্যাগ, পুষ্টির হ্রাস, জিহ্বার কণ্টকাকৃতি দুশ্চিহ্ন দূরীভূত হইবে, তৎপরে কুইনাইন মিক্‌শ্চার প্রদানেই আরোগ্য সম্ভব। এই অবস্থায় রোগীর মল অপরিষ্কার থাকিলে, উল্লেখিত ঔষধ সহ ৫ নং ঔষধ সল্ট প্রতিমাত্রায় ২ ড্রাম প্রদানে উদর পরিষ্কার করিতে পারেন।

ক্লেদান্বিতজিহ্বা উপদ্রব।

জ্বর বিকার কালে জিহ্বায় ক্লেদ বা ময়লা থাকার প্রতি অপর কিছুই কারণ নাই, কেবল উদর অপরিষ্কার অর্থাৎ কোষ্ঠশুদ্ধি না থাকিলেই জিহ্বা অপরিষ্কার থাকিবে; ইহাতে সন্দেহ নাই। পূর্ব্ব কথিত মিক্শ্চার ঔষধের মধ্যে যেটি দেওয়া আবশ্যক, সেইটিকে স্থির করিয়া তৎসহ ৫ নম্বরের ঔষধ সল্‌ফেট্‌ অফ ম্যাগ্নিসিয়া ২ ড্রাম পরিমাণে প্রতি মাত্রার ঔষধে যোগ করিয়া মলত্যাগ করাইলে, কিম্বা অবসর মত অর্থাৎ জ্বরের প্রথম অবস্থায় রোগী সবল থাকিতে ৩ নম্বরের ঔষধ জোলাপ পাউডার ৩০ গ্রেণ প্রদানে অথবা ২ নম্বরের ঔষধ ক্যাষ্টরয়েল ১ ঔন্স প্রয়োগ করিয়া মল পরিষ্কার করাইলে-ই জিহ্বার ক্লেদ দূরীভূত হইবে।

জিহ্বার ক্ষত উপদ্রব।

জ্বর বিকার কালে যদি জিহ্বায় ক্ষত প্রকাশ হয়, সেইটিও শ্লেষ্মার চিহ্ন। পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থার ঔষধ মধ্যে অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করিয়া জিহ্বার ক্ষতর জন্য মধুসহ রসমাণিক বা রসাঞ্জন, রসসিন্দূর কিম্বা মকরধ্বজ প্রস্তরের আধারে ঘর্ষণ করিয়া চন্দনবৎ হইলে জিহ্বার ক্ষতর উপরি অঙ্গুলি দ্বারা দিবসে ৩। ৪ বার লাগাইলে ২। ১ দিবসেই নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। সোহাগার খৈ মধুসহ ঘর্ষিত হইয়া জিহ্বায় প্রদান হইলে, কিম্বা মেষীর (ভেড়ীর) দুগ্ধ জিহ্বার ক্ষত স্থানে লাগাইলে ২। ৪ দিবসেই ক্ষত আরোগ্য সম্ভব। মধু কিম্বা ভেড়ীর দুগ্ধ সহ ২৫ নং ঔষধ ক্লোরেট্‌ অফ পটাশ মর্দ্দন করিয়া জিহ্বার ক্ষতে লাগাইলে, অথবা জল সহ ক্লোরেট্‌ অফ পটাশ মিলিত করিয়া নিত্য নিত্য বারম্বার কুলি করাইলে জিহ্বার ক্ষত আরোগ্য হয়।

চক্ষূরক্তবর্ণ প্রলাপ মূর্চ্ছা ও ভ্রম উপদ্রব।

জরবিকার রোগে চক্ষূ-রক্ত-বর্ণ হওয়ার প্রতি কারণ, অপর কিছুই নয়, কেবল ভয়ানক জরের উত্তেজে দেহস্থ শোণিত গরম হইয়া মস্তকে উঠিলে চক্ষুঃ আরক্তিম, প্রলাপ, ভ্রম ও মূর্চ্ছা হইয়া থাকে। ইহার প্রতিকার ঘাড়ে ১২ নং ঔষধ মাষ্টার্ড বা ৩৯ নং ইম্‌প্লষ্ট্রাম্‌ ক্যান্থারাইডিস ঔষধের পটি অথবা লাইকার লিটি ঔষধ তুলিদ্বারা ৪। ৫ কার লাগাইয়া ফোস্কা করিলে ঘাড়ের শিরা অবলম্বনে শোণিত আর মস্তকে উঠিতে পারে না। মস্তক মুণ্ডন করাইয়া ৭০ পৃষ্ঠাব লিখিত নিয়মানুসারে বরফ মিশ্রিত জল বা ২৪ নম্বরের ঔষধ শোবা কিম্বা ৩০ নম্বরের ঔষধ নিষাদল মিশ্রিত জলপটি প্রদানে উত্তেজিত ও উর্দ্ধগামি শোণিত স্নিগ্ধ হইয়া অধোগ হইলেই চক্ষুব আরক্তিম ভাব, প্রলাপ, ভ্রম ও মূর্চ্ছা আরোগ্য হইতে থাকে। বিকারাদি রোগনাশের জন্য পূর্ব্ব কথিত ঔষধ আবশ্যক মতে ব্যবস্থা অথবা পশ্চালিখিত বিকারাদির ঔষধ অবস্থানুসারে ব্যবস্থা হইবে।

বিকারের দোষ ও জরত্যাগ হইলে কুইনাইন মিক্শ্চার ব্যবস্থেয়।

মূর্চ্ছাভঙ্গের কারণ ৩১ নং ঔষধ লাইকার য়্যামোনিয়া অথবা ৩২ নম্বরের ঔষধ কার্ব্বনেট অফ য়্যামোনিয়ার ঘ্রাণ প্রদানে সত্বর মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইয়া থাকে। তৎপরে জাঁতি বা সামান্য লৌহশলাকা দ্বারা দন্ত সংলগ্ন (দাঁত কপাটি) ছাড়াইয়া মুখে স্নিগ্ধ ও সুবাসিত বাবিদাম এবং আর্দ্রকরস বা গোলমরিচের গুঁড়া প্রদান কর্ত্তব্য।

কাসউপদ্রব।

জরের সহিত কাস থাকিলে ৬। ৫১। ৮১ নম্বরের ঔষধ ভাইনম ইপিক্যাক ইত্যাদি পূর্ব্ব কথিত ব্যবস্থা পত্রের ঔষধ সহ যোগ থাকিলে আরোগ্য হইবে।

জ্বরবিকারকালে কর্ণমূলশোথ (বিচি আওরানার) বিষয়।

জ্বরাদিতো বা জ্বরমধ্যতো বা জ্বরান্ততোবা শ্রুতিমূলশোথঃ।
স চাপ্যসাধ্যঃ খলু কৃচ্ছ্রসাধ্যঃ সুখেন সাধ্যঃ কথিতো ভিষগ্‌ভিঃ॥

অস্যার্থঃ—জ্বর প্রকাশের পূর্ব্বে কর্ণমূল স্ফীত হইয়া পরে ভয়ানক জ্বর প্রকাশ হইলে সেই শ্রুতিমূল শোথকে প্রাণনাশক বলিয়া জ্ঞান করিবে। জ্বর বিকারের মধ্যাবস্থায় শ্রুতিমূলশোথ প্রকাশিত হইলে বহুকষ্টে ও বহু চিকিৎসায় আরোগ্য হইয়া থাকে। জ্বরবিকারের শেষ ভাগে শ্রুতি মূল শোথ প্রকাশ পাইলে সুখসাধ্য অর্থাৎ সামান্য প্রতি-কারেই আরোগ্য হয়।

জ্বরবিকার কালে কর্ণমূল স্ফীত হইয়া অতিশয় কন্‌কন্ করে, এজন্য মুখ ব্যাদন করিতে পারে না, জ্বরের প্রবলতা ইত্যাদি নানা চিহ্ন হইয়া থাকে; অতএব ৭১। ৭২ পৃষ্ঠায় লিখিত গরম জলের স্বেদ নিয়ত প্রদানে (ফোমেণ্টেসন করণে) কিম্বা নিয়ত পুলটিস প্রদানে অথবা ৪৯ নম্বরের ঔষধ টিঞ্চার আয়ডিন তুলি দ্বারা দিবসে ৮। ১০ বার মালিস করণে ক্রমে বেদনা সহ কর্ণমূল-শোথ উপশম হইতে থাকে অর্থাৎ এই সকল প্রতিকারে অচল শোণিতকে সচল করিয়া স্থানান্তরে সঞ্চালিত করে।

মসুরির দাল, কিঞ্চিৎ মুসব্বর ও কিঞ্চিৎ আফিম এই সমস্তকে ধুস্তুর পত্রের রসের সহিত বাটিয়া বারম্বার প্রদানে ২।৪ দিবস মধ্যে আরোগ্য সম্ভব।

কিঞ্চিৎ জলসহ ৫৬ নম্বরের ঔষধ টিঞ্চার বেলেডোনা ১৫ বিন্দু পরিমাণে ৪ ঘণ্টা অন্তর সেবনে, আর লিনিমেণ্ট বেলেডোনা ২। ১ ড্রাম লইয়া কিঞ্চিৎ জলসহ মিশ্রিত করিয়া সেই জলে বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া শ্রুতিমূলশোথে সংলগ্ন পূর্ব্বক তুলি দ্বারা ঐ ঔষধমিশ্রিতজল বস্ত্রপটির উপরি সতত প্রদান হইলে আরোগ্য হইয়া থাকে।

জ্বরাদির জন্য পূর্ব্বলিখিত এবং পশ্চাল্লিখিত ঔষধাদি, অবস্থানুসারে

প্রয়োগ হইলে ক্রমে তদ্দ্বারা নির্দ্দোষ এবং জ্বরত্যাগ করণানন্তর কুইনাইন মিক্শ্চার দিবে।

এ সকল প্রতিকারেও যদি শ্রুতিমূল শোথ পাকিয়া উঠে, তাহা হইলে অস্ত্র চিকিৎসা করাইয়া ক্ষতাদির চিকিৎসা করাইবে।

জ্বরকালে উদরস্ফীততা উপদ্রব।

জ্বরকালে বায়ু প্রকুপিত হইলে, উদরে ভুক্ত বস্তু অজীর্ণ হইলে, ক্রিমি দোষ থাকিলে, অপরিমিত উষ্ণকারক ঔষধ সেবনে, মলবদ্ধ থাকিলে এবং অপরাপর নানা কারণেও উদর স্ফীত হইতে পারে। ইহার প্রতিকার ক্রমে বর্ণিত হইতেছে।

যদি বায়ু প্রকুপিত হইয়া উদর স্ফীত হয়, তাহা হইলে বায়ুর শান্তিকারক প্রতিকারে-ই আরোগ্য হইবে; যথা—স্ফীতোদরে গরমজলের সহিত সাবান (সোপ) দিয়া কিছু সময় মালিস করিলে, তার্পিন তৈল উদরে মালিস করিলে, উদরে শীতল জল সিঞ্চন বা জলপটি প্রদান করিলে, সোডা ও টার্টারিক য়্যাসিড্ (১৫। ১৬ নম্বরের ঔষধ) সেবনে; উদরে গরম জলের স্বেদ প্রদানে (ফোমেণ্টেসন্ করণে) বায়ুর শান্তি হইয়া উদর স্ফীততা নাশ হইয়া যায়। পাতি বা কাক্জীলেবুর রস সহ মিছিরির জল কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পান করাইলে এবং বাতাবি লেবুর রস, বেদানা বা গরমদুগ্ধ ইত্যাদি পথ্য দ্বারাতেও বায়ুর শান্তি হয়।

অজীর্ণজন্য উদর স্ফীত হইলে আগ্নেয় ঔষধাদি প্রয়োগে জীর্ণকার্য্য সম্পাদন করাইয়া ২। ১ বার দাস্ত করাইলে উদরস্ফীততা নিবারণ হয়।—পৃথক বা কোন সেবনীয় ঔষধ সহ ৪৬ নং টিঞ্চার কার্ডমম, কিম্বা ৮ নম্বরের টিঞ্চার জিঞ্জার অথবা ৫৮ নম্বরের টিঞ্চার জেনসিয়ান্ তথাকার মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া ২ কি ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইলে অজীর্ণ দোষ সংশোধন হইয়া উদর স্ফীততা আরোগ্য হইতে পারে; সোডা য়্যাসিড প্রয়োগেও উপকার দর্শে।—যে কোন ঔষধ এই অজীর্ণ স্থলে

প্রয়োগ হইবে, সেই ঔষধ সহ বা পৃথক জল প্রয়োজন হইলে মৌরি-ভিজানার জল যোগ করিলে অজীর্ণাবস্থায় বিশেষ ফললাভ হয়।

যদি ক্রিমিদোষজন্য উদরস্ফীততা জন্মে, তাহা হইলে জ্বরের প্রথম অবস্থায় এই ক্রিমিদোষ নিবারণ জন্য ১৫ নং ঔষধ বায়কার্ব্বনেট্ অফ সোডা ১০ গ্রেণ, ক্রিমিঘ্ন ৩৮ নম্বরের ঔষধ স্যাণ্টনাইন ৩ কি ৪ গ্রেণ এই উভয় যোগ করিয়া ১ টি পুরিয়া প্রস্তুত হইলে সেবন করাইবে; এবং চারি কি ৫ ঘণ্টা সময়ের পর ৩ নং ঔষধ জোলাপ পাউডার ৩০ গ্রেণ কিম্বা ২ নম্বরের ঔষধ ক্যাষ্টরয়েল ১ ঔন্স সেবন করাইয়া ২। ৪ বার দাস্ত করাইলে উপস্থিত ক্রিমি ধ্বংস হইবে, কিন্তু ইহাতে রোগীর ধাতু অতিরুক্ষ হইতে পারে।

উষ্ণকারক ঔষধাদি দ্বারা উদরস্ফীত হইলে, সেই ঔষধ সেবনে বিরত করাইয়া উদরে জলপটি প্রদানে, পানজন্য ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ দানে, পাতি বা কাক্জী লেবুর রস সহ মিছিরির সর্ব্বোৎ প্রদানে আরোগ্য লাভের আশা।

মলবদ্ধ জন্য উদর স্ফীত হইলে ২ কি ৩ নম্বরের ঔষধ ক্যাষ্টরয়েল বা জোলাপ পাউডারের জোলাপ প্রদানেই আরোগ্য।

বেদনা উপদ্রব।

জ্বরকালে উদরে বা অন্যত্র বেদনা উপস্থিত হইলে ইতিপূর্ব্বে বেদনা শান্তির জন্য যে সকল উপায় ৭১। ৭২ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে; তাহাই অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

ভেদ উপদ্রবের বিষয়।

জ্বরকালে অতিশয় ভেদ হইলে ইহাকে জ্বরাতিসার কহে। পৃথক বা জ্বরকালের সেবনীয় ঔষধ সহ ৪৫ নম্বরের ঔষধ টিঞ্চার ওপিয়াই কিম্বা ৫৯ নম্বরের ঔষধ ক্লোরোডাইন তথাকার মাত্রানুসারে ব্যবহার করাইলে নিশ্চয় আরোগ্য হইয়া থাকে।

জ্বরকালে হিক্কা ও শ্বাস উপদ্রবের বিষয়।

লঙ্ঘন (উপবাস), মলমূত্রের বেগধারণ, উৎকট রোগের পীড়ন ইত্যাদি নানা কারণে হিক্কা এবং শ্বাস উৎপত্তি হইয়া থাকে। হিক্কা পঞ্চবিধ; যথা—

অন্নজাং যমলাং ক্ষুদ্রাং গম্ভীরাং মহতীন্তথা।
বায়ুঃ কফেনানুগতঃ পঞ্চহিক্কাঃ করোতি হি॥

১। উপর্য্যুপরি অতিশয় পান ও ভোজনে কুপিতবায়ু ঊর্দ্ধগত হইয়া যে হিক্কা উৎপাদন করে, তাহার নাম অন্নজা।

২। থামিয়া থামিয়া বেগদ্বয়ে যে হিক্কাদ্বয় প্রকাশ পায় অর্থাৎ যোড়া যোড়া হিক্কা হয় এবং হিক্কা প্রকাশ কালে মস্তক ও গ্রীবা কম্পিত হইলে, তাহাকে যমলা হিক্কা কহে।

৩। অল্পবেগ দ্বারা অসংখ্য অথচ সামান্য হিক্কা হইলে তাহার নাম ক্ষুদ্রহিক্কা।

৪। অনেক উপদ্রবযুক্ত এবং মহাশব্দ বিশিষ্ট হইয়া যে হিক্কা নাভি-দেশ হইতে উৎপত্তি হয়, তাহার নাম গম্ভীরা।

৫। সমস্ত শরীর কম্পিত করিয়া বস্তি (তলপেট্), হৃদয় ও মস্তক এই তিন স্থানকে অতিশয় বেদনায় কাতর করিয়া যে হিক্কা উৎপন্ন হয়, তাহার নাম মহাহিক্কা।

এই পঞ্চবিধ হিক্কামধ্যে গম্ভীরা এবং মহাহিক্কা অসাধ্য এবং আশু প্রাণ ঘাতিনী।—অপর তিন প্রকার চিকিৎসা সাধ্য।—কিন্তু অপর হিক্কাত্রয় সুখসাধ্য হইলেও অবস্থাভেদে অসাধ্য হইয়া থাকে।—হিক্কার উৎপত্তি সময়ে শরীর সঙ্কোচিত হইয়া ঊর্দ্ধ দৃষ্টি হইলে (চক্ষুঃ কপালে উঠিলে) সকল প্রকার হিক্কা-ই অসাধ্য হইতে পারে। বিশেষতঃ দুর্ব্বল রোগীর পক্ষে সামান্য হিক্কার বেগও অসহ্য হইয়া থাকে; অতএব হিক্কা

রোগের যৎ কিঞ্চিৎ প্রতিকার বলা হইতেছে; যথা—অনশন জন্য হিক্কা হইলে কিঞ্চিৎ বলকর পথ্য দুগ্ধাদি ব্যবস্থেয়। উগ্রকারক ঔষধ জন্য হিক্কা হইলে ঔষধ বন্ধ করিয়া স্নিগ্ধক্রিয়া হিতকরী; যথা—মিছিরির সর্ব্বোৎ, সোডা য্যাসিড, বাতাবিলেবু ও বরফ দুগ্ধাদি পথ্য এবং উদরে জলপটি; সামান্য হিক্কা থাকিলে গোলমরিচ সূচের অগ্রে বিদ্ধ করিয়া দীপশিখায় দগ্ধ পূর্ব্বক ঘ্রাণ প্রদানে হিক্কা নিবরাণ হয়।

জ্বরবিকারে হিক্কা এবং শ্বাস উপস্থিত হইলে রোগীর অবস্থা অতিশয় মন্দ করে অর্থাৎ বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মনিঃসরণ, বাঙ্ নিস্পত্তি করিতে অক্ষম, শীতলাঙ্গ-প্রাপ্ত, নাড়ীর গতি অতি মৃদু এবং তাপমান যন্ত্র (থার্ম্মোমিটার) দ্বারা স্বাভাবিক উত্তাপ ৯৮॥০ ডিগরীর ন্যূন অর্থাৎ ৯৭ কি ৯৬ ডিগ্রী অনুমান হওয়া, এই সকল এবং অপরাপর বিকার লক্ষণাদি লক্ষিত হইলে নিম্ন লিখিত ঔষধ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

২১। শীতলাবস্থার (মন্দাবস্থার) ঔষধ।

৩১। লাইকার য়্যামোনিয়া ... ১০ হইতে ২০ বিন্দু।
৩৪। স্পিরিট্ সল্ফিউরিক্ ইথার ... ১০ হইতে ২০ বিন্দু।
৩৫। ভাইনম গ্যালেসাই ... ... ১ হইতে ৪ ড্রাম।
১০। ক্যাম্ফর মিক্শ্চার ... ... ১ ঔন্স।

এই সমস্ত মিশ্রিত করিলে একবারের পানীয় ঔষধ হইবে। ধমনীর অবস্থানুসারে ১, ২ কি ৩ ঘণ্টা অন্তর যতবার প্রয়োগ বিবেচনা করিবেন; তত বার দিতে পারেন।—ইহা ধমনীর ক্ষীণাবস্থায় প্রয়োগ করিলে শরীর গরম, ধমনীর উত্তেজ অর্থাৎ নাড়ীর গতি সহজ হইয়া আসিবে এবং আক্ষেপ ইত্যাদি উপদ্রব সম্যক নাশ হইয়া আরোগ্য প্রায় হইলে ৩৬ নং পোর্টওয়াইন সহ গরমদুগ্ধ বা মাংসের যূষ অল্প অল্প পথ্য দিতে থাকিবেন; তৎপরে জ্বরবিরামে কালে কুইনাইন মিক্শ্চার দিয়া জ্বরত্যাগ করাইবেন।

২২। জ্বরবিকারের শেষাবস্থার ঔষধ।

৩৭। মাস্ক বা মৃগনাভি ... ... ১০ গ্রেণ।

১০। ক্যাম্ফর বা কর্পূর ... ... ১২ গ্রেণ।

এই উভয় একত্র মিশ্রিত করিয়া ৪ পুরিযাতে বিভাগ করিবে। নাড়ীর অবস্থানুসারে ১ কি ২ ঘণ্টা অন্তর এক একটী পুরিয়া মধু সহ মর্দ্দন পূর্ব্বক সেবন করাইলে নাড়ীর উত্তেজনা, আক্ষেপ ও হিক্কা নিবারণ, দেহের উষ্ণতা এবং অন্যান্য বিকার লক্ষণের শান্তি হইযা থাকে। ইহা অতিশয় উত্তেজক (ষ্টিমিউলেণ্ট)।

২৩। জ্বরবিকারের শেষাবস্থার ঔষধ।

৩২। কার্ব্বনেট অফ্ য়্যামোনিয়া ... ... ৫ গ্রেণ।

৩৫। ভাইনম গ্যালেসাই ... ১ ড্রাম হইতে ৪ ড্রাম।

১৯। টিঞ্চার সিনকোনা কোম্পাউণ্ড .. ... ২০ বিন্দু।

১০। ক্যাম্ফর মিক্শ্চার ... ... ১ ঔন্স।

এই সমস্ত মিশ্রিত করিলে একমাত্রা। ধমনীর অবস্থানুসারে ১, ২ কি ৩ ঘণ্টা অন্তর যত বার প্রদান আবশ্যক বোধ করেন, ততবার দিতে পারেন। ইহা উষ্ণকারক উত্তম ঔষধ, অতএব প্রযোগ হইলে জ্বর-বিকার নাশ, ধমনীর সহজগতি, দেহ গরম ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ কার্য্য হয, ধমনীর গতি সহজ অবস্থায় আসিলে জ্বরবিরাম-কালে কুইনাইন মিক্শ্চার দিযা পূর্ব্ববৎ পথ্য দিবে।

২৪। শেষাবস্থার ঔষধ।

৩৩। স্পিরিট্ য়্যামোনিয়া য়্যারোমেটিক ... ... ২ ড্রাম।

৩৭। টিঞ্চার মাস্ক ... ... ১॥ ড্রাম।

২৬। ক্লোরিক ইথার ... ... ১॥ ড্রাম।

৪৬। টিঞ্চার কার্ডমম কোম্পাউণ্ড ... .. ১ ড্রাম।

১৯। ডিককসন সিনকোনা ... ... ৪ ঔন্স।

ইহা একত্র মিশ্রিত করিয়া ৪ অংশে (৪ দাগে) বিভক্ত করিবে, তৎপশ্চাৎ ২ ঘণ্টা অন্তর ইহা সেবন করাইলে বিকার, মোহ, জ্বর ইত্যাদির হ্রাস হইয়া জ্বরত্যাগ হইলে কুইনাইন মিক্‌শ্চার দিবেন।

২৫। কুইনাইন মিক্‌শ্চার।

২০। কুইনাইন ... ... ২৪ গ্রেণ।
২১। ডাইলিউটেড্ সলফিউরিক য়্যাসিড্ ... ৪৮ বিন্দু।
খলেফেলিয়া একত্র মর্দ্দন ও মিশ্রিত করিয়া শিশি মধ্যে প্রদান; তৎপরে—
৪৬। টিঞ্চার কার্ডমম ... ... ১ ড্রাম।
পরিষ্কার জল ... ... ৬ ঔন্স।

এই সমস্ত একত্র করিয়া ৬ দাগে বা ৬ অংশে বিভক্ত করিযা জ্বর বিচ্ছেদ কালে ২ কি ১ ঘণ্টা অন্তর অর্দ্ধছটাক পরিমাণে অর্থাৎ এক এক অংশ সেবন করান বিধেয়। এইরূপে ৪। ৫ বার সেবিত হইলে জ্বর বন্ধ হইবার সম্ভব। এইরূপ ঔষধ প্রদানে এক দিবসে জ্বর বন্ধ হয় উত্তম, নতুবা উপর্য্যুপরি ২। ১ দিন জ্বরবিরাম কালে এইরূপে কুইনাইন প্রয়োগ করিলে নিশ্চয় জ্বরত্যাগ হইবে।

২৬। কুইনাইন মিক্‌শ্চার।

২০। সলফেট অফ্ কুইনাইন ... ৫ হইতে ১০ গ্রেণ।
৪৩। ডাঃ নাইট্রোমিউরেটিক য়্যাসিড্ ... ১০ হইতে ১৫ বিন্দু।
একত্র খলে মর্দ্দন করিয়া শিশিমধ্যে ঢালা হইলে—
৩৬। ভাইনম রুব্রম্ বা পোর্টওয়াইন ... ... ২ ড্রাম।
১৯। ডিককসন্ সিনকোনা ... ... ১ ঔন্স।

এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিলে একমাত্রার ঔষধ হইবে, বিকারাবস্থায় জ্বরের বিরাম পাইলে যে কয়েকবার দিতে পারা যায় ২ ঘণ্টা

অন্তর ইহা প্রদান হইবে। ফলে একদিবসে ২০।২৫ গ্রেণ কুইনাইনের অতিরিক্ত প্রয়োগ না হয়।

এইরূপে ৩।৪ বার কুইনাইন প্রয়োগ করিতে পারিলে বিকারাদি সহ জ্বর এককালে আরোগ্য হইবে। যদি মল পরিষ্কার করণের ও অগ্নি বৃদ্ধির আবশ্যক হয়, তাহা হইলে প্রতি মাত্রায় ৩০ বিন্দু পরিমাণে ৫৮নং ঔষধ টিঞ্চার জেন্‌সিয়ান্‌ প্রয়োগ করিলে শরীরের উত্তাপ নাশ, মৃদু বিরেচন, পিত্তদোষ সংশোধন হইয়া প্রীতিজনক ফললাভ হয়। যদি উদরাদির মধ্যে কোন স্থানে বেদনা থাকে, তাহা হইলে ইহা সহ প্রতি মাত্রায় ১০ কি ১৫ বিন্দু পরিমাণে ৮ নম্বরের ঔষধ টিঞ্চার জিঞ্জার যোগ করিয়া এই কুইনাইন মিক্‌শ্চার প্রদান করিলে পাকস্থলীর বেদনার হ্রাস, অগ্নিশক্তির বৃদ্ধি, আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদির উত্তেজ ইত্যাদি গুণ প্রকাশ হইয়া থাকে।

২৭। কুইনাইন মিক্‌শ্চার।

২০।	সল্‌ফেট অফ কুইনাইন	২০ গ্রেণ।
২১।	ডাইলিউটেড সল্‌ফিউরিক য়্যাসিড্‌ ...	৪০ মিনিং।
৮।	টিঞ্চার জিঞ্জার	১ ড্রাম।
১৯।	টিঞ্চার সিন্‌কোনা কম্পাউণ্ড	১ ড্রাম।
৪৬।	টিঞ্চার কার্ডমম্‌	১ ড্রাম।
	জল	৪ ঔন্স।

ইহা একত্র সংযোগ করিলে ৪ দাগ হইবে, তৎপরে দুই ঘণ্টা অন্তর জ্বরবিরাম কালে ইহা সেবন করাইলে নাড়ীর দোষ সংশোধন হইয়া জ্বরত্যাগ হয়। নাড়ী দুর্ব্বল থাকিলে ভাইনম গ্যালেসাই ৪ ড্রাম যোগ করিয়া এই ঔষধ প্রদান করা কর্ত্তব্য।

———o———

২৮। পালাজ্বরের ব্যবস্থা।

২০। সলফেট অফ কুইনাইন	...	...	...	১৬ গ্রেণ।
২১। ডাইলিউটেড সলফিউরিক য়্যাসিড			...	৩০ বিন্দু।
৮। টিঞ্চার জিঞ্জার	...	...	...	১॥০ ড্র্যাম।
১৮। টিঞ্চার কলম্বা	...	...	..	১॥০ ড্র্যাম।
জল	...	...	...	৮ ঔন্স।

এই সমস্ত একত্র করিয়া ৮ অংশে (৮ দাগে) বিভক্ত করিবে; তৎপরে পালাজ্বরের বিরামকালে কাচ বা মৃন্ময়পাত্রে অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে দিবসে দুই বার, কি তিন বার করিয়া ইহা নিত্য সেবন করাইলে পালাজ্বর মাত্র আরোগ্য হইয়া ক্রমে রোগী বলবান হইতে থাকে। পালাজ্বরে রোগীকে পুরাতন চাউলের অন্ন, কৈ মাগুর ও ক্ষুদ্র মৎস্য, আলু, পটোল ইত্যাদি দ্বারা যে যূষ হইবে, সেই যূষ বস্কা দুগ্ধ ইত্যাদি দ্বারা এক সন্ধ্যা পথ্য দিয়া রাত্রিকালে ক্ষুধা হইলে দুগ্ধসাগু, দুগ্ধসুজি কিম্বা বস্কা দুগ্ধ সহ দুই একখানি ফুল্কা রুটি ইত্যাদি পথ্য দেওয়া যাইতে পারে।

জ্বরবিকারকালে ঘর্ম্মউপদ্রব নিবারণের উপায়।

সামান্য জ্বরে সামান্য ঘর্ম্ম নিবরাণের আবশ্যক নাই; যেহেতু সে স্থলে সেই ঘর্ম্ম হিতকর হইয়া জ্বরত্যাগ, রসের লাঘব ইত্যাদি কার্য্য সম্পাদন করে।

অতিশয় জ্বরবিকার রোগের প্রাদুর্ভাবে শরীরের যে সমস্ত রস ও রক্তাদি নিষ্ক্রিয় হইয়া ঘর্ম্মে পরিণত হয়, তাহাই ক্রমে নির্গত হইলে দেহস্থ যন্ত্রাদি ক্রমে শিথিল হয়, এজন্য সত্বর প্রাণবিয়োগ হইবার সম্ভব।

যে জ্বরবিকার কালে এই ভয়ঙ্কর ঘর্ম্ম উপদ্রব হইয়া শরীর শীতল নাড়ীর হ্রাস (ধমনীর গতি মন্দ), প্রলাপ, অস্থিরতা ইত্যাদি চিহ্ন প্রকাশ পায় এবং ক্রমাগত ঘর্ম্ম হইতে থাকে; সেই ভয়ঙ্কর ঘর্ম্ম

উপদ্রবকে নানা প্রকার চিকিৎসা কৌশলে নিবারণের চেষ্টা করা ধীমান চিকিৎসকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

অতিশয় উৎকট ঘর্ম্ম দ্বারা যখন মন্দ অবস্থা উপস্থিত বোধ করিবে, তখন ৯০।৯১ পৃষ্ঠায় লিখিত ও পূর্ব্ব কথিত বিকার ক্ষেত্রের অন্যান্য ঔষধ অবস্থানুসারে প্রদান করিবে; কিন্তু তন্মধ্যে যে কয়েকটি ঘর্ম্মকারক ঔষধ আছে, তাহা বর্জ্জনীয়; অপরন্তু—

২.৯। বিকারাবস্থার ভয়ঙ্কর ঘর্ম্ম নিবারক ঔষধ।

৫৬। টিঞ্চার বেলেডোনা	৮ বিন্দু।
২১। ডাইলিউটেড সলফিউরিক য়্যাসিড ...	১৫ বিন্দু।
২৬। ক্লোরিক ইথার	২০ বিন্দু।
৩৪। সল্‌ফিউরিক ইথার	২০ বিন্দু।
জল	১ ঔন্স।

এই সমস্ত একত্র করিলে এক মাত্রার ঔষধ হইবে। আবশ্যক মত ১ কি ২ ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ বিধি। ইহা দ্বারা ঘর্ম্ম নিবারণ ও ধমনীর উত্তেজনা হইয়া থাকে। যদ্যপি জ্বরবিকারে ভয়ানক ঘর্ম্ম হইয়া ধমনীর বিকৃতি ও মুমূর্ষাবস্থা লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে ৫৬ নং ঔষধ টিঞ্চার বেলেডোনা ৮ বিন্দু, ২১ নং ঔষধ ডাইলিউটেড সলফিউরিক য়্যাসিড ১৫ বিন্দু, এতদুভয় ১ ঔন্স জল সহ ২ ঘণ্টা অন্তর বারম্বার সেবন করাইবে; এবং ৯০।৯১ পৃষ্ঠায় লিখিত যে উত্তম ষ্টিমিউলেণ্ট মিক্‌শ্চার আছে, তাহা অর্দ্ধ কিম্বা এক ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইতে থাকিবে।

কেবল মাত্র ঘর্ম্ম নিবারণের জন্য—

১। সর্ব্বাঙ্গে শুঁটের গুঁড়া সর্ব্বদা মালিস এবং বিকার ক্ষেত্রের ঔষধ নিয়মিত রূপে সেবন করান হইলে ঘর্ম্ম নিবারণ, শরীর উষ্ণ, ধমনীর গতি বিশুদ্ধ হইতে থাকে।

২। গেঁটে কড়ি (ঘেঁচি কড়ি) ভস্ম বস্ত্রে ছাঁকা হইলে গাত্রে মালিস এবং বিকারের ঔষধ প্রদত্ত হইলে ঘর্ম্ম নিবারণ, শরীর উষ্ণ, ধমনীর গতি বিশুদ্ধ হইতে থাকে।

৩। আবীর (ফাগ) গাত্রে সর্ব্বদা মাখাইয়া পূর্ব্ববৎ ঔষধ প্রদান বিধেয়।

কম্প উপদ্রবের বিষয়।

বায়ু বৃদ্ধি কিম্বা প্লীহাযন্ত্রে রক্ত সংস্থান না হইলে কম্প হইতে পারে না; অতএব বায়ুর শান্তির কারণ শীতল জল, মৌরি ভিজনার জল, মিছিরি, চিনি বা বাতাসার জল (সর্ব্বোৎ), ডাবের জল, সোডা য়্যাসিড (১৫।১৬ নম্বরের ঔষধ) অর্থাৎ সোডাওয়াটার ইত্যাদি বায়ু-নাশক দ্রব্য প্রয়োগে শীঘ্র কম্পের শান্তি হইয়া থাকে। প্লীহাজন্য জ্বর ও কম্প হইলে প্লীহার উপরি ৩৯ নং ঔষধ লাইকার লিটি ৪।৫ বার মালিস করিবা ফোস্কা করিবে এবং পূর্ব্ব কথিত তরুণ জ্বরের ঔষধ সকল অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করিবে। ইহাতেই নিশ্চয় উপকৃত হইবার সম্ভব। পুরাতন প্লীহাজ্বর হইলে পশ্চাৎ লিখিত অব্যর্থ মহৌষধ সকলের অন্যতম প্রয়োগ মাত্র আরোগ্য বিষয়ে সংশয় নাই।

এ পর্য্যন্ত যে সকল ঔষধ ব্যবস্থা করা হইল, তাহা সকল-ই মিকশ্চার অর্থাৎ জলীয়; যদ্যপি জলীয় ঔষধ সেবনে কাহারও আপত্তি থাকে, তাহা হইলে পুরিয়া অর্থাৎ গুঁড়া ঔষধ দ্বারা জ্বরচিকিৎসা করা যাইতে পারে, একপ ব্যবস্থা নিম্নে প্রদর্শিত হইল; যথা—

৩০। ফিবার পাউডার।

৩। পলভ জোলাপ	...	...	...	৩০ গ্রেণ।
১২। ক্যালমেল	...	...	...	৫ গ্রেণ।
১৫। সোডা ...	...	...	...	১০ গ্রেণ।
৬। পলভ ইপিক্যাক	...	...	...	½ গ্রেণ।

এই সমস্ত একত্র পেষণ ও মিশ্রিত করিয়া এক পুরিয়া প্রস্তত করিবে। তৎপশ্চাৎ এই পুরিয়া সেবন করান (মুখে ফেলিয়া জল দ্বারা গলাধঃকরণ) বিধেয়। ইহা সেবনে ২।৪ বার বিরেচন হইয়া জ্বরের লাঘব বা জ্বরত্যাগ হইতে পারে। উদরে প্লীহা সত্বে ক্যালামেল প্রযোগ অবৈধ। অতএব ক্যালামেল ভিন্ন অপর কয়েকটি দ্বারা পুরিয়া প্রস্তত করিবেন।

৩১। ফিবার পাউডার।

২৪। নাইট্রেট্ অফ্ পটাস ... ... ২০ গ্রেণ।
১৫। সোডা ... ... ৪০ গ্রেণ।
৭। পলভ্ এণ্টিমণি কম্পাউণ্ড বা জেমস্ পাউডার ৮ গ্রেণ।

এই সমস্ত খলে ফেলিয়া একত্র পেষণ হইলে ৪ পুরিয়া ঔষধ হইবে। ইহা ২ কি ৩ ঘণ্টা অন্তর জ্বরাক্রান্ত রোগীকে সেবন করাইলে রসের লাঘব ও জ্বর ত্যাগ হইয়া থাকে।

৩২। ফিবার পাউডার।

১১। পলভ্ সিন্‌কোনা ... ... ৪০ গ্রেণ।
১৫। কার্ব্বনেট্ অফ্ সোডা ... ... ৪০ গ্রেণ।
৭। পলভ্ এণ্টিমণি ... ... ৮ গ্রেণ।
২৫। ক্লোরেট্ অফ্ পটাস ... ... ২০ গ্রেণ।

এই সমস্ত খলে একত্র পেষণ করিয়া ৪ চারি পুরিয়া ঔষধ প্রস্তত হইলে ২ কি ৩ ঘণ্টা অন্তর জ্বরাক্রান্ত রোগীকে সেবন করাইলে রক্ত সংশোধন, বায়ুর শান্তি ও জ্বরত্যাগ হইয়া থাকে। ইহা ৪।৫ দিন জ্বরের পর সতত ব্যবহার হয়।

—:০:—

৩৩। ক্রিমির পাউডার।

১৯। পলভ্ সিন্‌কোনা ... ... ৪০ গ্রেণ।
৯। পলভ্ রিয়াই ... ... ৪০ গ্রেণ।
১৫। কার্ব্বনেট্ অফ্ সোডা ... ... ৩০ গ্রেণ।
৩৮। স্যাণ্টনাইন ... ... ৪ গ্রেণ।

এই সমস্ত খলে একত্র পেষণ করিয়া ৪ চারিটি মোড়া প্রস্তত করিবে, ক্রিমিজন্ম নাড়ীর গতি অতি দ্রুত, অচৈতন্য, অনর্থক বাক্য প্রয়োগ, দন্ত ঘর্ষণ, চোম্‌কে উঠা, এবং অষ্ট প্রহর জ্বর ভোগ ইত্যাদি চিহ্ন যে জ্বরে দৃষ্টি হইবে, সেই জ্বরে এই পাউডার এক একটি ২ ঘণ্টা অন্তর ব্যবহার করাইলে জ্বরত্যাগ, ক্রিমিনাশ, সহজে মল পরিষ্কার ইত্যাদি হইয়া থাকে।

৩৪। কুইনাইন পাউডার।

২০। সলফেট অফ্ কুইনাইন ... ... ৪ গ্রেণ।
১৫। কার্ব্বনেট অফ্ সোডা ... ... ৫ গ্রেণ।
৯। পলভ্ রিয়াই ... ... ৫ গ্রেণ।
৮। পলভ্ জিঞ্জার ... ... ২ গ্রেণ।

এই সমস্ত খলে একত্র পেষণ হইলে একটি পুরিয়া করণানন্তর জ্বর বিরাম কালে সেবন করাইবে, ১ কি ২ ঘণ্টা অন্তর এই রূপে ৪। ৫ বার সেবিত হইলে জ্বর বন্ধ হইয়া যায় এবং সহজে মল পরিষ্কার হইতে থাকে। এই নিয়মে ২। ১ দিন জ্বর বিচ্ছেদ কালে সেবন করিলে অবশ্যই জ্বর ত্যাগ হইয়া উত্তম রূপে আরোগ্য হয়।

৩৫। কুইনাইন পাউডার।

২০। কুইনাইন্ সল্‌ফ ... ... ৩ গ্রেণ।
১৫। কার্ব্বনেট অফ্ সোডা ... ... ৫ গ্রেণ।
৬। পলভ্ ইপিক্যাক ... ... ½ গ্রেণ।

এই সমস্ত খলে মিশ্রিত করিয়া একটি পুরিয়া প্রস্তুত হইবে। জ্বর বিচ্ছেদ কালে ২ ঘণ্টা অন্তর এক এক পুরিয়া এই রূপে প্রস্তুত পূর্ব্বক সেবিত হইলে মৃদুবিরেচন, পিত্ত নিঃসরণ, শরীর সংশোধন হইয়া জ্বর আরোগ্য হইয়া থাকে।

৩৬। কুইনাইন পাউডার।

২০। সল্‌ফেট অফ্‌ কুইনাইন	...	...	৫	গ্রেণ।
১৫। কার্ব্বনেট অফ্‌ সোডা	...	...	১০	গ্রেণ।
১০। ক্যাম্ফর বা কর্পূর ...	...	...	২	গ্রেণ।
২৫। ক্লোরেট্‌ অফ্‌ পটাস	...	...	৫	গ্রেণ।

এই সমস্ত খলে পেষণ করিয়া এক মাত্রা (১ পুরিয়া) ঔষধ হইলে সেবন করাইবে। জ্বর বিচ্ছেদকালে ২ ঘণ্টা অন্তর এইরূপে ২। ৩ বার সেবন করাইলে রক্ত সংশোধন, বায়ুর শান্তি, শরীর উষ্ণ এবং জ্বর-ত্যাগ হইয়া থাকে।

একজ্বরীর জ্বরত্যাগ জন্য উপায়।

যে জ্বর সুদীর্ঘকাল (৪।৫ দিন নিয়ত) ভোগ হয়, সেই জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তির সত্বর জ্বরত্যাগ করাইয়া সতর্ক হওয়া আবশ্যক, যেহেতু এরূপ স্থলে প্রায় ঘোরতর বিকার ঘটিয়া থাকে। যদি পূর্ব্ব লিখিত ফিবার মিক্‌শ্চার ঔষধাদি দ্বারা কোন রূপে জ্বরত্যাগ না হয়, তাহা হইলে পশ্চাৎ লিখিত উপায় ত্রয় ব্যবস্থা হইবে।

প্রথম চেষ্টা।—১৫। কার্ব্বনেট অফ্‌ সোডা	...		৪	গ্রেণ।
৬৬। পলভ স্কেকোবাই ...	...	...	২	গ্রেণ।
৬। পল্‌ভ ইপিক্যাক ...	...	...	৪	গ্রেণ।
২৪। নাইট্রেট অফ্‌ পটাস	...	...	৪	গ্রেণ।

খলে এই সমস্ত একত্র পেষণ করিয়া ২টি পাউডার প্রস্তুত করিবে,

তৎপরে এক ঘণ্টা অন্তর এক একটি পুরিয়া সেবন করাইলে ঘর্ম্ম ও প্রস্রাব হইয়া জ্বরত্যাগ হইতে পারে। দুই পুরিয়ার অধিক আবশ্যক হইলে পুনঃ প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবেক।

দ্বিতীয় চেষ্টা।—উপরিউক্ত উপায় দ্বারা জ্বরত্যাগ না হইলে একটি ঘরের বায়ুরোধ করিয়া সেই গৃহমধ্যে চৌকি বা বৃহৎ পীঠের উপরি রোগীকে বসাইয়া গরম জল, সাবান্ ও তোয়ালে দিয়া রোগীর সর্ব্বাঙ্গের লোমকূপ অতি অল্প সময় মধ্যে পরিষ্কার করিয়া দিবে, সর্ব্বাঙ্গের জল শুষ্ক বস্ত্রাদি দ্বারা নিঃশেষিত করিয়া (পুঁছিয়া) পশমী বা গরম জামা, টুপি ইত্যাদি পরিধান করাইয়া গরম গরম ৭৬ পৃষ্ঠায় লিখিত মাংসের যূষ সহ ৩৬ নং ঔষধ পোর্ট-ওয়াইন ২। ১ ঔন্স কিম্বা কেবল মাত্র বক্কা গরম দুগ্ধ পান করাইয়া শয্যায় শয়ন করানর পর লেপ চাপা দিয়া কিছু সময় রাখিলে বিলক্ষণ ঘর্ম্ম হইয়া জ্বরবিচ্ছেদ হইবার সম্ভব। তৎপরে ব্র্যাণ্ডি বা পোর্ট সহ পূর্ব্ব কথিত নিয়মানুসারে কুইনাইন্ প্রয়োগ করিতে পারা যায়।

তৃতীয় চেষ্টা।—যদি কোন রোগীর সত্বর জ্বরত্যাগ করাইবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে চিরেতা ৪০ তোলা, গুলঞ্চ ১০ তোলা, ক্ষেত্রপর্প্পটী (ক্ষেত-পাপড়া) ২০ তোলা, সিনকোনাবার্ক ২০ তোলা, এই সমস্ত একত্র কুটা করিয়া বৃহৎ দুইটী হাঁড়ির মধ্যে সমভাগে প্রদান পূর্ব্বক আধ হাঁড়ি অর্থাৎ ৭। ৮ সেরের কম না হয় এমন ভাবে জলসংযোগ করিয়া মুখে শরা কাদা ও বস্ত্রখণ্ড (নেকড়া) দ্বারা আবদ্ধ করিয়া চুল্লীর উপরি হাঁড়ি বসাইয়া নিম্নে কাষ্ঠাগ্নি দ্বারা উত্তাপ দিয়া পাক করিবে। ঐ হাঁড়ির মধ্যে ধূম (গ্যাস) সঞ্চয় হইলে রোগীকে খাটিয়ার বা বেতের ছিটুনি চেয়ারে বসাইয়া নিম্ন হইতে উপরি পর্য্যন্ত কম্বলাদি দ্বারা বিশেষ রূপে আচ্ছাদন করিয়া সেই খাটিয়া বা চেয়ারের নিম্নে ঐ ভাবরার হাঁড়ির ঢাকা কৌশলে এবং ক্রমে ক্রমে খুলিয়া রোগীর গাত্রে ধূম লাগাইবে; ঐ সময় অপর হাঁড়ি ঐরূপে পাক হইতে থাকিবে, ইহার ধূম গ্রহণ করান হইলে ঐরূপে দ্বিতীয় হাঁড়ীর ধূম গ্রহণ করাইবে; যে পর্য্যন্ত রোগীর বিলক্ষণ ঘর্ম্ম না হয়, সেই পর্য্যন্ত এইরূপে ধূম গ্রহণ করাইবে,

এই উপায়ে নিশ্চয় অপরিমিত ঘর্ম্ম হইয়া জ্বরত্যাগ হইয়া থাকে। কিন্তু অপরিমিত ঘর্ম্ম ও জ্বরত্যাগ হইয়া কোন কোন রোগীর অবস্থা প্রায় মন্দ হইয়া থাকে, অতএব ৬৬ নং পোর্ট বা ৩৫ নং গ্যালেসাই সহ পূর্ব্বে লিখিত কুইনাইন মিকশ্চার বারম্বার দিতে চেষ্টা করিবে। অপরাপর লক্ষণ যেমন দেখিবে, তদনুসারে পূর্ব্বের লেখা মত চিকিৎসার চেষ্টা করিবে।

কুইনাইন ভিন্ন জ্বর নিবৃত্তির উপায়।

যেখানে কুইনাইন প্রয়োগ করিয়া জ্বর নিবারণের চেষ্টা করিতে হইবে, সেই স্থানেই জ্বরবিরামকালে ৬১ নং ঔষধ লাইকার আর্সেনিক ক্যালিজ ৬ বিন্দু, ৩২ নং কার্ব্বনেট অফ্ য়্যামোনিয়া ৫ গ্রেণ, জল ১ ঔন্স (অর্দ্ধ ছটাক) এই সমস্ত মিশ্রিত করিয়া একবারে সেবন করাইবে। এইরূপে ২ কি ৩ ঘণ্টা অন্তর জ্বরের পূর্ব্বে ৩।৪ বার সেবিত হইলে কদাপি জ্বর হইবেক না, এক দিবস প্রয়োগে জ্বর বন্ধ না হইলে ২।৩ দিন এইরূপে প্রয়োগ করিলেও ক্ষতি নাই। এইরূপে এই ঔষধ সেবন করাইলে জ্বর নিশ্চয় আরোগ্য হইবেক। কিন্তু যে পুরাণ জ্বরে শোথ থাকিবে, সে জ্বরে ইহা প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত নহে। আর এই ঔষধ সেবন করানার পূর্ব্বে রোগীকে কিঞ্চিৎ লঘু পথ্য প্রদান আবশ্যক অর্থাৎ খালিপেটে এই ঔষধ প্রদান নিষেধ।

গুরুতর জ্বরবিকারের পর রোগী দুর্ব্বল থাকিলে—

৪৩। ডাঃ নাইট্রোমিউরেটিক য়্যাসিড ... ১০ বিন্দু।
৫৭। ফেরি সাইট্রেট অফ কুইনাইন ... ৫ হইতে ১০ গ্রেণ।
৫৮। টিঞ্চার জেনসিয়ান ... ... ৩০ বিন্দু হইতে ২ ড্রাম।
শীতল জল ... ... ১ ঔন্স।

এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিলে এক মাত্রা হইবে; এইরূপে দিবসে ২ বার করিয়া কিছুদিন সেবন করাইলে পুরাতন জ্বর দূর হইয়া দিন দিন রোগী বলবান হইতে থাকে। আর পূর্ব্ব সেবিত কুইনাইন

ইত্যাদি দ্বারা যে সমস্ত দোষ শরীরে উপস্থিত হয়, তাহাও ইহা দ্বারা ক্রমে ক্রমে সংশোধন হইতে থাকে। এরূপ দোষঘ্ন, মৃদু বিরেচক, গাত্রের উত্তাপ নাশক, জ্বরঘ্ন, কুইনাইনের দোষ সংশোধক, পিত্তনাশক ও বলকারক ঔষধ অতি বিরল।

নব জ্বরবিকারাবস্থায় পথ্য ব্যবস্থা।

নবজ্বরের প্রথম দিন হইতে সপ্তাহ (৭ দিন) পর্য্যন্ত তরুণাবস্থা; এই অবস্থায় প্রায় ক্ষুধা থাকে না, রসে দেহ আচ্ছন্ন, ভার এবং জ্বরে বিহ্বল হইয়া থাকে, তত্রাপি কিঞ্চিৎ পথ্য প্রদান আবশ্যক হইলে গরম (টাট্কা) খৈ, পরিষ্কার বাতাসা, মিছিরি, ৪।৫ ফোটা পাতি-লেবুর রসের সহিত জলসাগু, এরারুট, বার্লি ও স্ক্রেউটের পালো ইত্যাদি লঘু পথ্য প্রদান করা উচিত। ঔষধ সেবনান্তে ২।১ টিক্লী ইক্ষু (আক) বাতাবি লেবুর দানা, পেয়ারা, তালশাঁটির শস্য, বেদানা ইত্যাদি।

জ্বরের মধ্যাবস্থায় পথ্য।

জ্বরের অষ্টম দিন হইতে দ্বাদশ দিন পর্য্যন্ত মধ্যাবস্থা; এই অবস্থায় বল হ্রাস হইয়া রোগী কাতর হয়, অতএব কিঞ্চিৎ বলকর পথ্য প্রদান আব-শ্যক বিধায়ে গরম গরম বকা দুদ মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প প্রদান করিলে রোগী সবল হইতে থাকে; অতিশয় দুর্ব্বল হইলে ৩৬ নং ঔষধ পোর্ট-ওয়াইন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ যোগে ৭৬ পৃষ্ঠায় কথিত মাংসের যূষ অল্প অল্প করিয়া পথ্য দেওয়া যাইতে পারে; অন্যান্য খাদ্য মধ্যে দুগ্ধ সহ সাগু, এরা-রুট, বা বার্লী এই তিনের অন্যতম সচরাচর পথ্য সকলে ব্যবস্থা করেন, রোগী সবল থাকিলে জলসাগু প্রদানে হানি নাই। ঔষধ সেবনান্তে চিনি বা লবণ সংযোগে আনারস, লবণ সংযোগে পেয়ারা, পাণিফল, ইক্ষু, বেদানা, চিনি বা লবণ সংযোগে বাতাবি লেবুর দানা, তাল-শাঁটির শস্য, বায়ুর প্রকোপ থাকিলে পাতিলেবুর রস সহ কিঞ্চিৎ মিছিরির জল এবং মিছিরি সহ কচি পটোল ছাড়াইয়া অনায়াসে রোগীকে পথ্য জন্য প্রদান হইতে পারে।

পুরাতন জ্বরের পথ্য।

জ্বরের ত্রয়োদশ দিবস হইতে একবিংশতি (২১) দিন পর্য্যন্ত পুরাতন জ্বর বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই অবস্থার পথ্য মধ্যাবস্থার পথ্যের ন্যায় প্রদান হইতে পারে।

জীর্ণজ্বরের পথ্যাদি।

* জ্বরের দ্বাবিংশতি (২২) দিবস হইতে মন্দাগ্নি সহ প্লীহা বা যকৃৎ উপস্থিত হইলে জীর্ণজ্বর কহে। যদি প্লীহা প্রকাশ না হয়, তাহা হইলে তাহাকে পূর্ব্ব কথিত পুরাতন জ্বর বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। যে জ্বর বিকার একচত্বারিংশৎ (৪১) দিবস পর্য্যন্ত ঘোরতর ভোগ হইতে থাকে, তাহাকে মধ্যজ্বরের পথ্য ব্যবস্থা করিতে হইবে। যেরূপ চিকিৎসার ব্যবস্থা লেখা হইল আশা করি সে সমস্ত যথাযোগ্য সময়ে সুচারু রূপে ব্যবহার করিলে কদাপি একচত্বারিংশৎ (৪১) দিবস পর্য্যন্ত কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না। সত্বর আরোগ্য হইবে ইহাতে সংশয় নাই। প্লীহা বা যকৃৎ সহ জীর্ণজ্বরের চিকিৎসা ও পথ্য পশ্চাৎ যাহা কথিত হইতেছে তাহা জগতের গুহ্য ধন, অনেকের ধনাঢ্য হইবার স্বর্ণসোপানস্বরূপ এবং বহুতর লোকের জীবিকা নির্ব্বাহের প্রধান উপায় ইত্যাদি।

---

* আসপ্তরাত্রং তরুণং জ্বরমাহুর্মনীষিণঃ,
মধ্যং দ্বাদশরাত্রন্তু পুরাণ মত উত্তরং॥
যত্তু;—ত্রিসপ্তাহ ব্যতীতস্তু জ্বরোযস্তনুতাং গতঃ।
প্লীহাগ্নিসাদং কুরুতে স জীর্ণজ্বর উচ্যতে॥

প্লীহা যকৃৎসংযুক্ত জ্বর চিকিৎসা।

১। ডিঃ গুপ্ত সদৃশ গুণকর প্যাটেণ্ট ঔষধ বিশেষ।

২০। সল্‌ফেট্‌ অফ কুইনাইন .. .. ৪৮ গ্রেণ।
২১। ডাইলিউটেড্‌ সল্‌ফিউরিক য়্যাসিড ... ... ৪ ড্রাম।
৭৩। ষ্ট্রং অথচ দ্রবীভূত কার্ব্বলিকয়্যাসিড ... ... ৩০ বিন্দু।
৪৭। সল্‌ফেট অফ আয়রণ (হিরাকস) ... ... ৩০ গ্রেণ।
পরিষ্কার জল ... ... ২৪ ঔন্স।

প্রস্তুত প্রণালী।—প্রথমে ঐ ৩০ গ্রেণ সল্‌ফেট অফ আয়রনকে খলে ফেলিয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে; তৎপরে কিঞ্চিৎ ডাইলিউটেড্‌ সলফিউরিক য়্যাসিড্‌ যোগ করিয়া পুনর্ব্বার মর্দ্দন করিবে। তৎপশ্চাৎ কিঞ্চিৎ জল সংযোগ পূর্ব্বক ৩।৪ পুরু সূক্ষ্মবস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে। যদ্যপি বস্ত্রমধ্যে কিঞ্চিৎ শিটে পাওয়া যায়, তাহাকেও ঐরূপে মর্দ্দন ও মিলন করিয়া পুনর্ব্বার ছাঁকিয়া লইবে। এইরূপে হিরাকস মিশ্রিত ঐ জলকে ২৪ ঔন্স বোতলে ঢালিবে। তদনন্তর ঐ ৪৮ গ্রেণ কুইনাইনকে ২ ড্রাম পরিমিত ডাইলিউটেড্‌ সলফিউরিকয়্যাসিডে গালিয়া (দ্রবময় করিয়া) ঐ বোতলে ঢালিবে; তদন্তে ঐ বোতলকে জল দিয়া অর্দ্ধ পূর্ণ করিয়া দ্রবীভূত ৭৩ নং ঔষধ ষ্ট্রং কার্ব্বলিক * য়্যাসিড্‌ ৩০ বিন্দু যোগ করিবে এবং উত্তমরূপে নাড়িয়া মিশ্রিত হইলে ঐ বোতলের অবশিষ্ট খালি অংশ জল দ্বারা পূর্ণ করিয়া কক্‌বন্দ গালা মোহর করিলেই ১৷৷০ টাকা মূল্যের ভাল একবোতল প্লীহা যকৃৎ সংযুক্তজ্বর ও ম্যালেরিয়াজ্বর নাশক অব্যর্থ মহৌষধ প্রস্তুত হইল।

হিরাকসকে ঐ রূপে যোগ না করিলে, ঔষধ মধ্যে কালরঙের ডিম্‌কিনি ডিম্‌কিনি ভাসিতে থাকিবে। অন্য কোনমতে মিশ্রিত হইবার উপায় নাই।

---

* কার্ব্বলিক য়্যাসিড্‌ কঠিন (জমাট) হইয়া থাকিলে শিশির মধ্যগত ঐ কার্ব্বলিক গরমজলে কিম্বা রৌদ্রে কিছু সময় রাখিলে দ্রবীভূত হয়, তৎপরে ঔষধে যোগ হইবে।

যদি এককালে শত শত বোতল ঔষধ প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে বোতলের সংখ্যা ও পরিমাণ ধরিবা অগ্রে জলের পরিমাণ স্থির করিতে হইবে। সমস্ত বোতলের পরিমিত জল লইয়া পরিষ্কার অর্থাৎ বালিরহিত মৃণ্ময়পাত্রে (গামলা ইত্যাদিতে) ঢালিবে; তৎপরে বোতল প্রতি ৩০ গ্রেণ পরিমাণে সলফেট অফ আয়রণ (হিরাকস) মোট হিসাবে যত হইবে, সেই সমস্ত সলফেট অফ আয়রণকে ক্রমে ক্রমে খলে ফেলিয়া পেষণ ও চূর্ণ করিয়া তাহাতে যতখানি ডাইলিউটেড্ সলফিউরিকয়্যাসিড্ যোগ করিলে দ্রবীভূত করিতে পারা যায়, ততখানি ডাইলিউটেড্ সলফিউরিক য়্যাসিড যোগ করিয়া পুনর্ব্বার খলে পেষন করিবে এবং কিঞ্চিৎ জল সংযোগ করিবে, তৎপশ্চাৎ পরিষ্কার সূক্ষ্ম বস্ত্র দ্বারা ২।৩ বার অপর আধারে ছাঁকা হইলে ঐ পরিমিত জলে মিশ্রিত করিবে। সেই জল বোতলে বোতলে প্রায় পূর্ণ করিয়া অর্থাৎ প্রতিবোতলকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ খালি রাখিয়া, তদবস্থায় প্রতি বোতলে নিয়মিত ঐ ৪৮ গ্রেণ কুইনাইনকে ২ ড্রাম ডাইলিউটেড্ সলফিউরিকয়্যাসিডে গালিয়া মেজার গেলাস দ্বারা এক বোতলে ঢালিবে, তৎপরে ৩০ বিন্দু ষ্ট্রং কার্ব্বলিক য়্যাসিড্ যোগ ও বোতল বারম্বার নাড়িয়া সমস্ত পদার্থ মিশ্রিত করিবে। তৎপশ্চাৎ বোতলের অবশিষ্ট খালি অংশটুকু সেই গামলার হিরাকস মিশ্রিত জল দ্বারা পূর্ণ এবং ককবদ্ধ পূর্ব্বক গালামোহর হইবে। এইরূপে সকল বোতলের কার্য্য করিতে হইবে। এক এক কার্য্য সকল বোতলের এক বারেই করুন বা এক এক বোতলের কার্য্য সম্যক পরিসমাপ্তি করিয়া অপর বোতলের কার্য্য করুন্, যেরূপে সুবিধা বোধ করেন, তাহা করিতে পারেন।

এই ঔষধের বর্ণে, গুণে, ক্রিয়ায়, আস্বাদনে ও ঘ্রাণে প্রায় সকল বিষয়েই ডিঃ গুপ্ত মহোদয়ের প্রকাশিত ম্যালেরিয়া নাশক জগদ্বিখ্যাত ঔষধ সদৃশ গুণকর হইয়া থাকে।

বোতলে কক্ আঁটা নিতান্ত সহজ কার্য্য নয়, এজন্য লিখিতে হইল; যত কক্ বোতলে আঁটা হইবে, সেই সমস্ত কক্‌কে একটি পাত্রে জল

ঢালিয়া অৰ্দ্ধ ঘণ্টা আন্দাজ ভিজাইয়া রাখিবে, তৎপরে একএকটি কর্ক প্রতি বোতলের মুখে কিঞ্চিৎ বসাইয়া পশ্চাৎ একপুয়া কি আধসের ওজনের কাটের হাতা, অভাবে ছোট মোক তক্তা, নাহয় খড়ম দ্বারা কর্কের উপরি আঘাত করিলে সুচারুরূপে কর্ক্ বোতলের মুখে বসিয়া যাইবে। তদন্তে ভাল অস্ত্র দ্বারা কর্কের উপরিভাগ কাটিয়া গালা মোহর করিবে। ইহার অন্যথা করিলে অনেক কর্ক্ এককালে যাঁটিবার সময় বিশেষ কষ্ট পাইবে।

এই ঔষধ সেবনের নিয়মাবলী।

জ্বর বিরামকালে পূর্ণ বয়স্কের পক্ষে প্রত্যেকবারে অৰ্দ্ধছটাক পরিমাণে দিবসে তিনবার। ৭ হইতে ১৪ বর্ষ বয়স্কের পক্ষে এক কাঁচ্চা পরিমাণে দিবসে তিনবার। ৩ হইতে ৬ বর্ষ বয়স্কের পক্ষে অৰ্দ্ধ কাঁচ্চা পরিমাণে দিবসে তিনবার। এতদ্ভিন্ন অল্প বয়স্কের পক্ষে সিকি কাঁচ্চা পরিমাণে দিবসে তিনবার। এইরূপ নিয়মে সেবন করিলে প্লীহা, যকৃৎ, অগ্রমাংস, গুল্মাদি সহ জ্বর, কুইনাইনের জ্বর, একদিন অন্তর জ্বর বা দুইদিন অন্তর জ্বর, দ্বিকালীন বিষমজ্বরও অতি শীঘ্র আরোগ্য হইবে। সেবন কালে বোতল নাড়িয়া কাচের বা প্রস্তরের পাত্রে ঢালিয়া সেব্য। পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে ২।৩ দিন সেবিত হইলে জ্বর আরোগ্য হইবে। কিন্তু জ্বর নিবৃত্তির পর দিন হইতে সকলকেই নিয়মিত মাত্রার অৰ্দ্ধ মাত্রায় দিবসে দুইবার করিয়া সেবন করিতে হইবে। উদরাময় সত্বেও এ ঔষধ ব্যবহৃত হইবে।

পথ্যের নিয়ম। ঔষধ সেবনান্তে বেদানা, পেয়ারা, পানিফল, কেশুর, ইক্ষু, মিছিরি বা বাতাসা ইত্যাদি দ্বারা জল খাইয়া যে কয়েক দিন জ্বর বন্ধ নাহয়, সেই কয়েক দিন দুগ্ধপক সাগু, দুগ্ধপক শুজী, দুগ্ধসহ ২।১ খানি ফুল্কারুটি, ইহার অন্যতম ভোজন করিবে, জ্বর এককালে নিঃশেষিত হইয়া আরোগ্য হইলে যথা সময়ে পুরাণ সূক্ষ্ম তণ্ডুলের

অন্ন, কৈ, মাগুর, ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবিতমৎস্যের ঝোল, মুগ ও মশুরের দাল ইত্যাদি ব্যঞ্জন দ্বারা একসন্ধ্যা ভোজন, বৈকালে অধিক ক্ষুধা হইলে দুগ্ধ সাগু, পাঁউরুটী বা দুই একখানি ফুল্কারুটী রাত্রিযোগে ভোজ্য। ক্ষুধা অভাবে অনশন মহৎপথ্য।

তরকারির ব্যবস্থা। মৎস্যের ঝোলে বা ডাল্না শুক্তানিতে তরকারি খাইবার ইচ্ছা হইলে আলু, পটোল, মাণকচু, বেগুণ, ডুম্বুর গর্ব্ভথোড়, গর্ব্ভমোচা, ফুল্‌কপি, বাঁধাকপি, কাঁচাকলা, কচিকাঁঠাল ইচড় ইত্যাদি দ্বারা যে কোন ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইতে পারে, তাহা অন্নসহ পথ্য চলিবেক। শাক খাইতে ইচ্ছা হইলে পল্‌তার ডাল্না বা হিঞ্চেশাক ভাতে দিয়া লবণ যোগে খাইতে পারেন। পাককালে ধনে, জীরেমরিচ ও হরিদ্রাবাটা ব্যতীত অপর মশলা দিবার আবশ্যক নাই।

স্নান ব্যবস্থা। জ্বর সত্ত্বে স্নান আবশ্যক করে না, একান্ত ইচ্ছা হইলে ২।৩ দিন অন্তর উষ্ণ জল কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধ হইলে সেই জলে স্নান হইতে পারে। জ্বরসম্যক্‌রূপে ত্যাগ হইলে স্রোতের বা ভাল পুষ্করিণীর জলে স্নান করিবে।

নিষেধ বিধি। শাক, অম্ল, কলায়ের দাল, বাসিদ্রব্যাদি, এবং যাহা সহজে পরিপাক হয় না, তাহা, আর স্ত্রীগমন, স্ত্রী হইলে স্বামী সহবাস, অধিক পরিশ্রম, দিবানিদ্রা, চিন্তা ইত্যাদি।

এই ঔষধকে যাঁহারা প্যাটেন্ট করিয়া বিক্রয় পূর্ব্বক জীবিকানির্ব্বাহ করণানন্তর ধনাঢ্য বলিয়া গণ্য হইতেছেন, তাঁহারা পদে পদে, মুখে মুখে এবং ব্যবস্থা পত্রাদি দ্বারা বলেন যে, ঔষধ সেবনের পূর্ব্বে এবং ঔষধ সেবনের মধ্যে মধ্যে এক একবার জোলাপ লওয়া বিধেয়। আমার বিবেচনাতেও ইহা ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে এবং মধ্যে মধ্যে জোলাপ লওয়া উচিত, কিন্তু এরূপ পদে পদে জোলাপ লওয়া বিরক্তকর, পদে পদে জোলাপ লওয়ার কথা বলা এবং লেখাও বিরক্তীকর ও হেয়; অতএব তাহার সদুপায় অনুসন্ধান করিয়া অসংখ্য বার ব্যবহার

পূর্ব্বক অসীম আনন্দজনক ফল লাভ প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে, এজন্য নিম্নে তাহা বর্ণিত হইতেছে।

২। ডিঃ গুপ্তের ঔষধ হইতে উৎকৃষ্ট ঔষধ।

২০। সলফেট অফ কুইনাইন ... ... ৪৮ গ্রেণ।
২১। ডাইলিউটেড্ সলফিউরিকয়্যাসিড্ ... ... ৪ ড্রাম।
৭৩। ট্রং কার্ব্বলিকয়্যাসিড্ .. .. ৩০ বিন্দু।
৪৭। সল্‌ফেট অফ আয়রণ (বিলাতি পরিষ্কার হিরাকস) ৩০ গ্রেণ।
৫। সল্‌ফেট অফ ম্যাগ্‌নিসিয়া... ... ... ৫ ঔন্স।
পরিষ্কার জল ... ... ২৪ ঔন্স।

ইহার প্রস্তুত প্রণালী পূর্ব্ববৎ, দ্রব্যাদিও পূর্ব্ববৎ, অতিরিক্ত মধ্যে সল্টমাত্র; ইহা কিরূপে যোগ করিতে হইবে, তাহাই লিখিব। প্রথমে ঐ ২৪ ঔন্স পরিমিত জলের কিঞ্চিৎ কম জলে, ঐ ৫ ঔন্স (৴১০ পাকি আড়াই ছটাক) সল্ট গুলিবে; তৎপশ্চাৎ ঐ হিরাকসকে খলে চূর্ণ করিয়া তদুপরি ডাইলিউটেড্ সলফিউরিকয়্যাসিড ২ ড্রাম যোগ, তৎপরে খলে পুনর্ব্বার পেষণ ও মিলন হইলে যৎকিঞ্চিৎ জল মিশ্রিত করিয়া সূক্ষ্ম বস্ত্রে পুনঃ পুনঃ ছাঁকিয়া ঐ সল্ট মিশ্রিত জলে ঢালিয়া সংযোগ করিবে; পরে সেই জল পরিষ্কার সূক্ষ্ম বস্ত্রে পুনঃ পুনঃ (২।৩ বার) ছাঁকা হইলে ২৪ ঔন্স পরিমিত বোতলস্থিত করিবে, একপুরা আন্দাজ বোতল খালি রাখিয়া সেই সময় মেজার গেলাসে ৪৮ গ্রেণ কুইনাইন ঢালিয়া ২ ড্রাম সল্‌ফিউরিকয়্যাসিড্ যোগে দ্রবীভূত করিয়া যদি দ্রবীভূত হইতে কিঞ্চিৎ ত্রুটি থাকে, এমন দেখেন, তাহা হইলে ঐ সময় ঐ অবস্থায় খলে ঢালিয়া মর্দ্দিত এবং দ্রব হইলে বোতলে ঢালিয়া মিশ্রিত করিবে; তদন্তে তরল * ট্রং কার্ব্বলিক ৩০ বিন্দু যোগ করিয়া বিশেষরূপে বোতল নাড়িয়া বোতলের অবশিষ্ট অসম্পূর্ণ (খালি) অংশকে ঐ অবশিষ্ট সল্ট ও হিরাকস

---

* ১০৪ পৃষ্ঠার টীকা অর্থাৎ ২৪ লাইন দেখ।

মিশ্রিত জল বা অনুজল দ্বারা পূর্ণ করিলেই পূর্ব্ববৎ কক্ য়াঁটিয়া গালামোহর করিলে প্লীহা, যকৃৎ ও শোথ ইত্যাদি সহ পুরাণ জ্বর নাশক অতি উত্তম ঔষধ হইল ; অতএব ইহা পেটেণ্ট করিবার যোগ্য।

জ্বরবিরামকালে ইহা সতত ব্যবহার হয় মাত্রা ও পথ্যাদির বিষয় পূর্ব্ববৎ কিন্তু উদরাময় সত্বে ইহা প্রয়োগ হইবে না, (মাত্রাদি জন্য ১০৬ পৃষ্ঠা হইতে দেখ) অপরাপর গুণ ক্রিয়ার ইতর বিশেষ ক্রমে বর্ণনা হইতেছে।

পূর্ব্ব লিখিত প্লীহা রোগের প্রথম ঔষধটি সেবন করানার পূর্ব্বে এবং সেবনের মধ্যে মধ্যে জোলাপ লইবার আদেশ পদে পদে বলিতে ও উপদেশ লইতে হইত; কিন্তু ইহা নিত্য মল পরিষ্কারক হইয়া জ্বরাদি রোগের আশু শান্তিকর হয়। প্লীহা যকৃৎ রোগে প্রায় সকল রোগীর-ই মলবদ্ধ হইয়া থাকে, সেই মলবদ্ধের উপায় বিধান সুচারুরূপে অগ্রে না করিতে পারিলে, কিরূপে রোগী স্বচ্ছন্দঃ লাভ করিবে? পূর্ব্ব ঔষধে শোথ আরোগ্য সম্ভব নাই, কিন্তু ইহা সেবনে শোথ সংক্রান্ত জ্বর অতি সত্বর আরোগ্য হইবে। যেহেতু ইহা দ্বারা ২।৩ বার মল পরিষ্কার হইবে এবং তৎসহ দূষিত রস নির্গত হইতে থাকে। পূর্ব্ব ঔষধে যে সমস্ত রোগ অর্থাৎ প্লীহা যকৃৎ সংযুক্ত জ্বর, অগ্রমাংস ও গুল্মাদিসহ জ্বর, কুইনাইনের জ্বর ইত্যাদি যাহা যাহা আরোগ্য সম্ভব, ইহা দ্বারা পূর্ব্বাপেক্ষা অত্যল্পসময়ে অতি উত্তমরূপে আরোগ্য হইবে। অপরাপর সম্যক্ নিয়ম ও ক্রিয়া পূর্ব্ববৎ।

৩। কলিকাতা বড়বাজার চিনেবাজার যোড়াসাঁক ইত্যাদি স্থানে আবিষ্কৃত, জ্বরপ্লীহানাশক, সুধাসিন্ধু জ্বর-কেশরী ইত্যাদি ঔষধ সদৃশ গুণকর পুরাণ জ্বর প্লীহা ও ও ম্যালেরিয়া নাশক মহৌষধ।

২০। সলফেট অফ কুইনাইন্ ... ... ৪৮ গ্রেণ।
২১। ডাইলিউটেড্ সলফিউরিকয়্যাসিড্ ... ... ৪ ড্রাম।
৬১। লাইকার আর্সেনিক ... ... ৩০ বিন্দু।
৪৭। সলফেট অব আয়রণ (হিরাকস) ... ... ৩০ গ্রেণ।
৪০। রেক্টী ফাইড্ স্পিরিট ... ... ২ ড্রাম।
৫। সল্ট বা সলফেট অফ্ ম্যাগ্নিসিয়া ... ... ৫ ঔন্স।
পরিষ্কার জল ... ... ২৪ ঔন্স।

ইহার প্রস্তুত প্রণালী।—প্রথমে অতি উত্তম রেফাইন কর্য়া বিলাতি হিরাকস্ অর্থাৎ সলফেট অফ্ আয়রণ ৩০ গ্রেণ খলে চূর্ণ করিয়া ২ ড্রাম আন্দাজ ডাইলিউটেড সলফিউরিকয়্যাসিড মিশ্রিত করিয়া পুনঃ পেষণে জলবৎ তরল করিবে, এইরূপে মিশ্রিত হইলে যৎকিঞ্চিৎ জল সংযোগ করিয়া অতি সূক্ষ্ম ও পরিষ্কার বস্ত্র খণ্ডকে ২।৩ পুরু করিয়া ছাঁকা হইলে যদি হিরাকসের কিঞ্চিৎ সিটে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে সেই সিটেকে পুনঃ খলে মর্দ্দন, কিঞ্চিৎ ঐ ডাইলিউটেড সলফিউরিকয়্যাসিড যোগ ও পুনর্মর্দ্দনান্তে কিঞ্চিৎ জল সংযোগ করিয়া ছাঁকা হইলে বড় বোতলে ঢালিয়া রাখিবে। তৎপশ্চাৎ ঐ ২৪ ঔন্স পরিমিত জলের কিঞ্চিৎ কম জলে ঐ ৫ ঔন্স সল্ট গুলিয়া পুনঃ পুনঃ ছাঁকা হইলে ঐ বোতলে স্থাপন করিবে, জল দ্বারা বোতলের তিন অংশ পূর্ণ করিয়া এক অংশ খালি রাখিতে হইবে, তৎপশ্চাৎ কুইনাইন ৪৮ গ্রেণকে বক্রী ২ ড্রাম ডাইলিউটেড্ সলফিউরিকয়্যাসিডে পূর্ব্ববৎ দ্রবীভূত করিয়া বোতলে ঢালা হইলে লাইকার আর্সেনিক ৩০ বিন্দু রেকটীফাইড্ স্পিরিট ২ ড্রাম মিশ্রিত করিয়া বোতল নাড়িয়া সম্যক বস্তুকে মিশ্রিত করা হইলে বোতলের অবশিষ্ট খালি অংশ জলে পরিপূর্ণ করিয়া পূর্ব্ববৎ কক্ ও গালামোহর করিলেই প্লীহা যকৃৎ সংযুক্ত জ্বরের বা কেবল পুরাতন জ্বরের উত্তম ঔষধ হইল, ইহাতে সংশয় কি? প্রয়োগ মাত্র জ্বর ধ্বংস ও রোগীর অঙ্গস্ফূর্ত্তি ইত্যাদি হয়।

সেবন ও মাত্রাদির বিষয়।

ইহা পূর্ব্ববৎ জ্বর বিরাম কালে পূর্ণ বয়স্কের পক্ষে অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে দিবসে তিনবার ইত্যাদি নিয়ম ১০৬ পৃষ্ঠায় দৃষ্টি করিয়া বালক বৃদ্ধ ও যুবকগণের ব্যবস্থা করিবে। জ্বর ত্যাগ হইলে সকলকেই নিয়মিত মাত্রার অর্দ্ধ মাত্রায় দিবসে দুই বার করিয়া ৫।৭ দিন সেবন করান হইলে, তৎপরে নিত্য নিত্য এক এক বার করিয়া সেবন করান বিধেয়।

পথ্য, স্নান ও নিষেধ বিধি ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। ইহা দ্বারাতেও প্লীহা যকৃৎ সংযুক্ত জ্বর; একদিন অন্তর বা দুই দিন অন্তর জ্বর, দ্বিকালীন বিষম জ্বর, ত্র্যাহিক ও চাতুর্থিক জ্বর, পাক্ষিক ও মাসিক জ্বর ইত্যাদি সকল প্রকার জ্বর আরোগ্য হইয়া থাকে, ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আর দিন দিন প্লীহা ও যকৃৎ ইত্যাদি জঠর রোগ সঙ্কোচিত হইয়া থাকে; পূর্ব্বলিখিত ঔষধদ্বয়েও এইরূপ ফল হয়। এ ঔষধও পূর্ব্ববৎ সকল প্রকার জ্বরে প্রয়োগ করিলে আশু প্রীতিকর ফলদান করিয়া থাকে। সন্ট যোগ থাকা নিবন্ধন উদরাময় সত্বে ইহা প্রয়োগ হইবে না।

এই ঔষধটি কলিকাতা চিনেবাজার, বড়বাজার ও বড়বাজার দৈযেপটি ইত্যাদি স্থানে প্রায় প্রস্তুত হইয়া দেশ দেশান্তরে সর্ব্বদা চালান পাঠাইয়া অসংখ্য অর্থোপার্জ্জন করিতেছে। তত্রস্থ তাঁহারা সকলে বোতল ব্যবহার করেন না, কেহ কেহ ৮ ঔন্স শিশি মধ্যে ঔষধ ব্যবহার করেন। উহাদের মধ্যে যিনি বলেন যে; আমার ঔষধের তিক্তাস্বাদন নয়, অতএব ইহাতে কুইনাইন নাই, সেখানে বুঝিতে হইবে যে, ইহার ঔষধে অধিক মাত্রায় ৬১ নং ঔষধ লাইকার আর্সেনিক (সেঁকোর আরক) আছে। যেহেতু আধুনিক ঔষধ মধ্যে কুইনাইন আর লাইকার আর্সেনিক এই দুই পদার্থ ব্যতীত কোন বস্তু দ্বারা সহসা জ্বরত্যাগ হইতে পারে না; ইহা অপেক্ষা আশু জ্বরঘ্ন জগতে আর কিছুই লক্ষ্য হয় না। তবে জ্বররোগের কারণ ধ্বংস করিয়া অপরাপর চিকিৎসা ও ঔষধ

দ্বারা ক্রমে জ্বরত্যাগ হইয়া থাকে; ইহাই সাধারণ চিকিৎসকের জ্ঞাতব্য; যাহা হউক ইহা দ্বারা যে অসংখ্য লোক উপকৃত হইয়াছে এবং অসংখ্য লোক ধনোপার্জ্জন করিয়া ধনাঢ্য হইতেছে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

৪। কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার কাটফর্ম্মার ঔষধ সদৃশ গুণকর জ্বর প্লীহা নাশক মহৌষধ।

২০।	সলফেট অফ কুইনাইন	৪৮ গ্রেণ।
২১।	ডাইলিউটেড সলফিউরিক য়্যাসিড ...	২ ড্রাম।
৪৪।	ষ্ট্রং য়্যাসিটিক য়্যাসিড	২ ড্রাম।
৬৫।	টিঞ্চার নক্সভমিকা	২৪ বিন্দু।
	পরিষ্কার জল	২৪ ঔন্স।

প্রস্তুত প্রণালী।—অগ্রে ৪৮ গ্রেণ সলফেট অফ কুইনাইনকে যেভাব গেলাসে কিম্বা খলে ঢালিয়া সেই পাত্রে ডাইলিউটেড সল্‌ফিউরিক য়্যাসিড ২ ড্রাম যোগ করিয়া নাড়িয়া বা খলে মর্দ্দন করিয়া বিশেষ রূপে দ্রবীভূত করা হইলে, তৎ পাত্রে-ই ষ্ট্রং য়্যাসিটিক য়্যাসিড ২ ড্রাম যোগ করিয়া বোতলে ঢালিবে, পশ্চাৎ টিঞ্চার নক্সভমিকা ও জল সংযোগ করিয়া ২৪ ঔন্স পরিমাণের বড় বোতল পরিপূর্ণ করিলে জ্বর প্লীহা রোগের অতি চমৎকার ঔষধ প্রস্তুত হইল।

ইহার সেবন মাত্রা পূর্ণ বয়স্কের পক্ষে অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে দিবসে তিন বার, ৭ হইতে ১৪ বর্ষ বয়স্কের পক্ষে এক কাঁচ্চা পরিমাণে দিবসে তিনবার ইত্যাদি নিয়মে পূর্ব্ব লিখিত ঔষধ ত্রয়ের মাত্রার ন্যায় ১০৬ পৃষ্ঠা হইতে দৃষ্টি করিয়া মাত্রাদি ও পথ্য ব্যবহার করিবে। পূর্ব্বোক্ত ঔষধে যত প্রকার জ্বর আরোগ্য হইতে পারে, ইহা দ্বারাতেও তত প্রকার জ্বর নিশ্চয় আরাম হইবে, ইহাতে সংশয় কি? পথ্যাপথ্য ও স্নান ইত্যাদি ব্যবস্থা পূর্ব্বোক্ত ঔষধ ত্রয় সদৃশ বলা হইল কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা ইহার যাহা পৃথক ফল, তাহা পশ্চাৎ বর্ণিত হইতেছে।

ইহার প্রয়োগ প্রণালী ইত্যাদিতে পূর্ব্ব ঔষধ অপেক্ষা এই অধিক ফল যে, রোগীর জ্বর সত্ত্বে বা জ্বর অসত্ত্বে প্রয়োগ হইতে পারিবে, জ্বর সত্ত্বে প্রয়োগ করিলে জলমিশ্রিত ট্রং য্যাসিটিক য্যাসিডের গুণে জ্বরত্যাগ করাইবার চেষ্টা পূর্ব্বক জ্বরত্যাগ করাইবে। তৎপরেই কুইনাইন এবং নক্সভমিকার বিশাল পরাক্রমে জ্বরকে আর আসিতে দিবে না, জ্বরত্যাগ হইলে বা জ্বরত্যাগ সময়ে ইহা প্রয়োগ হইলে, যে জ্বর বন্ধ হইবে, ইহাতে সংশয় কি? অতএব ২।৩ দিন নিয়মিত রূপে ব্যবহৃত হইলে রোগী আরোগ্য হইয়া থাকে। এই ঔষধ জ্বর-কালে এবং বিজ্বরকালে এই উভয় সময়ে প্রযোগ হয বলিয়াই আবি-ষ্কারক বিলক্ষণ সাহস পূর্ব্বক মুখে বলেন এবং ব্যবস্থা পত্রে লেখেন যে, আমার এই ঔষধে কুইনাইন নাই। যদি কুইনাইন থাকিত তাহা হইলে কি জ্বর কালে প্রয়োগের ব্যবস্থা করিতে পারিতাম? কিন্তু এই ঔষধে প্লীহা যকৃতের সংকোচ বিধান এবং মল পরিষ্কারের উপায় না থাকায় আমার মনস্তুষ্টি হইতেছে না, সে জন্য আমি ইচ্ছা করি যে, ২ ড্রাম ডাইলিউটেড সলফিউরিকয়্যাসিডের পরিবর্ত্তে ৪৩ নম্বরের ঔষধ ডিল্ নাইট্রোমিউরেটিকয়্যাসিড ২ ড্রাম ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি। যেহেতু ইহা দ্বারা প্লীহা যকৃতের বিশেষরূপে সঙ্কোচ ও দমন হইয়া থাকে। পুরাতন জ্বর প্লীহা যকৃৎ রোগে প্রায সকল রোগীর-ই মলবদ্ধ থাকে, এজন্য প্রতি বোতলে ৫ ঔন্স সল্ট পূর্ব্ববৎ নিয়মে যোগ করিয়া জ্বর ও বিজ্বর কালেও ঔষধ সেবন ব্যবস্থা হইবে এবং ইহা দ্বারা মল পরিষ্কার পূর্ব্বক জ্বরত্যাগ ও প্লীহা যকৃতের বিশেষ সঙ্কোচ হয়। ইহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই, অতএব আমাদের উচিত এইরূপে প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করা।

---:o:---
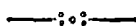
৫। কলিকাতা বাঁদাবটতলার পুরাণ জ্বর প্লীহা ও ম্যালেরিয়া নাশক পাঁচন সদৃশ গুণকর, কিম্বা পাতিলপাড়ার কবিরাজ গণের আবিষ্কৃত পুরাতন জ্বর প্লীহানাশক পাঁচন সদৃশ গুণকর মহৌষধ।

চিরেতা	২০ তোলা।
মঞ্জিষ্ঠা	২০ তোলা।
রক্তচন্দন চূর্ণ	২০ তোলা।
অতইচ	১০ তোলা।

প্রস্তুত প্রণালী।—ইহার মধ্যে চিরেতা ও মঞ্জিষ্ঠাকে দাত্র দ্বারা টুকুরা টুকুরা করিয়া ২০ তোলা পরিমাণে ওজন লইয়া বৃহৎ হাঁড়ির মধ্যে স্থাপন, তৎপরে ভাল রক্তচন্দন কাষ্ঠকে দাত্র দ্বারা চাঁচিয়া চাঁচিয়া না হয়তো অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া ছেদন পূর্ব্বক রৌদ্রে উত্তমরূপে শুষ্ক করার পর হামামদিস্তেয় ফেলিয়া মুষল দ্বারা কুটা ও চূর্ণিত হইলে ঐ পরিমিত ২০ তোলা লইয়া হাঁড়ির মধ্যে প্রদান করিবে। তদন্তে অতইচ * ১০ তোলাকে সামান্য আঘাতে কিঞ্চিৎ কুটা করিয়া ঐ হাঁড়ির মধ্যে নিক্ষেপ পূর্ব্বক ১৬ সের জলে ভিজাইয়া ৬। ৭ ঘন্টা রাখার পর চুল্লীর উপরি হাঁড়ি বসাইয়া পাক আরম্ভ করিবে, এইরূপে পাক হইতে হইতে যখন ৯ সের আন্দাজ জল থাকিবে; সেই সময়ে হাঁড়ি নামাইয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকা হইলে ১২ টী বোতলে পুরণ করিবে, তৎপরে ড্রাং নাইট্রিকয়্যাসিড ৩০ বিন্দু আর ড্রাং মিউরেটিকয়্যাসিড

* ইহা হরিদ্রাবৎ মূল বিশেষ, চেষ্টা করিলে বণিকের নিকট প্রাপ্তব্য, দুষ্প্রাপ্য নয়, কিন্তু কিঞ্চিৎ বিষাক্ত, আর অধিক দিনের পুরাণ হইলে পোকা ধরে, ফলে পোকাধরা অতইচ না হয়, এইরূপ উত্তম অতইচ লইবে।

৩০ বিন্দু এই ৬০ বিন্দু য়্যাসিড্ দ্বারা ৪০ গ্রেণ সলফেট অফ্ কুইনাইনকে দ্রবীভূত করিয়া উহার মধ্যে এক বোতলে ঢালিয়া দিবে। এইরূপ নিয়মে প্রতি বোতলে ষ্ট্রং নাইট্রিক ও মিউরেটিক্ য়্যাসিড্ এবং সলফেট অফ কুইনাইন যোগ করিলে পূর্ব্ববৎ নিয়মে কক্ ও গালামোহর করিলেই কলিকাতা চিৎপুররোড বটতলায় যে, পুরাতন জ্বর প্লীহার ও যকৃৎ আদি জঠর রোগ নাশক পাঁচন বিক্রয় হয়, সেই পাঁচন সদৃশ এই ঔষধ প্রস্তুত করা হইল। ইহা সেবনের ফল পশ্চাৎ বর্ণিত হইতেছে।

পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিগণের পক্ষে এক ছটাক পরিমাণে দিবসে দুইবার; ৭ হইতে ১৪ বর্ষ বয়স্কগণের পক্ষে অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে দিবসে দুই বার; ৩ হইতে ৬ বর্ষ বয়স্কগণের পক্ষে দেড় কাঁচ্চা পরিমাণে দিবসে দুই বার; এতদ্ভিন্ন অল্প বয়স্কগণের পক্ষে অর্দ্ধ কাঁচ্চা পরিমাণে দিবসে দুই বার; সকলকেই জ্বরবিরাম কালে ঔষধ সেবন করিতে হইবে। এই ঔষধ দ্বারা জ্বরাদি নিবৃত্তি হইলেও কিছুদিন এই ঔষধ অর্দ্ধ মাত্রায় সেবন করান বিধেয়; ইহা সেবনকালে বোতল নাড়িয়া কাঁচের বা প্রস্তরের, কিম্বা মৃণ্ময় পাত্রে ঢালিয়া সেব্য।

স্নান ও পথ্যের নিয়ম পূর্ব্ববৎ অর্থাৎ পূর্ব্ব লিখিত প্লীহাজ্বর-চিকিৎসার ঔষধে যেরূপ পূর্ব্বে পথ্য ও স্নানের বিষয় রহিয়াছে; তাহাই এই স্থলে প্রচলিত হইবে; অতএব ১০৬ পৃষ্ঠার ২১ লাইন হইতে দেখ।

ইহার আরোগ্য ফল পূর্ব্ব লিখিত ম্যালেরিয়া নাশক ঔষধ কয়েকটি অপেক্ষা অনেক অধিক; যথা—এই অব্যর্থ মহৌষধ দ্বারা দুর্জ্জয় প্লীহা, যকৃৎ, অগ্রমাংস, শোথ, পাণ্ডু, কামল, হলীমক, গুল্ম ইত্যাদি রোগ সহকারে জ্বর, কুইনাইনের পুনর্জ্জ্বর, একদিন বা দুই দিন অন্তর জ্বর, দ্বিকালীন বিষম জ্বর এবং প্রমেহ সম্বলিত জ্বরাদি পর্য্যন্ত ইহা দ্বারা অতি সত্বর (এমন কি তিন চারি দিবস মধ্যেই) নিবৃত্তি হইতে হইবেক। পরে দিন দিন যত সেবন করা হইবে, ততই পূর্ব্বোক্ত দুর্জ্জয় প্লীহাদি জঠর রোগের বিশেষরূপে সঙ্কোচ পূর্ব্বক অগ্নি এবং বল বীর্য্যাদির বৃদ্ধি ও

দেহের পুষ্টি সাধন করিবে। কিন্তু রোগীর মল অপরিষ্কার থাকিলে প্রতি বোতলের ঔষধে ৫ নং ঔষধ সলফেট অফ ম্যাগ্নিসিয়া ৫ ঔন্স পরিমাণে যোগ করিয়া বস্ত্রে ছাঁকা হইলে পুনর্ব্বার বোতল মধ্যে ঔষধ সংস্থাপন, কক্ আঁটা ও গালা মোহর হইবে। ইহা দ্বারা পিত্তনাশ, পিত্ত সম্বন্ধীয় চিহ্ন ও জ্বরাদি অতি উত্তমরূপে নিবৃত্তি হইয়া থাকে। জেলা বর্দ্ধমান চৌকী অম্বিকা কাল্না নগরের অনতিদূরে পাতিলপাড়া ইত্যাদি গ্রাম নিবাসী কোন কবিরাজ মহাশয় এই ঔষধ আবিষ্কার ও প্রকাশ করিয়া সন ১২৮২ সাল হইতে বিক্রয় পূর্ব্বক অসীম ধন সঞ্চয় করিয়া ধনাঢ্য হইয়াছেন। জেলা বাকুড়া চৌকী কোতলপুর গেলে ইত্যাদি গ্রামের কোন কোন নেটিভ ডাক্তার এই ঔষধ পরম্পরা জ্ঞাত হইয়া প্রস্তুত করিয়া জেলায় জেলায় প্রেরণ ও বিক্রয় করিয়া ধনবান হইয়াছেন।

৬। কুইনাইন ও আর্সেনিক ব্যতীত পুরাতন জ্বর হইতে মুক্তি লাভের সদুপায়।

অনন্তমূল	...	...	...	২ তোলা।
চিরেতা	...	...	...	২ তোলা।
গাঁট বাদ গুলঞ্চ	...	...	...	২ তোলা।
ক্ষেত্র পাপড়া	...	...	...	২ তোলা।
ধনে	...	...	...	১ তোলা।
রক্তচন্দন চূর্ণ	...	...	...	১ তোলা।
সিনকোনাবার্ক	...	...	...	১ তোলা।

এই সমস্ত দ্রব্য উদূখলে (হামাম দিস্তায়) কুটা করিয়া মৃন্ময়পাত্রে পাকি ৩ সের জলে ভিজনা হইবে, ৪। ৫ ঘণ্টা ভিজনার পর কাষ্ঠাগ্নি দ্বারা পাক করিতে হইবে। দেড় পুয়া (৩০ তোলা) আন্দাজ জলসত্ত্বে চুল্লী হইতে হাঁড়ি অবতরণ করিয়া ছাঁকা হইলে এক ছটাক পরিমাণে

দুই ঘণ্টা অন্তর জ্বরাক্রান্ত রোগীকে পান করাইবে। এইরূপে নিত্য প্রস্তুত করিয়া সেবন করান হইলে, ইহা দ্বারা ক্রমে ক্রমে সম্যক্ জ্বরের শান্তি এবং রক্ত পরিষ্কার হইয়া অতি উত্তমরূপে আরোগ্য হইয়া থাকে। জ্বর আরোগ্য সম্বন্ধে এরূপ পদার্থ আর জগতে নাই। প্লীহা যকৃৎ ইত্যাদি জঠর রোগের সঙ্কোচ জন্য ৪৩ নং ঔষধ ডাইলিউটেড নাইট্রোমিউরেটিক য়্যাসিড ৫ বিন্দু পরিমাণে দিবসে ২ বার ঐ পাঁচনের সহিত সেবন করাইলে দুঃসাধ্য প্লীহা ও যকৃৎ আরোগ্য হইয়া থাকে।

প্লীহা যকৃৎ অগ্রমাংস (পাং) অগ্রকড়া ইত্যাদি সহিত জ্বর নিবৃত্তির কারণ ৫। ৬ প্রকার পেটেণ্ট করিবার যোগ্য ঔষধ বিষয় যাহা পূর্ব্বে নির্ম্মল চিত্তে সাধারণের উপকারার্থে প্রকাশ পূর্ব্বক লেখা হইল, উহাদেব-ই নাম "সুধাসাগর, সুধা ইন্দু, ব্রহ্মচারী প্রদত্ত জ্বর প্লীহা রোগের অব্যর্থ মহৌষধ, জ্বরকেশরী, জ্বরাঙ্কুশ, ম্যালেরিয়া মিক্‌শ্চার, স্পীলিং মিকশ্চাব, জ্বরারিষ্ট পাঁচন, পাঁচন, শান্তিপুরের পাঁচন, গেলের পাঁচন, বটতলার পাঁচন, নবজ্বরাঙ্কুশ, চন্দ্রামৃত রস, অমৃতরস, আরোগ্য সুধা, দৈব প্রাপ্ত সুধা, স্বর্গসুধা," ইত্যাদি ঔষধ সদৃশ গুণকর বা অন্যতম জানিবেন; অধুনা ফাষ্ট গ্রেডে এণ্ট্র্যান্স ফেল, কেহ বা ফোর্থগ্রেডে এণ্ট্র্যান্স পাশ করা বাবুগণ কর্ম্ম এবং আহার অভাবে ঐ সকল ঔষধের ঐ সকল বা অন্যান্য নাম প্রচার পূর্ব্বক রাস্তার ধারে ধারে এক এক স্থানে এক একটি ঘর লইয়া প্যাণ্টুলুন চাপকান ইত্যাদি পোষাকে বিভূষিত এবং চেয়ারে বসিয়া অনেকে ঐরূপ ঔষধ অনেক বিক্রয় করিতেছেন; নানা আড়ম্বর বিশিষ্ট বিজ্ঞাপন অনবরত বিতরণ করিতেছেন, কেহ কেহ ঐ বিজ্ঞাপন দ্বারা পরিচয় দিয়াছেন যে, আমি পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভ্রমণ করিতে করিতে এক সন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে এই ঔষধ প্রদান করিয়াছেন; অতএব ইহা সেবনে এই অসাধ্য দুর্জ্জয় ব্যাধি হইতে অবশ্য আরোগ্যরূপ মুক্তিলাভ করিবে। আর ঐ বিজ্ঞাপনের মস্তকোপরি কেহবা "সেবন মাত্রেণ ফলং লভ্যতে" কেহবা "ব্যবহারেণ জ্ঞাতব্যং ফলং" কেহবা "ব্যবহারেণ জ্ঞায়তে গুণঃ"

কেহবা "মমৌষধং ফলেন পরীচিয়তে" ইত্যাদি কোমল সংস্কৃত ভাষার বিন্দু মাত্র দ্বারা সাধারণের মনোহরণ পূর্ব্বক বিক্রয় ও অর্থোপার্জ্জন পুরঃসরে সকলের আশু উপকার করিতেছেন। এইরূপ করিতে যাঁহাদের ইচ্ছা হইবে, তাঁহারা এই পুস্তকে দৃষ্টি করিলেই ঔষধ প্রস্তুত, সেবন বিধি, পথ্যাপথ্য ও স্নান ব্যবস্থা স্থির করিতে পারিবেন। বিজ্ঞাপনের শিরোভাগে প্রদানের কারণ কয়েক প্রকার কোমল সংস্কৃত ভাষার বাক্য (বাঁদীগৎ) লিখিয়া দিলাম। ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে পারেন।

ইতি জ্বর প্লীহা ও যকৃৎ রোগের চিকিৎসা পরিসমাপ্তি।

বিসূচিকা অর্থাৎ ওলাউঠারোগের লক্ষণ।

অজীর্ণরোগীর উদরাদির সূচীবিদ্ধবৎ পীড়া নিবৃত্তি হইয়া ক্রমে ক্রমে মূর্চ্ছা, অতিসার অর্থাৎ বারম্বার ভেদ, বমন, পিপাসা, উদরে বেদনা, ভ্রম, মুহুর্মুহুঃ পার্শ্বপরিবর্ত্তন, হাই ওঠা, দাহ, বিবর্ণ, কম্পন, বক্ষঃস্থলে বেদনা, নাড়ীর অবস্থা অতি মন্দ, মাথা লোট্‌কেপড়া অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির ন্যায় হওয়া; এই সকল চিহ্ন যে রোগে প্রকাশ হয়; মহর্ষি-গণ তাহাকেই বিসূচিকা অর্থাৎ ওলাউঠারোগ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন।

স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে বিচক্ষণ ও পরিমিত আহারী ব্যক্তির কখন বিসূচিকা রোগ হয় না; তবে ওলাউঠা সংক্রামক রোগ বলিয়া তাঁহাদের হওয়া সম্ভব। লোভী স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে অনভিজ্ঞ মূর্খেরাই বিসূচিকারোগ-গ্রস্ত হইয়া থাকে। *

* আধুনিক কোন কোন ব্যক্তি বলিয়া থাকেন যে, আয়ুর্ব্বেদে ওলাউঠারোগের লক্ষণাদি কিছুই নাই। তাঁহাদের সেইটি অনভিজ্ঞতার পরিচয় মাত্র; এক্ষণে নিদানাদি গ্রন্থ হইতে সংক্ষেপে ওলাউঠারোগ ব্যাখ্যা হইল, ধীমান পাঠকগণ দৃষ্টি করিবেন।

ওলাউঠার প্রথমাবস্থা অর্থাৎ চেলুনি-জলবৎ ভেদ, বমন, পিপাসা, চক্ষুঃ কোটরস্থ হওয়া, কাহার বা হস্ত পদাদিতে আক্ষেপ (খাইলধরা) ইত্যাদি লক্ষণাক্রান্ত হওয়ার নাম প্রথমাবস্থা।—এই অবস্থার উপায় ক্রমে বর্ণিত হইতেছে।

এই ওলাউঠা রোগে সত্বর বমন নিবারণ করাই প্রধান চিকিৎসা, যেহেতু বমন নিবৃত্তি না হইলে কোন ঔষধ উদরস্থ হইয়া থাকিবে না; বল পূর্ব্বক ঔষধ উদরস্থ করাইলেও তৎক্ষণাৎ উদ্গীরণ হয়; যেহেতু পাকস্থলী গরম হইয়া ধারণাশক্তি বিহীনা হইয়াছে বলিয়া কোন বস্তু ধারণা করিতে সমর্থা নহে; সেই জন্য মুহুর্মুহু বমন হইতে থাকে; কাহার বা শোণিত গরম হইয়া মস্তকে উঠিলে, কাহাব বা অজীর্ণ দোষ থাকিলে, কাহার বা ক্রিমিদোষ থাকিলে পীড়াকালে প্রায় বমন উপদ্রব উপস্থিত হয়; অতএব বমন নিবাবণের উপায় বর্ণিত হইতেছে।

ষ্টম্যাকের উপরি অর্থাৎ অগ্র কড়ার নিম্নভাগে ৩৯ নং ঔষধ লাইকার লিটিদ্বারা মুদ্রাপরিমিত ফোস্কা করিবে; তৎপরে সেই ফোস্কাব পাৎলা ত্বক্ উঠাইয়া যে আরক্তিম ক্ষত লক্ষ্য হইবে, তাহার উপরি ¼ সিকি গ্রেণ মর্ফিয়া ছড়াইয়া দিলে শীঘ্র বমন নিবারণ হয়।

শোণিত গরম হইয়া মস্তকে উঠিলে যে, বমন হয়, তাহাতে চক্ষুঃ জবা পুষ্পের ন্যায় লাল; প্রলাপ, মূর্চ্ছা, ভ্রম ইত্যাদি চিহ্ন প্রকাশ পাইতে পারে; এস্থলে মস্তকে রক্ত উঠা নিবারণ জন্য ১২ নং ঔষধ মষ্টার্ড জলে মাখিয়া কাগজ বা বস্ত্র খণ্ড দ্বারা পটি প্রস্তুত করিয়া ঘাড়ে প্রদান করিয়া মস্তক মুণ্ডন পূর্ব্বক ৭০ পৃষ্ঠার লিখিত নিয়মানুসারে জলপটি প্রয়োগে বিশেষ উপকৃত হইবার সম্ভব। ক্রিমি জন্য বমন হইলে ক্রিমিঘ্ন বিধান করাই যুক্তিযুক্ত।

*পাকস্থলী গরম হইয়া বমনারম্ভ হইলে পাকস্থলীর অর্থাৎ ষ্টম্যাকের উপরি ৩৯ নং ঔষধ লাইকার লিটি মালিস অর্থাৎ একবার এই ঔষধ তুলি দ্বারা মালিস ও শুষ্ক হইলে পুনর্ব্বার মালিস করিবে, এইরূপে ৫। ৬ বার মালিস করিলে অথবা ১২ নং ঔষধ মাষ্টার্ড জলে কর্দ্দমবৎ মাখা হইলে

বস্ত্র বা কাগজ খণ্ডে মাখাইয়া সেই পটি পাকস্থলীর উপরি অর্থাৎ অগ্র কড়ার নিম্নে বসাইলে কিঞ্চিৎ জ্বালা যন্ত্রণাদি উপস্থিত হইয়া বমন নিবারণ হয়, এবং যে দূষিত রস ও শোণিতে পাকস্থলী নিক্রিয়া ও ধারণাশক্তি বিহীনা হইয়াছিল; সেই দূষিত রস ও শোণিতকে ইহার ক্রিয়া দ্বারা জলবৎ করিয়া ফোস্কা মধ্যে আনীত হইলেই সুতরাং পাক স্থলী ধারণাশক্তিশালিনী হইবে। এই জন্য পাকস্থলীর উপরি মাষ্টার্ড পটি বা লাইকারলিটি মালিস বিধান হইল। ক্রমে বমন করিতে করিতে বমন বেগে দেহস্থ শোণিত উর্দ্ধগামি হইতে থাকে অর্থাৎ মস্তকে উঠিতে থাকে, সেই শোণিতকে নিক্রিয় ও জলবৎ করিয়া ফোস্কামধ্যে আনয়ন জন্য ঘাড়ে মাষ্টার্ড মলম বা লাইকারলিটি মালিস বিধান হইল।

বমন নিবারণ জন্য কতিপয় মুষ্টিযোগ।

৫ পাঁচ বা ৬ ছয় কড়া ঘেঁচি কড়ি অগ্নিকুণ্ডে ভস্মবৎ দগ্ধ করিয়া ঈষদুষ্ণ কিঞ্চিৎ দুগ্ধে নিক্ষেপ করিবে, তৎপরে সেই দুগ্ধ মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পান; কচি তালশস্যের জল পান; বরফ সেবন; বরফ মিশ্রিত জল পান, সুপক্ক সুস্বাদু কমলা-লেবুর রস পান; মুড়ি ভিজনার জল পান; অশ্বত্থবৃক্ষের চটা অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া সেই অগ্নিময় চটা প্রস্তর-আধার-স্থিত পরিষ্কার জলে নিক্ষেপ করিবে, তৎপরে সেই জল মুহুর্মুহুঃ পান; চূণের জল পান; লবণ সহ পাতিলেবু চূষণ; এই সকল উপায় দ্বারা ক্রমে ক্রমে নিশ্চয় বমন নিবারণ হয়। বমন নিবারণের এই সকল উত্তম অথচ মৃদু উপায়।

কিঞ্চিৎ চিনি সহ ১০ নং ঔষধ স্পিরিট্ ক্যাম্ফার ৫ বিন্দু পরিমাণে যোগ করিয়া সেবন করাইবে, এইরূপে বারম্বার প্রদানে প্রথমাবস্থার বমন নিবারণ হয়।

দুই দণ্ড অন্তর রসসিন্দূর ১ রতি পরিমাণে মিছিরির জলে মর্দ্দন করিয়া সেবন করাইলে বমনাদি বহুবিধ রোগ নিবারণ হয়।

—:০:—

কর্পূরাসব।

পরিষ্কৃত সুরা ৮০০ তোলা, কর্পূর ৬৪ তোলা, ছোট এলাইচ, মুতা, শুঁঠ, যমানী ও মরিচ প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা, আফিং ১ তোলা; এই সমুদায় রুদ্ধ কাচ ভাণ্ডে এক মাস রাখিয়া ছাঁকিয়া লইবে। ইহা বিসূচিকা রোগের মহৌষধ; ইহার দ্বারা অন্যান্য কোষ্ঠজ পীড়ারও শান্তি হয়, প্রত্যেক বারের মাত্রা ১০ বিন্দু হইতে ৩০ বিন্দু পর্য্যন্ত কিঞ্চিৎ জল সংযোগে বারংবার সেব্য। এতদ্দ্বারা ওলাউঠা, গ্রহণী, আমাশয় ও বমনাদি শীঘ্র আরোগ্য হয়।

. কিঞ্চিৎ শীতল জলের সহিত ৫৯ নং ঔষধ ক্লোরডাইন প্রতি মাত্রায় ১০ হইতে ৩০ বিন্দু পর্য্যন্ত বারম্বার প্রয়োগ করিলে ভেদ, বমন, হিক্কা, হস্ত-পদাদির খাইলধরা ইত্যাদি আশু নিবারণ হয়।

ওলাউঠা রোগের প্রথমাবস্থায় এই সকল উপায় ভিন্ন অপর সদুপায় এপর্য্যন্ত আবিষ্কার হয় নাই, একথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ওলাউঠার দ্বিতীয়াবস্থা—অর্থাৎ ভেদ ও বমন নিবৃত্ত হইয়া রোগীর বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম, শীতলাঙ্গ, ধমনীর ক্ষুব্বস্থা, হস্ত পদাদির অঙ্গুলি চুপ্সে যাওয়া ইত্যাদি লক্ষণাক্রান্ত হওয়ার নাম দ্বিতীয়াবস্থা। এই অবস্থার ঔষধাদি ক্রমে বর্ণিত হইতেছে।

ওলাউঠার দ্বিতীয়াবস্থার ঔষধ।

১২। ক্যালামেল ... ... ২ গ্রেণ।
১৩। সোডা ... ... ২ গ্রেণ।

ইহা মিশ্রিত করিয়া একবারের জন্য একটি পুরিয়া প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইবে। এইরূপে ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইতে করাইতে হরিদ্রাবর্ণ মল নির্গত হইতে আরম্ভ হইলে এই ঔষধ সেবন বন্ধ হইবে। আর প্রথম অবস্থাতেও ইহা ব্যবহার্য্য। নাড়ীর অবস্থা মন্দ হইলে নিম্ন লিখিত ঔষধ ব্যবস্থেয়।

ওলাউঠার দ্বিতীয়াবস্থায় নাড়ীর অবস্থা মন্দ হইলে —

২৬। স্পিরিট্ ক্লোর ফরম	...	...	২০	বিন্দু।
৬১। লাইকার আর্সেনিক	...	...	১	বিন্দু।
জল ...	...	...	৪	ড্রাম।

এই সকল মিশ্রিত করিলে এক মাত্রার ঔষধ হইবে। নাড়ীর অবস্থানুসারে অর্দ্ধ, এক কিম্বা দুই ঘণ্টা অন্তর সেবন বিধি; অথবা—

ওলাউঠা রোগে নাড়ী খারাব হইলে—

৩৪। সলফিউরিক ইথার	...	...	২০	বিন্দু।
৩৫। ভাইনম গ্যালেসাই	...	...	১	ড্রাম।
৩৩। স্পিরিট য়্যারামেটিক য়্যামোনিয়া	...		২০	বিন্দু।
জল ...	...	...	৪	ড্রাম।

এই সমস্ত একত্র হইলে এক মাত্রার ঔষধ হইবে। অর্দ্ধ, এক বা ২ ঘণ্টা অন্তর নাড়ীর অবস্থানুসারে ইহা ব্যবহার করাইবে। এই সকল ঔষধের উগ্র ঘ্রাণে যদ্যপি বমন উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ইহার পরিবর্ত্তে ঐ পূর্ব্ব কথিত ঔষধ প্রয়োগ করিবেন।

ওলাউঠার তৃতীয়াবস্থা।—অর্থাৎ যখনরোগীর দেহে উত্তাপ ও ধমনীতে জ্বরবেগ অনুমান হয়, সেই সময়ের নাম তৃতীয়াবস্থা, এস্থলে নিম্নলিখিত প্রস্রাবকারক ঔষধ প্রয়োগ কর্ত্তব্য।

ওলাউঠা রোগের তৃতীয়াবস্থার চিকিৎসা।

* য়্যাসিটেট অফ্ পটাস	...	...	৮	গ্রেণ।
২৫। ক্লোরেট অফ্ পটাস	...	...	৫	গ্রেণ।

* য়্যাসিটেট অফ পটাস; ইহা মূত্রকারক, অধিক মাত্রায় মৃদুবিরেচক। মাত্রা ১০ হইতে ৬০ গ্রেণ পর্য্যন্ত।

২৩। নাইট্রিক ইথার।	...	...	৩০ বিন্দু।
* টিঞ্চার ডিজিটেলিস	...	...	৫ বিন্দু।
২৬। ক্লোরিক ইথার	...	...	৩০ বিন্দু।
জল ...	...	...	৪ ড্র্যাম।

এই সমস্ত একত্র করিলে এক মাত্রার ঔষধ হইবে। ২ কি ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। ইহা সেবনে বা স্বভাবতঃ (আপনা আপনি) ২ কি ৩ বার সবল প্রস্রাব হইলে এই ঔষধ প্রয়োগ নিষেধ।

ইহা দ্বারা প্রস্রাব না হইলে, ইহা সেবন সহ প্রস্রাব যন্ত্র দ্বয়ের উপরি অর্থাৎ কটিদেশের পশ্চাৎ ভাগে মেরুদণ্ডের দুই পার্শ্বে ফোমেণ্টেসন (৭১ পৃষ্ঠার নোট দেখ) বা মাষ্টার্ড পুল্‌টিস প্রদান করিলে অতি সত্বর প্রস্রাব হইবার সম্ভব। এই তৃতীয়াবস্থায় ষ্টীমিউলেণ্ট ঔষধ অতি সাবধানে প্রয়োগ করা উচিত। কারণ এই সময়ে স্বভাবতঃই রোগীর নাড়ীর অবস্থা কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হইতে থাকে; অতএব যদি ইহার উপরি উত্তেজক ঔষধ অতিরিক্ত প্রয়োগ করা হয়, তাহা হইলে শোণিত গরম ও মস্তিষ্কে-সঞ্চালিত হইয়া শীঘ্র নানাবিধ বিকার আনয়ন করে।

ভেদ ও বমনাদি নিবৃত্তির পর রোগী দুর্ব্বল থাকিলে বক্নাদুগ্ধ বা ৭৬ পৃষ্ঠার নোটে লিখিত মাংসের যূষ সহ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ৩৬ নম্বর ঔষধ পোর্ট ওয়াইন যোগ করিয়া মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প পান করাইলে নাড়ীর অবস্থা অতি উত্তম হইয়া ক্রমে রোগীর বল সঞ্চয় হইয়া থাকে। রোগী সবল থাকিলে বার্লি বা বস্ত্রে ছাকা জলসাগু ২। ৪ বিন্দু পাতি বা কাগজীলেবুর রস সংযোগে পথ্য হইতে পারে।

বিকারাদি ওলাউঠা রোগে উৎকট পিপাসা উপস্থিত হইলে, জলে ডুবান মৌরির পুটুলী চূষণ করাইলে, বরফ পান করাইলে, তালশাঁসের জল পান করাইলে, চূণের জল পান করাইলে, ১৫। ১৬ নং ঔষধ সোডাওয়াটার পান

---

* টিঞ্চার ডিজিটেলিস, ইহা মূত্রকারক, শরীরের উত্তাপনাশক, হৃৎপিণ্ডের উত্তেজক মাত্রা ৫ হইতে ১৫ বিন্দু পর্য্যন্ত।

করাইলে এবং বিকারাদি রোগের যথাবিহিত (৯০ পৃষ্ঠা হইতে বিহিত) ঔষধ প্রয়োগ করিলে মহতী পিপাসা সহ বিকারাদির শান্তি হইয়া থাকে।

গুরুতর তৃষ্ণায় মূর্চ্ছা উপস্থিত করে, মূর্চ্ছা উপস্থিত হইলে মৃত্যু পর্য্যন্ত সম্ভব; অতএব বলবতী তৃষ্ণা হইলে সকল অবস্থাতেই পানার্থে জল প্রদেয়। অন্নাভাবে বরং বহুকাল জীবন থাকে, জলাভাবে তৎক্ষণাৎ জীবন পরিত্যাগ হয়।

শ্রম ও শৃঙ্গারাদি জন্য পিপাসা উপস্থিত হইলে সুবাসিত স্নিগ্ধ বারি পান, সোডা ওয়াটার, বরফ ইত্যাদি ব্যবহারে পিপাসার শান্তি ও শরীর সুস্থ হইয়া থাকে।

প্রমেহ বা মেহরোগের চিকিৎসা।

প্রমেহ রোগের কারণ। যথা—নববারি নবান্ন অধিক মিষ্টান্ন ইত্যাদি দ্রব্যের অপরিমিত পান ও ভোজন জন্য দূষিত দেহস্থ বায়ু পিত্ত কফাদির ন্যূনাতিরেক, অতি কোমল বা দুগ্ধ-ফেণনিভ শয্যায় সর্ব্বদা উপবেশন ও শয়ন পূর্ব্বক কর্ম্মে বিরত হওয়া, অপরিমিত দধি সেবন, গ্রাম্য ছাগ মেষ প্রভৃতির এবং সজল-ভূমিজাত বরাহ কচ্ছপাদির অধিক মাংস ভক্ষণ নবান্ন, গুড়বিকৃতি (সন্দেশ ইত্যাদি) ও কফজনকদ্রব্য ইত্যাদি প্রমেহ রোগের হেতু।

প্রমেহ রোগের উৎপত্তি।—পূর্ব্বোক্ত কারণে শ্লেষ্মা দূষিত হইয়া মূত্রাশয় স্থিত মেদঃ মাংস এবং শরীর স্থিত ক্লেদকে দূষিত করিলে প্রমেহ (মেহ) রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে; এইরূপ উগ্রবীর্য্য দ্রব্য ভোজনে, অগ্নি সন্তাপাদি গ্রহণে পিত্তধাতু স্বয়ং দূষিত হইয়া দেহস্থ মেদঃ মাংস প্রভৃতিকে দূষিত করিলে প্রমেহ রোগের উদ্ভব হয়। এই রূপ পরিবর্দ্ধিত পিত্ত ও শ্লেষ্মার বলক্ষয় হইলে বায়ু পূর্ব্বোক্ত কারণাদি জন্য দূষিত হইয়া শরীরস্থ মেদ মাংস প্রভৃতিকে শোষণ এবং দূষিত করিলে প্রমেহ রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

প্রমেহ বিংশতি প্রকার। যথা,—কফজনিত দশ প্রকার, পিত্ত জনিত ছয় প্রকার, বায়ুজনিত চারি প্রকার।

দোষ ভেদে সাধ্য অসাধ্য ও যাপ্য নিরূপণ।—যে সকল চিকিৎসা কৌশলে কফের শান্তি হইতে পারে, সেই সকল চিকিৎসা কৌশলে-ই মেদো মাংস প্রভৃতির শান্তি হয় বলিয়া কফজনিত দশবিধ মেহ সাধ্য অর্থাৎ চিকিৎসা করিলে আরোগ্য হইয়া থাকে।—যে সকল ঔষধে ও চিকিৎসা কৌশলে পিত্ত ধাতু প্রশমিত হয়, সেই সকল ঔষধ ও চিকিৎসা কৌশলে মেদো বৃদ্ধি হয়, এজন্য পিত্ত জনিত ষড়বিধ মেহ যাপ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা ঋষির মর্ম্মার্থ প্রকাশ হইল যে, দেহে মেদো ধাতু পরিবর্দ্ধিত হইলে মেহ আরোগ্য না হইয়া, যাপ্য হইয়া অবস্থিতি করে, অর্থাৎ চিকিৎসাদিতে সাম্য থাকে।—বায়ু, মেহরোগ উৎপন্ন করিয়াই অতি সত্বর অন্যান্য ধাতুকে আশ্রয় করিয়া শরীরস্থ সম্যক ধাতুকে শীঘ্র দূষিত করে, এইজন্য বায়ু জনিত চতুর্ব্বিধ প্রমেহ অসাধ্য অর্থাৎ কোন চিকিৎসাতেই আরোগ্য হয় না।

দোষ ও দূষ্য নিরূপণ। শরীরস্থ বায়ু পিত্ত ও কফ; এই তিনটির নাম দোষ। মেদঃ, শোণিত, শুক্র, জলীয়াংশ, বসা, লসীকা (ত্বক ও মাংসের মধ্যগত রস), মজ্জা, রস, ওজঃ, মাংস এই দশবিধ পদার্থের নাম দূষ্য।

মেহরোগের পূর্ব্বচিহ্ন। প্রমেহ রোগ প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে দন্তমূলে এবং চক্ষুর্দ্বয়ে ক্লেদ হস্ত পদাদিতে জ্বালা, শরীর চিক্কণ ও মুখে মধুরতা ইত্যাদি চিহ্ন জন্মাইয়া থাকে।

প্রমেহের সামান্য লক্ষণ। সকল প্রমেহ রোগে কর্দ্দম মিশ্রিতবৎ (ঘোলা ঘোলা) প্রস্রাব অধিক পরিমাণে বারম্বার হইয়া থাকে; ইহা সাধারণ মেহের চিহ্ন।

একদোষ জনিত প্রমেহ নানাবিধ হইবার প্রতি কারণ।

যেমন শ্বেত, পীত, কৃষ্ণ ও লোহিত প্রভৃতি বর্ণের পরস্পর সংযোগে পিঙ্গল ও পাটলাদি বিবিধ প্রকার বর্ণ কল্পিত হইতে পারে, সেইরূপ

বায়ু পিত্ত ও কফ; ইহাদের অন্যতম দূষিত হইয়া মেদঃ, মাংস, শোণিত, শুক্র, জলীয়াংশ; বসা প্রভৃতির সংযোগে মূত্র-বর্ণাদির ভেদ এবং একদোষ জনিত প্রমেহকে নানাবিধ রূপে কল্পিত করিতে পারে।

কফজনিত দশবিধ প্রমেহ ক্রমে বর্ণিত হইতেছে।—

১। উদকমেহ। এই উদকমেহে নির্ম্মল, শ্বেতবর্ণ, স্নিগ্ধ, গন্ধহীন, আবিল (ঘোলা), পিচ্ছিল ও জলের ন্যায় প্রস্রাব হইয়া থাকে।

২। ইক্ষুমেহ। এই ইক্ষুমেহে ইক্ষু-রসের ন্যায় অত্যন্ত মধুর (মিষ্ট) প্রস্রাব হইয়া থাকে।

৩। সান্দ্রমেহ। এই সান্দ্রমেহে পর্য্যুষিত (বাসী) ভাতের মাড়ের ন্যায় প্রস্রাব হইয়া থাকে।

৪। সুরামেহ। এই সুরা প্রমেহে সুরার ন্যায় প্রস্রাব হয়, এবং ঐ প্রস্রাব কোন পাত্রে রাখিলে উপরি অংশ স্বচ্ছ (পাৎলা) নিম্নের অংশ গাঢ় লক্ষিত হয়।

৫। পিষ্টমেহ। এই পিষ্টমেহে তণ্ডুলচূর্ণ (পিটুলি) অতি অল্পজলে মিশ্রিত করিয়া লেপন করিলে যেমন শুভ্র ও গাঢ় বোধ হয়, সেইমত গাঢ় ও শ্বেতবর্ণ প্রস্রাব এবং শুক্র নির্গত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন রোগীর শরীর লোমাঞ্চিত হয়।

৬। শুক্রমেহ। এই শুক্রমেহে শুক্রবর্ণবৎ বর্ণ বিশিষ্ট অথবা শুক্র মিশ্রিত মূত্রত্যাগ করিতে থাকে।

৭। সিকতামেহ। এই সিকতামেহে বালি কণিকার ন্যায় কঠিন কণাযুক্ত ও অপরিষ্কার প্রস্রাব হইয়া থাকে।

৮। শীতমেহ। এই শীতমেহে মূত্র গুরু (ভারযুক্ত), মধুর ও অতিশয় শীতল হইয়া থাকে।

৯। শনৈর্মেহ। এই শনৈর্মেহে মেহগ্রস্ত ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প প্রস্রাব করিয়া থাকে।

১০। লালামেহ। এই লালামেহে মুখস্থ লালার ন্যায় তন্তুযুক্ত এবং পিচ্ছিল প্রস্রাব করিয়া থাকে।

পিত্তজনিত ষড়্‌বিধ মেহ ক্রমে বর্ণিত হইতেছে।—

১। ক্ষার মেহ। এই ক্ষার মেহ উপস্থিত হইলে মূত্র, ক্ষার-ধৌত জলের ন্যায় গন্ধ, বর্ণ ও রসযুক্ত হয় এবং ক্ষারের জলস্পর্শ করিলে যেরূপ পিচ্ছিল বোধ হয়, এই মূত্র তদ্রূপ পিচ্ছিল ইত্যাদি বোধ হইয়া থাকে।

২। নীল মেহ। এই নীল মেহ উপস্থিত হইলে রোগী নীলবর্ণ মূত্র ত্যাগ করে।

৩। কৃষ্ণ মেহ। এই মেহে রোগী কালীর ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ প্রস্রাব করিয়া থাকে।

৪। হারিদ্র মেহ। এই মেহপীড়া উপস্থিত হইলে রোগী হরিৎ বর্ণ ও কটু রসযুক্ত প্রস্রাব করে এবং প্রস্রাবকালে জ্বালা যন্ত্রণা প্রকাশিত হয়।

৫। মঞ্জিষ্ঠ মেহ। এই মেহে রোগী মঞ্জিষ্ঠা ভিজনা জলের ন্যায় লালবর্ণ প্রস্রাব করিয়া থাকে।

৬। রক্তমেহ। এই রক্তমেহরোগী দুর্গন্ধ বিশিষ্ট, লবণরসযুক্ত, উষ্ণ এবং রক্তবর্ণ প্রস্রাব করিয়া থাকে।

বায়ুজনিত চতুর্ব্বিধ মেহ ক্রমে বর্ণিত হইতেছে।—

১। বসা মেহ। বসামেহ উপস্থিত হইলে বসা-ধাতুমিশ্রিত, বসা ধাতুর বর্ণবিশিষ্ট পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব হইয়া থাকে।

২। মজ্জমেহ। মজ্জমেহরোগী মজ্জবর্ণ এবং মজ্জ মিশ্রিত প্রস্রাব ত্যাগ করিয়া থাকে।

৩। ক্ষৌদ্রমেহ। ক্ষৌদ্র মেহরোগে কষায়, মধুর রসযুক্ত এবং মেহ শূন্য প্রস্রাব হইয়া থাকে।

৪। হস্তিমেহ। হস্তিমেহরোগী মত্তহস্তীর ন্যায় সর্ব্বদা অধিক পরিমাণে লসীকা (ত্বক্ ও মাংসের মধ্যস্থরস) যুক্ত প্রস্রাব ত্যাগ করিয়া থাকে।

কফজনিত প্রমেহের উপদ্রব।

কফজনিত প্রমেহগুরুতর হইলে অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, বমি, অতিনিদ্রা, কাস; নাসাস্রাব, এই ষড় বিধ উপদ্রব উপস্থিত হইতে পারে।

পিত্তজনিত প্রমেহ রোগের উপদ্রব।

পিত্তজনিত প্রমেহ গুরুতর কঠিন হইলে লিঙ্গে ও মূত্রাশয়ে সূচীবেধনবৎ বেদনা, অণ্ডকোষের বিদীর্ণতা (অণ্ডকোষে ফাটা ফাটা চিহ্ন হওয়া), জ্বর, জ্বালা, পিপাসা, অম্লোদ্গার, সময়ে সময়ে মূৰ্চ্ছা, জলবৎ মলত্যাগ; এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হইয়া থাকে।

বায়ুজনিত প্রমেহের উপদ্রব।

বায়ু জনিত প্রমেহ উৎকট হইলে উদাবর্ত্ত রোগ (মলমূত্রের আবদ্ধতা) কম্প, হৃদয়ে বেদনা, কটু তিক্ত কষায় প্রভৃতি রসযুক্তদ্রব্য ভক্ষণে ইচ্ছা, অনিদ্রা, শোষ (ক্ষয়), কাস ও শ্বাস এই সকল উপদ্রব লক্ষিত হইয়া থাকে।

প্রমেহের অসাধ্য লক্ষণ।

প্রমেহ রোগী পূর্ব্ব কথিত উপদ্রব যুক্ত হইয়া অতিশয় ধাতুক্ষয়জনিত দুর্ব্বল ও পীড়াগ্রস্ত হইলে সত্বর মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

মতান্তরে মেহরোগের অসাধ্য লক্ষণ।

বীজ দোষ বশতঃ যে প্রমেহ রোগ উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ প্রমেহ রোগাক্রান্ত পিতা ও পিতামহ হইতে যে পুরুষের শরীরসৃষ্টি সহ প্রমেহ রোগ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই পুরুষের সেই মেহ অসাধ্য। অপরন্তু বংশ পরম্পরাগত যে কোন রোগ হয়, সমস্তই অসাধ্য।

মধুমেহের লক্ষণ ও উৎপত্তি।

ধাতুক্ষয়জনিত প্রকুপিতবায়ু মধুমেহ উৎপাদন করিয়া থাকে। আর কোন কোন ব্যক্তির দেহস্থ অপরিমিত পিত্ত ও শ্লেষ্মা এই উভয়ে বায়ুর গতি বিধানের পথ অবরোধ করিলে, সুতরাং বায়ু রুদ্ধগতি হইয়া মধুমেহ উৎপাদন করে। এই মেহে মধুর ন্যায় প্রস্রাব হয় বলিয়াই ইহার নাম মধুমেহ। এই দ্বিবিধ মধুমেহ মধ্যে পিত্ত ও শ্লেষ্মা দ্বারা বায়ুর গতিরোধ হইলে যে মধুমেহ উৎপন্ন হয়, সেই মধুমেহে বায়ুর লক্ষণ প্রকাশিত এবং বিনা কারণে বৃদ্ধি ও হ্রাস হইয়া থাকে। ইহা কষ্ট সাধ্য মধ্যে পরিগণিত অর্থাৎ বহু কষ্টে আরোগ্য সম্ভব।

সমস্ত প্রমেহ-ই যথা সময়ে চিকিৎসিত না হইলে ক্রমে মধুমেহে পরিণত হয় অর্থাৎ সকল প্রমেহ-ই অচিকিৎসিত হইয়া বহুদিন স্থায়ী হইলে মধুর ন্যায় প্রস্রাব হইতে থাকে।

প্রমেহ পীড়কা যথা;—শরাবিকা, কচ্ছপিকা, জালিনী, বিনতা, অলজী, মসূরিকা, সর্ষপিকা, পুত্রিণী, বিদারিকা ও বিদ্রধি। এই দশবিধ পাড়কার (ব্রণ বিশেষের) অন্যতম বা সম্যক, প্রমেহ রোগের প্রবলাবস্থায় সন্ধি মর্ম্ম (অণ্ডকোষ মস্তক ইত্যাদি) ও মাংসল স্থানে প্রকাশ হইয়া থাকে।

পীড়কার লক্ষণ ক্রমে বর্ণিত হইতেছে।—

১। শরাবিকা;—যে পীড়কার বেষ্টন শরাবের ন্যায় উন্নত ও মধ্য স্থান নিম্ন; তাহাকে শরাবিকা কহে।

২। কচ্ছপিকা;—যে পীড়কা কচ্ছপপৃষ্ঠদেশের ন্যায় উন্নত ও জ্বালাযুক্ত হয়, তাহাকে কচ্ছপিকা কহে।

৩। জালিনী;—যে পীড়কা মাংস দ্বারা আবৃত হইয়া উঠে এবং জ্বলন থাকে, তাহাকে জালিনী কহে।

৪। বিনতা;—এই পীড়কা নীলবর্ণ ও বৃহৎ আকার প্রাপ্ত হইয়া পৃষ্ঠে ও উদরোপরি উৎপন্ন হয়, এবং ক্লেদস্রাবিণী ও অত্যন্ত বেদনান্বিতা হইয়া থাকে।

৫। অলজী ;—যেপীড়কা রক্তবর্ণ অথবা শ্বেতবর্ণ হইয়া স্ফোটকের ন্যায় বড় হয়, তাহাকে অলজী কহে।

৬। মসূরিকা ;—যেপীড়কার আকৃতি মসূরকলায়ের ন্যায় হয়, তাহাকে মসূরিকা কহে।

৭। সর্ষপিকা ;—যে পীড়কার আকৃতি শ্বেতসর্ষপের মত, তাহাকে সর্ষপিকা কহে।

৮। পুত্রিণী ;—যে পীড়কা অধিক স্থান ব্যাপ্ত হইয়া উঠে, কিন্তু অধিক উন্নত হয় না, তাহাকে পুত্রিণী পীড়কা কহে।

৯। বিদারিকা ;—যে পীড়কা, ভূমি কুষ্মাণ্ডের ন্যায় গোলাকার ও কঠিন হয়, তাহাকে বিদারিকা কহে।

১০। বিদ্রধি ;—যে পীড়কা বিদ্রধিরোগের সম্যক লক্ষণান্বিত অর্থাৎ বিদ্রধি-রোগ-সদৃশ হয়, তাহাকে বিদ্রধি কহে।

পীড়কার কারণ নির্দ্দেশ।

বায়ু, পিত্ত ও কফ কর্ত্তৃক পীড়কা জন্মে, অতএব কফ কর্ত্তৃক প্রমেহে কফ-জনিত পীড়কা, পিত্তজনিত-প্রমেহে পিত্তজনিত পীড়কা এবং বায়ুজনিত-প্রমেহে বায়ুজনিত পীড়কা হইয়া থাকে। অপরন্তু, প্রমেহ-রোগব্যতীতও মেদোধাতু দূষিত হইলে পীড়কা উৎপন্ন হয়। ফলতঃ পীড়কা উৎপন্নমাত্র সমস্তলক্ষণ প্রকাশিত হইতে পারে না ; তৎকালে পীড়কারূপে নিশ্চয় করিতে পারা যায় না বলিয়া চিকিৎসায় প্রবর্ত্ত হওয়া অকর্ত্তব্য, পীড়কার সমস্ত চিহ্ন প্রকাশ পাইলে চিকিৎসা করান বিধেয়।

পীড়কার অসাধ্য চিহ্ন।

মন্দাগ্নিব্যক্তির মলদ্বার, হৃদয়, স্কন্ধ ও মর্ম্মস্থানে পাড়কা জন্মাইলে এবং পিপাসা কাস প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পাইলে সেই পীড়কারোগীর অব্যাহতি নাই।

মেহরোগের চিকিৎসা।

জগন্মণ্ডলে পুংজাতির মধ্যে অধিকাংশ মেহরোগাক্রান্ত ব্যক্তির অধিবাস থাকা নিবন্ধন সুচারুরূপে প্রমেহ রোগের লক্ষণ প্রাঞ্জলবঙ্গ-ভাষায় অনুবাদ পূর্ব্বক সাধারণের কৃতসাধ্য, সুলভ মূল্য, আশু প্রীতিকর অথচ সত্বর আরোগ্য মূলক চিকিৎসা বিবৃত হইতেছে, ইহার মধ্যে একটিমাত্রও অপ্রত্যক্ষ ঔষধ নাই। সোমনাথ রস, হেমনাথ রস, বসন্ত কুসমাকর এই কয়েকটি প্রমেহ রোগের শেষোক্ত ঔষধ সত্য, কিন্তু ইহা সকল ধাতুতে কদাপি প্রয়োগ হইতে পারে না ; যেহেতু ইহা প্রয়োগ করিলে প্রায় গরম হইয়া রোগীর বিশেষ কষ্টমূলক হইয়া থাকে। মৃগনাভি, স্বর্ণভস্ম ইত্যাদি ঘটিত উষ্ণকার ঔষধ কফবর্দ্ধক ধাতু ব্যতীত কখন প্রয়োগ হইতে পারে না ; কিন্তু এই কয়েকটি ঔষধের প্রধান অঙ্গ, স্বর্ণ-ভস্ম ও মৃগনাভি ইত্যাদি, সুতরাং ইহা দীনগণের পক্ষে এবং 'সাধারণের প্রাপ্তিপক্ষে দুঃসাধ্য ; কেহবা প্রাণপণযত্নে ও যথাসর্ব্বস্ব ব্যয়ে ঐ সকল ঔষধ প্রস্তুত করাইয়াও আরোগ্য প্রাপ্ত হন নাই, পরিশেষে ধনে প্রাণে মৃত হইয়া পরলোক প্রাপ্তি হইতেছেন। কেহবা ঔষধ প্রস্তুতের সুদীর্ঘ-কাল মধ্যে-ই স্বর্গারোহণ করিয়া থাকেন, কেহবা শঠ প্রবঞ্চক চিকিৎ-সকের নিকট হইতে কৃত্রিম সোমনাথ হেমনাথ ইত্যাদি ক্রয় পূর্ব্বক সেবন করিয়া ঔষধাদির গ্লানি করিতে করিতে, পরলোক গমনানন্তর রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতেছেন ইত্যাদি কষ্টকর ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া মুক্তকণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে সাধারণকে জানাইতেছি যে, এই গ্রন্থে প্রকাশিত অতি সামান্য ঔষধ ও মুষ্টিযোগাদি দ্বারা অবশ্যসাধ্য-প্রমেহ রোগি-গণ আরোগ্য হইবেন। যাপ্য ও কষ্টসাধ্য প্রমেহরোগি-গণ আরোগ্যবৎ ফল প্রাপ্তি হইবেন। ইহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই।

প্রমেহ রোগের কতিপয় মুষ্টিযোগ ও ঔষধ।

১। নিত্য উষাকালে মুখ-প্রক্ষালনাদির পর উষাবারি পান করিলে প্রমেহরোগীর প্রস্রাব সরল হইয়া দেহ সুস্থ থাকে।

২। নিত্য প্রাতে এবং বৈকালে দুইবারে দুইটী হংসের ডিম্ব কাঁচা অবস্থায় ডিম্বের একপার্শ্ব ভাঙ্গিয়া মুখে ঢালিয়া গলাধঃকরণ করিলে ৫।৬ দিন মধ্যে দুর্জ্জয় প্রমেহ হইলেও শান্তি হইবে, তৎপশ্চাৎ কিছু দিনের জন্য প্রাতে একটী করিয়া ঐরূপে হাঁসের কাঁচা ডিম সেবন করিতে থাকিবেন। অন্ন সহ হাঁসের ডিম ভাতে, হাঁসের ডিমের ঝোল সহ এক সন্ধ্যা অন্ন, রাত্রিকালে রুটি ও ঘৃতপক্ক ব্যঞ্জন ইত্যাদি পথ্য করা বিধি, ইহা অব্যর্থ সন্ধান।

এইরূপে অধিক দিন হংসের ডিম্ব ভক্ষণ করায় দিন দিন দেহ পুষ্টি, ইন্দ্রিয় শক্তির প্রবলতা, দেহ সবল, চক্ষুর্জ্যোতি ইত্যাদি ফল প্রত্যক্ষ হয় সত্য; কিন্তু বহুকাল সেবিত হইলে বাতাশ্রয় হইবার সম্ভব; অতএব কার্য্যোদ্ধার পর্য্যন্তই ব্যবহৃত হইবে। হাঁসের ডিম ভক্ষণ কালে কেহ কেহ কিঞ্চিৎ চিনি সংযোগে ভক্ষণ করিয়া থাকে।

৩। নিত্য প্রাতে একটি কাঁচা কুক্কুটডিম্ব (মুরগীর ডিম) ঐ হাঁসের ডিমের মত একপার্শ্ব ভাঙ্গিয়া মুখে ঢালিয়া ভক্ষণ করিলে অতি সত্বর অসাধ্য প্রমেহ হইলেও আরোগ্য সম্ভব, "ব্যবহারেণ জ্ঞাতব্যং ফলং" অর্থাৎ ইহা সেবন করিতে করিতে অল্পদিন মধ্যেই দেহ গরম হইয়া উঠে, এইজন্য প্রত্যহ একটি মাত্র ব্যবস্থা।—কিছুদিন এই কুক্কুট ডিম্ব এই নিয়মে ব্যবহার করা হইলে দেহলাল ও সতেজঃ, অঙ্গস্ফূর্ত্তি, প্রমেহ ধ্বংস ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে। ইহা আশু ও প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ।

৪। ঢ্যাঁড়োস খণ্ড খণ্ড (চাকা চাকা) করিয়া জলে ২।৪ ঘণ্টা ফেলিয়া রাখার পর, ঢ্যাঁড়োস চোকুটিয়া লালাবৎ জল ঢালিয়া পান করিবে, এইরূপে ঢ্যাড়োসের লালা মিশ্রিত জল দিবসে ৩ বার পান, ভোজন সময়ে নানাবিধ প্রকারে ঢ্যাড়োসের ব্যঞ্জন দ্বারা আহার, রাত্রি কালে রুটি ও ঘৃতপক্ক ঢ্যাঁড়সের ব্যঞ্জন ভক্ষণ করিতে করিতে ৭।৮ দিন মধ্যে প্রমেহর শান্তি হইয়া থাকে। ইহাও বহুকাল সেবিত হইলে

দেহে বাতাশ্রয় করিতে পারে; কিন্তু ইহা দ্বারা যে, মেহ আরাম হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

৫। বস্তাদুদ্ সহ সমভাগে লঘু ও স্নিগ্ধ বারি সংযোগ পূর্ব্বক প্রাতে এবং সায়ংকালে নিত্য পান করিলে মেহ-রোগীর প্রস্রাব সরল ও দেহে বলসঞ্চয় হইয়া প্রস্রাব কালীন জ্বালা যন্ত্রণাদির ও মূলপীড়ার হ্রাস হইয়া থাকে।

৬। নিশাযোগে কিঞ্চিৎ কাশীর চিনি সহ ।০ আনা পরিমিত আৰ্ব্বীগঁদ (বাব্লা আটা) ভিজাইয়া প্রাতে ছাঁকিয়া পান করিবে এবং প্রাতে ঐরূপে চিনি সহ গঁদ ভিজাইয়া সায়ংকালে পীত হইবে। এই নিয়মে কিছু দিন ব্যবহৃত হইলে, সামান্য মেহমাত্র আরোগ্য হইয়া থাকে।

৭। কপোত, হংস, কুক্কুট এবং কোমল ছাগ মাংসের ঘৃতপক্ক যূষ মেহরোগীর পথ্য এবং ঔষধ বিশেষ। মাংসের যূষপ্রস্তুত নিয়ম জ্ঞান জন্য ৭৬ পৃষ্ঠার নোট দৃষ্টি কর। মুগ, মসূর, বুট ও অহরদাল বিশেষরূপে ঘৃতপক্ক হইলে মেহরোগীর পক্ষে হিতকর।

৮। গুলঞ্চের চিনি (পালো) ।০ আনা মাত্রায় মধুসহ দিবসে ৩ বার সেবন করিলে, প্রমেহ সহ জ্বালা যন্ত্রণাদি নাশ হইয়া থাকে।

৯। সজল বস্তাদুদের সহিত শতমূলীর রস অৰ্দ্ধ ছটাক পরিমাণে দিবসে দুই বার পীত হইলে কিছু দিন মধ্যে সম্যক মেহ রোগের শান্তি ও দেহ পুষ্টি হইয়া থাকে।

১০। নিত্য প্রাতে ১০ তোলা কাঁচাদুদ্, শীতল জল ১০ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া পীত হইলে পুরাতন শুক্র মেহ নষ্ট হয়।

১১। কুশাবলেহ।

কুশ, কাস, বেণা, কৃষ্ণেক্ষু, খাগ্‌ড়া; ইহাদের প্রত্যেকের মূল ৮০ তোলা লইয়া কুটী করিয়া মৃন্ময় পাত্রে ৬৪ সের জলে ক্রমে পাক হইতে থাকিবে; এককালে ৬৪ সের জল যোগ করিবার আধার অভাব হইলে

ক্রমশঃ জল সংযোগে হানি নাই। পাকাবশিষ্ট ৮ সের জল নম্বে অবতরণ পূর্ব্বক পরিষ্কার ও সূক্ষ্ম বস্ত্রে ছাঁকা হইলে পরিষ্কার কাশীর চিনি ২ সের যোগ করিয়া পুনর্ব্বার পাকারম্ভ করিবে। তৎপরে আলোড়ন করিতে করিতে লেহবৎ হইলে খুলী নামাইয়া পশ্চাৎ লেখিত দ্রব্যের চূর্ণ যোগ করিয়া বিলক্ষণ আলোড়ন করিবে। এই অবলেহ প্রাতে ১ তোলা এবং সায়ং কালে ১ তোলা দিবসে দুই বার মধুসহ সেবিত হইলে জ্বালা যন্ত্রণাবিশিষ্ট প্রমেহ, মূত্রাঘাত ও অশ্মরী প্রভৃতি আরোগ্য হইয়া থাকে।

প্রক্ষেপ দ্রব্য যথা;—যষ্টি মধু কাঁকুড়বীজ, দেশীয় কুষ্মাণ্ডবীজ, শসাবীজ, বংশলোচন, আমলকী, তেজপত্র, গুড়ত্বক্, বড় এলাইচ, নাগেশ্বর, বরুণছাল, গুলঞ্চ ও প্রিয়ঙ্গু; এই ত্রয়োদশবিধ দ্রব্যকে পরিষ্কার করিয়া রৌদ্রে শুক করিবে, তৎপশ্চাৎ হামাম দিস্তায় কুটা করিয়া পরিষ্কার সূক্ষ্ম বস্ত্রে ছাঁকা হইলে প্রত্যেক বস্তুর চূর্ণ হইতে ২ তোলা পরিমাণে লইয়া মিশ্রিত করা হইলে কুশাবলেহের পাকাবশেষে ক্ষীরের ন্যায় গাঢ় অবস্থায় অবতরণ পূর্ব্বক এই চূর্ণ নিক্ষেপ করিতে হয়। অপরাপর পূর্ব্বে লেখা হইয়াছে।

অপরিষ্কৃত বা রোগগ্রস্ত যোনিতে রমণকরা নিবন্ধন যে প্রমেহ (গণোরিয়া) হয়, তাহার ঔষধ অয়েল কোপেবা; শ্বেতচন্দনতৈল, অয়েল কিউবেব্স্, লাইকার স্যাণ্টেল ফ্লেভা কাম্ বকু এট্ কিউবেবা।

১২। অয়েল কোপেবা (৭৬ নং ঔষধ)।

কিঞ্চিৎ জল সহ অয়েল কোপেবা প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়ংকালে দিবসে তিন বার করিয়া ১৫ বিন্দু পরিমাণে নিত্য ৪৫ বিন্দু মাত্রায় কিছু দিন সেবিত হইলে-ই উপরি উক্ত প্রমেহমাত্র আরোগ্য হইয়া থাকে; ইহা নিয়মিত ব্যবহার পূর্ব্বক পশ্চাৎ লিখিত সুপথ্যে থাকিলে অধিক ফল লাভ হয়, ইহার ফল শত শত বার প্রত্যক্ষ করা হইয়াছে।

১৩। শ্বেতচন্দন তৈল (৭৫ নং ঔষধ)।

কিঞ্চিৎ জল সহ ইহা ২০ বিন্দু পরিমাণে দিবসে ৩ তিন বার সেবিত হইলে ক্রমে ক্রমে মেহমাত্র আরোগ্য হইয়া থাকে; ইহা প্রথম ও মধ্যাবস্থায় প্রয়োগ হইলে-ই অধিক উপকার প্রত্যক্ষ হয়। ইহাদ্বারা আরোগ্য বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই।

১৪। অয়েল কিউবেব্‌স্‌ অর্থাৎ কাবাবচিনির তৈল।

ইহা যে, জগৎ বিখ্যাত প্রমেহ নাশক মহৌষধ, এগুণ সুবিজ্ঞ ডাক্তার মাত্র পরিজ্ঞাত আছেন। ৫ হইতে ৮ কি ১০ বিন্দু পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়া কিঞ্চিৎ জল সংযোগে রোগীকে দিবসে দুই বার করিয়া সেবন করাইলে অতিশয় (৪।৫ দিবস মধ্যে) প্রমেহের শান্তি হইয়া থাকে। ইহা প্রমেহ নাশপক্ষে অজেয় মহৌষধ। পশ্চাল্লিখিত পথ্যমতে থাকা হইলে মেহ হইতে আরোগ্য বিষয়ে সন্দেহ নাই।

১৫। লাইকার স্যাণ্টেল ফ্লেভা কাম বকু এট কিউবেবা (৭৮)।

পূর্ব্বোক্ত ঔষধ মধ্যে পুরাণ প্রমেহে লাইকার স্যাণ্টেল ফ্লেভা কাম বকু এট কিউবেবা অতি সুন্দর ঔষধ; অতএব ইহা ৩০ বিন্দু পরিমাণে দিবসে ২দুই বার করিয়া জল সহ সেবিত হইলে পুরাণ প্রমেহমাত্র আরোগ্য হইয়া থাকে। ইহা অপেক্ষা আনন্দজনক ফল আর কি হইতে পারে?

অনেক বিজ্ঞ কবিরাজে প্রমেহ রোগীকে কাবাব্‌ চিনির চূর্ণ ৵০ আনা মাত্রায় দিবসে ২ বার মধু সহ সেবন করিতে দিয়া টাকা লইবার কারণ বৃথাবটী প্রদান করিয়া ৩।৪ টাকা সপ্তাহ প্রতি মূল্য লইয়া থাকেন। কেহ বা ঐ বৃথাবটী ঔষধ সেবন কালের অনুপান কাবাব্‌ চিনির চূর্ণ ৵০ আনা অবধারিত করিয়া লিখিয়া বা বাচনিক বলিয়া দেন। বটী কিছুই নয়, কাবাব্‌ চিনি-ই মহৌষধ। কেহ বা মেহাধিকারের সামান্য ঔষধ সঙ্গে ইহা ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

১৬। মেহমোদক।

আরবা গঁদ ১ এক পুয়া, জলে ১৫। ১৬ ঘণ্টা ভিজানার পর, সেই জলে গঁদ গুলিয়া ও ছাঁকিয়া ৪ সের ছাগী বা গব্য দুগ্ধ সহ পাক আরম্ভ হইবে। ৪০ তোলা কাশীর চিনি জলে মিশ্রিত পূর্ব্বক ছাঁকা হইলে সেই পাককটাহে নিক্ষেপ হইবে; তৎপশ্চাৎ বারম্বার আলোড়ন করিতে করিতে ক্ষীরের ন্যায় গাঢ় ও মোদক যোগ্য হইলে, অর্দ্ধ তোলা (½ তোলা) পরিমিত মোদক প্রস্তুত করিয়া মেহ রোগীকে প্রাতে এবং সায়ং কালে ২ বারে ২ বটী চর্ব্বণ পূর্ব্বক জলদ্বারা গলাধঃকরণ করাইলে সামান্য ও মধ্যমাবস্থার প্রমেহমাত্র ইহা দ্বারা আরোগ্য সম্ভব। এই মোদক কলিকাতা বেণেটোলা মোকামী স্বর্গীয় মদন মোহন কবিরাজ মহাশয় সচরাচর ব্যবহার করিতেন।

১৭। বলকর ও শোণিত শোধক ঔষধ।

প্রমেহ উপস্থিত হইলে কিয়দ্দিবসান্তে রোগী অতি দুর্ব্বল, শীর্ণ ও প্রায় ইন্দ্রিয়শক্তি বিহীন হইয়া থাকে। তজ্জন্য রোগীর দেহস্থ শোণিত নিষ্ক্রিয়, হীনবীর্য্য ও দূষিত বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হয়, তন্নিবন্ধন ৭৪ নং ঔষধ টিঞ্চার ষ্টিল ১০ হইতে ২০ বিন্দু; ৬৫ নং ঔষধ লাইকার ষ্টিক্নিয়া (কুঁচিলার আরক) ২½ হইতে ৫ বিন্দু পর্য্যন্ত, জল ১ ঔন্স; এই সকল মিশ্রিত করিয়া আহারান্তে দুই বেলায় সেবিত হইলে দিন দিন বল, বিক্রম বৃদ্ধি হইয়া ইন্দ্রিয় শক্তির বৃদ্ধি হইতে থাকে, এবং ক্রমশঃ শোণিত পরিষ্কার হইয়া বিশুদ্ধ শুক্র উৎপাদিত হয় এবং মেহ রোগের শান্তিরূপ ফল প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। ইহা সেবনে-ই যে সম্যক কার্য্য হইবে এমত নহে, প্রমেহ শান্তির জন্য পশ্চাল্লিখিত বা পূর্ব্বোল্লিখিত ঔষধ মধ্যে অন্যতম ঔষধ ব্যবহার করিয়া বল প্রাপ্তি জন্য আহারান্তে ইহা সেবনার্হ; ইহা-ই স্থির সিদ্ধান্ত।

টিঞ্চার ষ্টিল্ প্রয়োগে কোন কোন ব্যক্তির কথঞ্চিৎ মলবদ্ধ হইবার আশঙ্কা, অতএব মল সরল সহ পূর্ব্বোক্ত বলপ্রাপ্তি প্রত্যাশা করিলে টিঞ্চার ষ্টিলের পরিবর্ত্তে ফেরিয়্যামন্ সাইট্রাস ৫ কি ৬ গ্রেণ ঐ ঔষধে যোগ করিয়া পূর্ব্বকথিত নিয়মানুসারে সেবন করিলে অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে। ইহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই।

১৮। তৈলত্রয়।

৭৫। শ্বেতচন্দন তৈল	... ...	৪ ড্রাম।
৭৭। অয়েল কিউবেবস্ বা কাবাব্চিনির তৈল	...	২ ড্রাম।
৭৬। অয়েল কেপেবা	... ...	২ ড্রাম।

এই তিন প্রকার তৈল একত্র মিশ্রিত করিয়া ২০ হইতে ৩০ বিন্দু পর্য্যন্ত কিঞ্চিৎ বারিসংযোগে সেব্য। এই নিয়মে দিবসে ২। ৩ বার সেবন করিয়া প্রত্যেক বারে অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে মাখন, মিছিরির গুঁড়া সহ জলযোগ করিতে হইবে। পথ্যের ব্যবস্থানুসারে পথ্য করিলে অল্পকাল মধ্যে ইহাদ্বারা অসাধ্য প্রমেহ পর্য্যন্ত সুখসাধ্য হয় অর্থাৎ ইহা দ্বারা সকলেই আরোগ্য প্রাপ্তি হইয়া থাকেন; ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি গুণ বর্ণনা করিব।

এই ঔষধ দিবসে তিনবার সেবন করিয়া ইহার মধ্যে মধ্যে ১৪১ পৃষ্ঠায় লেখিত মেহানল রস দিবসে ২ মোড়া মধু সহ মর্দ্দন করিয়া ২ তোলা কুঁচের মূল সহ ৪০ তোলা দুগ্ধ ও জল ৪০ তোলা একত্র পাক করিয়া দুগ্ধাবশিষ্ট হইলে সেই দুগ্ধ যোগে সেবন এবং অবশিষ্ট দুগ্ধ পানে আশু মেহরোগ সাম্য হইয়া রোগী বলাধান হইতে থাকে, এবং দেহস্থ দূষিত ধাতু সমূহ সংশোধন হইয়া কান্তি, পুষ্টি, বল ইত্যাদি পরিবর্দ্ধিত হয়। এইরূপ নিয়মে অসংখ্য রোগী আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে।

১৯। লাইকার স্যাণ্টেল ফ্লেভা কাম বকু এট কিউবেবা।

ইহা পুরাতন প্রমেহ রোগিগণের জন্য ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছে;

ইহার ৩০ বিন্দু কিঞ্চিৎ জল সহ সেবন করিয়া মাখন মিছিরি পূর্ব্ববৎ জলযোগ করা বিধেয়। এইরূপ নিয়মে দিবসে ৩ বার সেবন করিয়া মধ্যে মধ্যে নিম্ন লিখিত মেহানল রস ২ যোড়া অর্থাৎ ৩ ঘণ্টা অন্তর দিবসে ২ বার, মধু সহ মর্দ্দিত হইলে ১৩৭ পৃষ্ঠায় লিখিত কুঁচের মূল সহ দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধ যোগে সেবন এবং অবশিষ্ট ঐ দুগ্ধ পান করিলে অসাধ্য প্রমেহ পর্য্যন্ত ইহা দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে। এইরূপ নিয়মে বহুতর রোগী আরোগ্যলাভ করিয়াছে; ইহা প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। ইহা অপেক্ষা আর কি ফলশ্রুতি লিখিব।

যিনি প্রকৃত ফলে বঞ্চিত হইবেন। তিনি অনুসন্ধান পূর্ব্বক পত্র লিখিলে বা আহ্বান করিলে প্রত্যক্ষ ফল প্রদর্শন করাইতে সমর্থ আছি।

মেহানল রস ও পথ্য বিষয় পশ্চাৎ অনুসন্ধেয়।

বঙ্গ প্রস্তুত করণ বিধি।

(রাং ভস্মের নাম বঙ্গ)।

রাঙের মধ্যে পদ্ম রাং অতি উত্তম; পদ্ম রাং লইয়া খণ্ড খণ্ড করণানন্তর নির্গুণ্ডি (নিসিন্দা) পত্রের রসে বা কাথে সপ্তাহ নিমগ্ন করিয়া রাখিবে, পরে রাং সকল জলে প্রক্ষালিত হইলে প্রজ্বলিত অগ্নি সংযুক্ত চুল্লীর উপরিস্থ মৃৎপাত্রে (খুলিতে) নিক্ষেপ করিবে, রাং উত্তপ্ত হইয়া যখন দ্রবময় হইবে, সেই সময় অপামার্গ (আপাঙ) চূর্ণ অল্প অল্প করিয়া রাঙের উপরি প্রদান করিয়া স্থূল (মোটা) পলাশ দণ্ড দ্বারা মুহুর্মুহুঃ আলোড়ন করিতে থাকিবে; বঙ্গকে শুক্লবর্ণ করিবার নিমিত্ত ঐ অপামার্গ চূর্ণের সহিত পারস্য যোয়ান চূর্ণযোগ করিবে; এইরূপ নিয়মে যে পর্য্যন্ত রাং, ভস্ম হইয়া পরিমাণে (ওজনে) লঘু না হয়, সে পর্য্যন্ত এই প্রকার নিয়মে ভস্ম করিবার চেষ্টায় নিযুক্ত থাকিবে, এক দিবসে ভস্মকার্য্য সম্পাদন না হইলেও হানি নাই; পরদিনে আবার এই নিয়মে চেষ্টা করিবে। মধ্যে মধ্যে রাংভস্মের কটাহে অল্প অল্প

বাতাস (ফূ) দেওয়া হইলে অপামার্গ-চূর্ণের ও যোয়ান-চূর্ণের ভস্ম (ছাই) উড়িয়া যাইবে; তাহা হইলে কেবল মাত্র রাং ভস্মের অবস্থিতি হইবে, পরে সেই ভস্ম উদ্ধার করিয়া কাচপাত্রে সংস্থাপন করিবে, ইহার গুণ অসীম, তাহা ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

কেবল বঙ্গ প্রতিবারে ৬ রতি মাত্রায় ৩ তিনবারে, নিত্য ১৮ রতি মধু সহ মর্দ্দিত হইলে ছাগী অভাবে গব্য বক্নাদুগ্ধ যোগে সেবন করিলে অত্যল্প সময়ে মেহের শান্তি, দেহ পুষ্টি, আয়ুর্বৃদ্ধি, ইন্দ্রিয়শক্তি প্রবল হইতে থাকে।

পারদশোধন বিধি।

পারদ ও রশুন খলে ফেলিয়া মর্দ্দন করিতে করিতে উভয়ে প্রায় মিশ্রিত হইবে, তদন্তে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া খলে জল দিয়া প্রক্ষালন করিলে পারার ক্লেদাদি রশুনের শিটেতে সংলগ্ন হইয়া থাকে, খলে যে জল ঢালিবে, তাহাতে রশুন নাড়িয়া নাড়িয়া প্রক্ষালন করিলেই (ধুইলেই) পারা নির্গত হইয়া জলের মধ্যে পতন হইলে, শিটে ছাঁকিয়া নিক্ষেপ করিবে। পরে ধীরে ধীরে জল ফেলিয়া সূক্ষ্ম বস্ত্র দ্বারা ২ বা ৩ বার ছাঁকিয়া যে পারা বহির্গত হইবে, তাহাই গ্রহণীয়।

গন্ধকশোধন বিধি।

গন্ধকের মধ্যে আমলসাহ্ নামক গন্ধক অতি উত্তম, আমলসাহ্ নামক গন্ধক হয় উত্তম, নতুবা এই প্রচলিত গন্ধক লৌহ পাত্র (হাতা) দ্বারা অগ্নিকুণ্ডে সংস্থাপনে অল্প অল্প দ্রব হইলেই দুগ্ধে নিক্ষেপ করিবে (ঢালিয়া ফেলিবে); তৎপরে ক্রমে ক্রমে এই নিয়মে সমস্ত গন্ধক দ্রব করিয়া দুগ্ধে নিক্ষিপ্ত হইলে দুগ্ধ হইতে তুলিয়া পরিষ্কার জলের দ্বারা সাতবার প্রক্ষালন করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিলেই গন্ধক শোধন হইল। এই শোধিত গন্ধক কজ্জলী ইত্যাদিতে আবশ্যক।

কজ্জলী প্রস্তুত প্রণালী।

পূর্ব্বোক্ত ঐ শোধিত পারা ও শোধিত গন্ধক, এই উভয়কে সমানভাগে মিশ্রিত করিয়া খলে ফেলিয়া ধীরে ধীরে তিন চারি দিবস মর্দ্দন করিতে করিতে অতি কৃষ্ণবর্ণ চূর্ণ হইয়া যখন জলে নিক্ষেপ করিলে ভাসমান হইবে, সেই সময় তাহাকে উদ্ধার করিয়া কাচপাত্রে সংস্থাপন করিবে, এই রূপে পারা ও গন্ধকে সংযুক্তকবাচূর্ণের নাম কজ্জলী।

কেবল কজ্জলী কুত্রাপি ব্যবহৃত হয় না, ইহা উত্তম ঔষধ প্রস্তুত করণে সতত আবশ্যক হইয়া থাকে।

২০। রসসিন্দূর প্রস্তুত করণ বিধি।

কজ্জলীবিধির মর্ম্মানুসারে কজ্জলী প্রস্তুত করিবে; তৎপশ্চাৎ ৮ তোলা হইতে ১২ তোলা পর্য্যন্ত যাহা ইচ্ছা, তাহাই গ্রহণ করিয়া ঘৃতকুমারীর রস সহ খলে বিলক্ষণ মর্দ্দন করিয়া সমতল বোতলে প্রবেশ করাইয়া কাচকাটা অস্ত্রে বা কোন সূক্ষ্ম কৌশলে অথবা অগ্নির উত্তাপে বোতলের মুখকে বিশেষ রূপে গরম করিয়া বোতলের গলায় একটী জলরেখা প্রদান পূর্ব্বক উপরিভাগে আঘাত (ঘা) দিলে উপরিভাগ অর্থাৎ মুখ বা গলা ছাড়িয়া যায়, ফলতঃ গরম বোতলের গলায় যেখানে জলরেখা দিবে, সেই স্থানটীতেই আঘাত পাইলেই ছাড়িয়া যাইবে। এই রূপে বোতলকে বোঁচা করিয়া পাট ও নেকড়াকে কুটা করণানন্তর ভাল কাদার সহিত মিশ্রিত ও মর্দ্দন পুরঃসরে বোতলের গাত্রে স্থূলভাবে প্রলেপ প্রদান ও শুষ্ক করিবে; কেহ বা এইরূপে বোঁচা বোতল প্রস্তুত হইলে পূর্ব্বোক্ত কজ্জলী এই সময় তাহাতে প্রবেশ করান্; তৎপশ্চাৎ বালুকা যন্ত্র মধ্যে ঐ বোতল বসাইয়া পাক আরম্ভ করিবে অর্থাৎ বালি পরিপূর্ণ হাঁড়ির মধ্যে ঐ কজ্জলীগর্ভ বোতল বসাইবে, তৎপরে বালি দ্বারা আচ্ছন্নবোতলগর্ভহাঁড়িটী চুল্লীর উপরি বসাইয়া জ্বাল দিতে আরম্ভ করিয়া বোতলের মুখে কাগজের ছিপি আঁটিয়া দিবে

কিছু সময় জ্বাল দিতে দিতে বোতল হইতে ঐ কাগজের ছিপি তেজে ছুটিয়া যাইবে এবং অল্পসময় জন্য বোতলের গর্ব্ভস্থ কজ্জলী জ্বলিয়া অগ্নিশিখা বহির্গত হইবে; অল্পকাল পরেই সেই অগ্নিশিখা নির্ব্বাণ হইলে অগ্নির উত্তাপে বোতলের নিম্ন হইতে কজ্জলী গলিয়া ধূম আকারে বোতলের গলায় ও কণ্ঠে সংলগ্ন হইয়া ক্রমে লালবর্ণ চটী প্রস্তুত হইবে। যখন বোতলের গলায় লালচটী প্রত্যক্ষ হইবে, সেই সময় যন্ত্র অবতরণ করিয়া রাখার পর শীতল হইলে বোতল বাহির করিয়া নিম্নদেশ ভাঙ্গিয়া নিক্ষেপ করিবে, গলায় এবং কণ্ঠে যে লালচটী সংলগ্ন হইয়াছে, তাহাই গ্রহণ করিবে। সেই চটীর নাম রসসিন্দূর; ইহা সকল রোগেই প্রযুজ্য, অনুপানভেদে সকল রোগের সকল অবস্থাতেই প্রদেয়। শ্লেষ্ম-বৃদ্ধি স্থানে আদা ও পানের রস আর মধু সহ মর্দ্দন পূর্ব্বক সেবন বিধি। পিত্তবৃদ্ধিস্থলে ধনে পলতা ও গুলঞ্চের কাথ অথবা পটোলের রসের সহিত ব্যবহার্য্য; বায়ুবৃদ্ধি স্থলে দাড়িম ও বেদানার রস, মিছরির জল, ডাবের জল, বা পটোলের রস ইত্যাদি অনুপানে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আর অপরাপর নানাবিধ উত্তম ঔষধ প্রস্তুত করিতে রসসিন্দূর আবশ্যক হয়।

ইহাকেই মকরধ্বজ বলিয়া অনেকে ১৬ টাকা মূল্যে ভরি বিক্রয় করিয়া থাকে। উত্তম রসসিন্দূর মকরধ্বজতুল্য সকলরোগের সকল অবস্থায় আনন্দজনক ফল প্রত্যক্ষ করাইয়া থাকে, এজন্য ১৬ টাকা মূল্যে তোলা বিক্রয় হয়।

২১। মেহানল রস।

প্রস্তুত প্রণালী;—পূর্ব্বোক্ত রসসিন্দূর . ভাগ, পূর্ব্বকথিত বঙ্গ ১ ভাগ, এই দুই দ্রব্যকে খলে ফেলিয়া ২।১ দিন বিলক্ষণ মর্দ্দন পূর্ব্বক শিশিমধ্যে স্থাপন করিবে, ইহাকেই মেহানলরস কহে। সেবন কালে ৩ রতি মাত্রায় মধুসহ মর্দ্দন পূর্ব্বক কুঁচের মূল ২ তোলা, ছাগী বা গব্য দুগ্ধ ৩২ তোলা ও জল ৩২ তোলা একত্র পাক করিয়া সেই দুগ্ধ কিঞ্চিৎ যোগে সেব্য, তৎপরে অবশিষ্ট

ঐ দুগ্ধ পান করিতে হইবে; ইহাই যথার্থ অনুপান, একান্ত এতদূর যোজনা না হইলে কেবল বল্‌কাদুগ্ধ যোগে সেবন করাইয়াও পূর্ব্ব কথিত সম্যক ফল লাভ হইয়াছে। আর পূর্ব্বে ইহার বারম্বার ফলশ্রুতি (গুণ) বর্ণনা করা হইয়াছে বলিয়া এথানে লিখিলাম না; ফলে ইহা দ্বারা পুরাতন মেহমাত্র আরোগ্য, দেহ পুষ্টি ও বলবান হইয়া থাকে।

২২। ত্রিবঙ্গ প্রস্তুতকরণ।

স্বর্ণশোধন পদ্ধতি;—স্বর্ণ নির্ম্মিত পাৎকে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া তিলতৈল মধ্যে নিক্ষেপ করিবে (ডুবাইবে), এইরূপে স্বর্ণপত্রকে সাতবার দগ্ধ করিয়া প্রত্যেক বারেই তিলতৈলে নিক্ষেপ করিতে হয়, তৎপরে সেই স্বর্ণপত্রকে পুনর্ব্বার দগ্ধ করিয়া তক্র মধ্যে (ঘোলে) নিক্ষেপ করিবে, এইরূপে সাতবার দগ্ধ করিয়া সাতবার তক্রে নিক্ষেপ করণানন্তর সেই স্বর্ণ পত্রকে সাতবার দগ্ধ করিয়া প্রত্যেক বারেই গোমূত্রে নিক্ষেপ করিবে, তদন্তে সেই স্বর্ণ পত্রকে সাতবার দগ্ধ করিয়া প্রত্যেক বারেই কাঞ্জি (আমানি) মধ্যে নিক্ষেপ করিবে, তৎপশ্চাৎ স্বর্ণ পত্রকে সাতবার দগ্ধ করিয়া প্রত্যেকবারেই কুলথ কলায়ের যূষে (ঝোলে) নিক্ষেপ করিবে, ফলে স্বর্ণপত্রকে ৩৫ বার দগ্ধ করিয়া প্রত্যেক বস্তুতেই ৭ বার করিয়া নিক্ষেপ করিলে (ডুবাইলে) পাঁচ বস্তুতে সাতবার করিয়া ডুবাইলে ৫ পাঁচ সাতে ৩৫ বার ডুবাইতে হয়। এই স্বর্ণশোধন পদ্ধতি অনুসারে পদ্ম রাং, শিশক ও দস্তা; এই তিন বস্তুকে শোধন করিবে। তৎপরে সমভাগে এই তিন পদার্থ লইয়া কটাহে নিক্ষেপ পূর্ব্বক কাষ্ঠাগ্নির সন্তাপে দ্রবীভূত হইলে বটবৃক্ষের ঝুরির ২ হস্ত পরিমিত দণ্ড দ্বারা বারম্বার আলোড়ন (নাড়া ও ঘর্ষণ) হইলে ক্রমে ক্রমে ঐ বটের ঝুরির দণ্ডটি দগ্ধ প্রায় হইয়া অতি ক্ষুদ্র হইবে। সেই সময় অবতরণ করিয়া একখানি খুরির মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক অপর একখানি আচ্ছাদনযোগ্য খুরি লইয়া আচ্ছাদন দিবে,

পশ্চাৎ ন্যাক্‌ড়া ও কাদা দিয়া খুরি দ্বয়ের চতুঃপার্শ্ব লেপন ও শুষ্ক করিলে মৃত্তিকা মধ্যে চতুর্দ্দিকে ও নিম্নে হস্তমিত গহ্বর কাটিয়া সেই গহ্বর ঘুঁটিয়ায় (ঘশী চূর্ণতে) পরিপূর্ণ কালে ঐ মুষাযন্ত্র অর্থাৎ ঐ খুরীদ্বয় মিলিত গোলাকৃতি পাত্রটি ঘুঁটিয়ার মধ্যস্থিত করিয়া বহ্নি সংযোগে ভস্ম করিবে। এইরূপ একবার বহ্নি সংযোগে ভস্মময় পদার্থ জন্মায় উত্তম, নতুবা যতক্ষণ পর্য্যন্ত রাং, শিশক ও দস্তা ভস্মীভূত না হয়, সে পর্য্যন্ত এই নিয়মে অগ্নিদানে বারম্বার ভস্ম করিতে থাকিবে। এই প্রকারে ভস্ম প্রস্তুত হইলে পরিষ্কার সূক্ষ্মবস্ত্রে ছাঁকিয়া শিশিমধ্যে স্থাপন, তদন্তে প্রতিমাত্রায় ৫ কি ৬ রতি পরিমাণে মধুসহ মর্দ্দন করিয়া মাখন যোগে প্রমেহরোগীকে সেবন করাইবে। মাখন অভাবে নবনী, তদভাবে ছাগী বা গব্য বক্না দুগ্ধ, তদভাবে বেদানার বা ভাল দাড়িমের রস, তদভাবে মিছিরির জল ইত্যাদি অনুপানে এই ত্রিবঙ্গ সেবন করাইলে সম্যক প্রমেহ আরোগ্য হইয়া দেহ পুষ্টি, বল ও বিক্রম পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। ইহা অতি চমৎকার ঔষধ, স্নিগ্ধগুণ সম্পন্ন, মেহনাশক এবং পুষ্টিকর, অতএব সকল ধাতুতেই প্রযুজ্য।

প্রমেহ পথ্য।

পূর্ব্বোক্ত এবং পশ্চাল্লিখিত নানাবিধ বিরেচক ঔষধাদির অন্যতম দ্বারা প্রমেহ রোগে কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য। গরম জল ও সদ্‌গন্ধান্বিত সাবান দ্বারা সর্ব্বাঙ্গের লোমকূপ পরিষ্কার পূর্ব্বক সুবাসিত পুষ্পতৈল (ফুলালতৈল) অভাবে তিলতৈল মর্দ্দনে দেহ স্নিগ্ধ করিতে হইবে। সতত সৌগন্ধ্য ব্যবহৃত হইলে এবং স্ফূর্ত্তিভাবে কালাতিবাহিত করিলে সত্বর ঔষধাদি দ্বারা উপকৃত হইবার সম্ভব। যাহা কিছু আহার হইবে, সমস্ত-ই প্রমেহ শান্তিকারক, জঠরাগ্নির উদ্দীপক, ধাতুর পুষ্টি সাধক সুখাদ্যাদি ভোজন ও পান বিধেয়। যথা;—নীবার অথবা অতি পুরাণ সূক্ষ্ম দাউদখানি চাউল, তদভাবে সূক্ষ্ম পুরাতন বালাম বা অপর চাউলের অন্ন একসন্ধ্যা

তৎসহ কচি ইচড়, পটোল, আলু, গর্ভমোচা, গর্ভথোড়, কোমল-ছাগমাংস হাঁসের ডিম্, মুর্গীর ডিম্, হরিণমাংস, মাণকচু, করোলা, কাঁকরোল, কচি কচি শজনাখাড়া, ডম্বুর, যজ্ঞডম্বুর, পিয়াজ, রশুন ইত্যাদি দ্বারা ঘৃত সৈন্ধব পাকে যে কোন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতে পারেন, তাহাই অন্ন সহ মধ্যাহ্ন কালে ভোজ্য। রাত্রিযোগে ফুস্কা লুচি বা ফুস্কা রুটি সহ ঐ সকল ব্যঞ্জন মধ্যে যাহা ইচ্ছা হয়, তাহা খাইতে পারেন। মুগ, মসূর, বুটদাল ঘৃতাক্ত করিয়া মধ্যে মধ্যে ভোজ্য। জলযোগার্থে লুচি, কচুরি, মেঠাই, মোহনভোগ, গজা ইত্যাদি সদ্যোজাত ঘৃতপক্ক দ্রব্য মাত্র; কেবল ঘৃতপক্ক মধ্যে জেলাপী ইত্যাদি মলবদ্ধকারক দ্রব্য অখাদ্য। মাখন, মিছিরি, বাতাসা কচি পটোল, পেযারা, কেশুর, কচি তালশাঁস, কুঁদ্‌রুকি, বেদানা, দাড়িম, কিসমিস, পেস্তা ইত্যাদি দ্রব্য দ্বারা জলযোগ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন, মধ্যে মধ্যে বল্‌কা দুগ্ধ পীত হইলে সত্বর দেহোন্নতি হইয়া থাকে। কিন্তু মাংস সহ এককালে দুগ্ধ পান না হয; যেহেতু মাংস সহ দুগ্ধ পান হইলে অতিশয় অহিতকর হইয়া থাকে।

প্রমেহরোগের অপথ্য।

মলমূত্রের বেগধারণ, তামাক গাঁজা ও গুলি খাওযা, স্বেদ লওযা, শোণিত-ক্ষয়জনক কার্য্য, অতি উত্তম শয্যায নিয়ত শয়ন, দিবানিদ্রা, নূতন চাউলের অন্ন, দধি, জলাশয সন্নিহিত দেশ জাত পশু পক্ষীর মাংস, সীম, পিষ্টক (পিটে), মৈথুন (শৃঙ্গার), কুল, উগ্রবীর্য্য সুরা, আমানি, তৈলপক্ক ব্যঞ্জনাদি, কাঁচাঘৃত, কাঁচাগুড়, লাউ, তালকড়ম, সংযোগ-বিরুদ্ধখাদ্য (পরমান্নাদি), কুমুড়ারয়, ইক্ষু, খারাব জল, অতিশয় লবণাক্ত দ্রব্য, অন্যান্য ব্যাধিবর্দ্ধক দ্রব্যাদি।

জ্বরসংযুক্ত প্রমেহরোগীর পথ্য।

যে প্রমেহরোগীর জ্বর থাকিবে, তাহাকে অন্ন না দিয়া দুগ্ধ-রুটি, দুদ্‌শুজী বা দুগ্ধসাগু ইত্যাদি পথ্য দিয়া প্লীহা যকৃৎ সহ জ্বর

নাশের জন্য পূর্ব্বে যে নানাবিধ ঔষধ লেখা হইয়াছে, সেই পাচন ইত্যাদি ঔষধ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থাৎ অল্প অল্প মাত্রায় সেবিত হইলে জ্বর হইতে অব্যাহতি লাভ হইবে। প্রমেহ নাশের জন্য পূর্ব্বলিখিত ঔষধাদি ব্যবহার করিলে অবশ্য আরোগ্য লাভ করিবেন, ইহাতে কোন সংশয় নাই।

উপদংশ (গর্ম্মি) রোগের লক্ষণ।

লিঙ্গনালে হস্তাদি দ্বারা (গুরুতর চুল্‌কনা দ্বারা), আঘাত হইলে অথবা কামাতুরা স্ত্রী আহ্লাদে বা ক্রোধে নখ বা দন্তদ্বারা লিঙ্গকে ক্ষত বিক্ষত করিলে অথবা লিঙ্গ অপরিষ্কার রাখিলে, অথবা অত্যন্ত স্ত্রীসংসর্গে, অথবা ভ্রষ্টা স্ত্রীর দূষিত যোনিতে কিম্বা স্বভাবসিদ্ধ দূষিত যোনিতে রমণ করিলে, উষ্ণজলে বা ক্ষার পদার্থ মিশ্রিতজলে লিঙ্গ প্রক্ষালন করিলে উপদংশ (গর্মি) রোগ উৎপন্ন হয় ; সেই উপদংশ পঞ্চবিধ ; তাহা ক্রমে বর্ণিত হইতেছে। *

---

* বসন্ত রোগীর ন্যায় গর্ম্মি রোগাক্রান্ত স্ত্রী বা পুরুষাদি সংসর্গে দেহে এক প্রকার অপূর্ব্ব—বিষ উৎপন্ন হয়, সেই বিষ জন্য ক্ষতাদিতে দেহ আচ্ছন্ন হইতে পারে, পারা এবং গর্ম্মি দোষ জন্য চিহ্ন প্রায়-ই একপ্রকার, চিকিৎসা প্রণালীও একপ্রকার এই রোগ সুচিকিৎসা ও সুপথ্যাদি দ্বারা নিবৃত্তি থাকে, নির্দ্দোষ হয় না, সময়ে সময়ে প্রকাশ ও সময়ে সময়ে নিবৃত্তি হয়।—ইহাদ্বারা কালক্রমে কোন কোন ব্যক্তির মহাব্যাধিও হইয়া থাকে। অধিক আর কি বলিব, পারা বা গর্ম্মি রোগাক্রান্ত ব্যক্তির উচ্ছিষ্ট দ্রব্য ভোজন বা বস্ত্রাদি পরিধানেও উপর্য্যুক্ত দুর্ঘটনা সমূহ উপস্থিত হওয়া সম্ভব ; ইহাও আমার বিশ্বাস।

যে সকল কারণে পুরুষের গর্ম্মি রোগ উৎপন্ন হয় সেই সকল কারণে স্ত্রীগণেরও গর্ম্মি রোগের উদ্ভব হইতে পারে, উপরি উক্ত লক্ষণে শব্দ পরিবর্ত্তন করিয়া অর্থ করিলেই প্রতীতি হইবে।

১। বায়ুজন্য দূষিত ব্যক্তির পূর্ব্ব কথিত কারণে উপদংশ রোগে লিঙ্গনালের অগ্রভাগের বেষ্টন চর্ম্মের নিম্নে গ্রন্থির উপরি নানা প্রকার বেদনা ও যাতনা যুক্ত একটী ক্ষুদ্র স্ফোটক (ফুস্কুড়ি) জন্মে, তজ্জন্য লিঙ্গে কম্পন, জ্বালা, যাতনাদি হইয়া পরিশেষে ক্ষত উৎপন্ন হয়। ইহাকে-ই বায়ু-জনিত উপদংশ বলে।

২। পিত্তজন্য দূষিত ব্যক্তির পূর্ব্বোক্ত কারণে পূর্ব্ব কথিত নির্দ্দিষ্ট স্থানে ক্লেদান্বিত পীতবর্ণ স্ফোটক (ফুস্কুড়ি) উৎপন্ন হয়, তৎপরে সেই স্ফোটক জন্য লিঙ্গে অসহ্য জ্বালা ও ক্ষত ইত্যাদি চিহ্ন হইয়া থাকে। ইহাকেই পিত্ত জন্য উপদংশ বলে।

৩। রক্ত দূষিত ব্যক্তির পূর্ব্বোক্ত কারণে পূর্ব্বকথিত নির্দ্দিষ্ট স্থানে মাংস তুল্যবর্ণ অথবা কৃষ্ণবর্ণ স্ফোটক (ফুস্কুড়ি) হয়। কালক্রমে সেই স্ফোটক ক্ষতরূপে পরিণত হইলে সেই ক্ষত স্থান হইতে রক্তস্রাব ও পিত্তসম্বন্ধীয় উপদংশ-রোগীর ন্যায় অসহ্য জ্বালা ও যন্ত্রণাদি হইয়া থাকে। ইহা-কে-ই রক্তজনিত উপদংশ বলে।

৪। শ্লেষ্ম-জন্য দূষিত ব্যক্তির পূর্ব্ব কথিত কারণ প্রযুক্ত পূর্ব্বোক্ত স্থানে ক্ষুদ্র স্ফোটক উৎপন্ন হয়, কালক্রমে সেই স্ফোটকে ক্ষত হইলে গাঢ় পূয় (পূজ) স্রাব, লিঙ্গে অত্যন্ত স্ফীততা, প্রস্রাবের সহিত শুক্র নির্গমন ইত্যাদি চিহ্ন যে উপদংশে লক্ষিত হয়, তাহার নাম কফজনিত উপদংশ।

৫। বায়ু পিত্ত ও কফ; এই ত্রিদোষে দূষিত ব্যক্তির পূর্ব্বোক্ত কারণে গর্মি রোগ উপস্থিত হইলে বায়ুজনিত, পিত্তজনিত ও শ্লেষ্মজনিত, এই ত্রিবিধ উপদংশে যত প্রকার জ্বালা যন্ত্রণাদি পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে; সেই সমস্ত চিহ্নই প্রকাশিত হইবার সম্ভব। অপরাপর উপদংশে লিঙ্গগ্রন্থি প্রদেশে আচ্ছাদনীয় ত্বকের নিম্নে (যাহাকে ঘোঁড় বলে, তাহার নিম্নে) যেমন ক্ষুদ্র স্ফোটক (ফুস্কুড়ি) হইয়া থাকে, সেই রূপ স্ফোটক এই ত্রিদোষ জনিত উপদংশেও হইয়া থাকে।

উপদংশ (গর্মি) রোগীর অসাধ্য লক্ষণ। যে উপদংশ রোগাক্রান্ত ব্যক্তির সমস্ত লিঙ্গনাল ক্রিমি কর্ত্তৃক (কীট বা পোকা কর্ত্তৃক) ভক্ষিত হইয়া (পচিয়া পচিয়া) অণ্ডকোষ মাত্র অবশিষ্ট থাকে; তাহার উপদংশের আরোগ্য প্রত্যাশা নাই; এবং সত্বর জীবন ক্ষয় হইবার সম্ভব। *

উপদংশরোগে মৃত্যু চিহ্ন।—যে ব্যক্তি উপদংশ রোগে পীড়িত ও অচিকিৎসিত হইয়া স্ত্রীসংসর্গে রত থাকে, কালক্রমে তাহার লিঙ্গে শোথ ও জ্বালা উপস্থিত হয়, এবং লিঙ্গের অগ্রভাগে আবরণ চর্ম্মের নীচে মাংসপিণ্ডে যে স্ফোটক (ফুস্কুড়ি) হয়, সেই স্ফোটক সত্বর পাকিয়া থাকে, এবং এই ক্ষতে কীট আশু উৎপন্ন হইয়া লিঙ্গ দণ্ডকে নিষ্কোষিত করে (লিঙ্গ দণ্ড পচিয়া যায়), তদন্তে রোগীকাল-করাল-কবলে পতিত হয়।

* যথাযোগ্য সময়ে উপযুক্ত চিকিৎসা না হইলে উপদংশজনিত ক্ষতে অতি সূক্ষ্ম কীট শীঘ্র জন্মাইয়া থাকে।

লিঙ্গবর্ত্তির লক্ষণ।—অঙ্কুরের ন্যায় ঈষদ্দীর্ঘ উপর্য্যুপরি স্থিত অথচ পিচ্ছিল (পেচ্ লা) যে মাংস প্রতান (মাংসজাল) লিঙ্গনালে উৎপন্ন হয় ; সেই মাংসজাল ক্রমে ক্রমে কুক্কুটের মস্তক শিখার ন্যায় উন্নত হইলে ঋষিগণ লিঙ্গবর্ত্তি বা লিঙ্গার্শঃ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। কালক্রমে এই লিঙ্গবর্ত্তি অণ্ডকোষের অভ্যন্তরস্থ সন্ধিস্থান বা পর্ব্বসন্ধি পর্য্যন্ত গমন করিতে পারে।

পারা বা উপদংশ দোষে দূষিত লোকের চিকিৎসা।

পারা বা গর্ম্মিরোগে, এবং পারা গর্ম্মিজন্য বাতরোগে অসংখ্য লোক জীবন-মৃত্যু হইয়া ক্লেশ পাইতেছেন ; কেহবা পারা গর্ম্মির দোষ জন্য মহাব্যাধি'রোগেও পরিণত হইতেছেন। তাঁহাদের নিমিত্ত অমোঘ উপায় বিধান অনুসন্ধান পূর্ব্বক ব্যবহারে আরোগ্য ফল প্রত্যক্ষ করিয়া প্রকাশ করা যাইতেছে। আশাকরি, সকলেই ইহা দ্বারা আরোগ্য লাভান্তে পুনর্নবজীবন প্রাপ্ত হইয়া কালাতিবাহিত করিবেন ; এবং প্রকাশককে সরলান্তঃকরণে সতত আশীর্ব্বাদ করিতে কদাপি বিরত হইবেন না।

১। আয়ুর্ব্বেদোক্ত সাল্ সা।

ইহা অতি গুহ্য, কেহ কাহাকেও শিক্ষা দেয় না, এবং প্রাচীন পুস্তকেও নাই ; সুতরাং কৌটিল্য প্রযুক্ত গোপনেই উৎপত্তি গোপনেইস্থিতি, গুরুপুত্র ছাত্রত্ব স্বীকার করিলেও গুহ্যবিষয় বৈদ্যগণে শিক্ষা দান করেন না, এইরূপ কুটিলতা জন্য সর্ব্বনাশ উপস্থিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না ; যেহেতু ভারতে অত্যধিক অকাল মৃত্যু রুগ্নতা ইত্যাদি লক্ষ্য করিয়া হতজ্ঞান প্রায় হইতে হয় ; যেহেতু চক্ষু মুদ্রিত হইলে মৃত অর্থাৎ প্রাণবায়ু বহির্গত হইলেই পঞ্চভৌতিক দেহ (ক্ষীতি অপ তেজঃ মরুৎ ব্যোম এই পঞ্চ পদার্থে উৎপন্ন দেহ) পাঁচে পাঁচ মিলিত এবং জীবাত্মা, পরমাত্মা সহ মিলন

হইলে আত্মাহঙ্কার, কুটিলতা, মৎপুত্র, মৎকন্যা, মদ্বৈভব ইত্যাদি জ্ঞান কোথায় থাকিবে? এরূপ স্থলে এই ক্রিমিকুলাক্রান্ত ক্ষণবিধ্বংসীভূত শরীর দ্বারা জগজ্জনের হিতার্থে অবশ্য মুক্তকণ্ঠ হইব; অর্থাৎ মৎ কর্ত্তৃক সঞ্চিত চিকিৎসাজ্ঞান সাধারণের উপকারার্থে অবশ্য প্রকাশ করিব। অপরন্তু সালসারম্ভ যথা;—

অনন্তমূল ২ তোলা, গোলাপ ফুলের কুঁড়ি ।০ আনা, গোক্ষুর-বীজ ।০ আনা, চিরেতা ১ তোলা, কালদানা চূর্ণ ৩ রতি, কোয়াচ্‌বীজ ৶০ আনা, জাঙ্গিহরীতকী ।০ আনা, কাস্‌নি ।০ আনা, ধনে ।০ আনা, শির্‌খাস্তা ।০ আনা, মৌরী ।০ আনা, তোপচিনি ৶০ আনা, বার্লি ৶০ আনা, রক্তচন্দন চূর্ণ ।০ আনা, লবঙ্গ ৶০ আনা, গুজ্‌রাটি এলাইচদানা ৶০ আনা, সিয়া-মসিলি ৶০ আনা, বনযোয়ান্ ৶০ আনা, তোকমারি ৶ আনা, দারচিনি ।০ আনা, সালসারুট *২ তোলা, রেউচিনি /০ আনা, যষ্টিমধু ১ তোলা, সা-চা-ফরাস্ ।০ আনা, সিন্‌কোনাবার্ক ॥০ আনা, তেজপত্র ।০ আনা, বেদিয়ান ।০ আনা, বড় এলাইচ ।০ আনা, বড় হরীতকী ৶০ আনা, ম্যাজিরিয়ম্ /০ আনা, পদ্মকাষ্ঠ ।০ আনা, বীচবঁদ ।০ আনা, খর্শাঞ্জন্ ।০ আনা, সালম মিছরি ৶০ আনা, সুরঞ্জন মিছরি ৶০ আনা, গোয়েকাম /০ আনা, ত্রিক্ষুর ৶০ আনা, ইষবগুল ৶০ আনা, তোপ্‌বালাম ৶০ আনা, বিহিদানা ৶০ আনা, যোয়ান ৶০ আনা, তালমাখনা ৶০ আনা, ছৈত্রী ৶০ আনা, সোনাপাতা /০ আনা; এই ৪৪ প্রকার দ্রব্যের লিখিত পরিমাণ মত লইবে। তৎপরে ইহার মধ্যে যে যে বস্তুকে কঠিন বোধ হইবে, তাহাকে কুটা বা চূর্ণ করিয়া সম্যকদ্রব্যকে ২১২ তোলা জলে মৃণ্ময় পাত্রে কাষ্ঠাগ্নির মৃদু সন্তাপে আচ্ছাদন পূর্ব্বক পাকারম্ভ করিবে। তদন্তে ৩০ কি ৩২ তোলা আন্দাজ জল সত্বে অবতরণ ও চকোটার পর পরিষ্কার সূক্ষ্ম বস্ত্রে ছাঁকা হইলে ৬৪ নং ঔষধ পটাস আইয়োডাইড্ ৮ গ্রেণ যোগ করিয়া ২ ঘণ্টা অন্তর ৫ তোলা পরিমাণে

* সালসারুট্, সাচাফরাস, সিন্‌কোনা বার্ক, ম্যাজিরিয়ম্, গোয়েকাম্, পটাস আইয়োডাইড্, এই কয়েকটি দ্রব্যের অসীম গুণ থাকা নিবন্ধন এই ফর্দ্দসহ যোগ করিয়া দিলাম।

দিবসে ৬ বার করিয়া পারা বা গর্ম্মি রোগাক্রান্ত রোগীকে সেবন করাইলে পারা বা গর্ম্মির ক্ষত, হস্ত পদাদির কদাকার চিহ্ন, বিবর্ণতা, কুষ্ঠ রোগের প্রথমাবস্থার দুশ্চিহ্ন, হস্তপদির দাহ, চক্ষুর্জ্জ্বলন, জিহ্বায়ক্ষত, নাসার মধ্যগত ক্ষত ইত্যাদি সত্বর আরোগ্য হয়, এবং দিন দিন রোগীর দেহস্থ শোণিত পরিষ্কার হইয়া ঘোর লালবর্ণ অর্থাৎ রক্তপূর্ণ দেহ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। বৃদ্ধ হইলেও পূর্ব্ববৎ (যুববৎ) আচরণ (স্ত্রীগমন ইত্যাদি) করিতে সমর্থ। ২ মাস পর্য্যন্ত নিয়ত এইরূপে আয়োজন করিয়া নিত্য পাক করাইয়া সেবনার্হ; কিন্তু বাসি হইলে গুণান্তর হয়।

পথ্য ব্যবস্থা।—ঘৃতাক্ত বুট অহর মুগ ও মসুরির দাল, ডাল্না, শুক্তানি, আলু, পটোল, ইচড়, কলম্বীশাক, মাণকচু, মোচা, ডম্বুর, ওল ইত্যাদি দ্বারা যে কোন ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইতে পারে, তৎসহ একসন্ধ্যা সূক্ষ্ম এবং পুরাণ চাউলের অন্ন; বৈকালে মাংসের ঝোল, ফুল্‌কা লুচি ও রুটি, বস্তাদুগ্ধ, মোহনভোগ, গজা, মেঠাই ইত্যাদি বলকর ঘৃতপক্ক মাত্র ব্যবহার্য্য।

অপথ্য। শাক, অম্ল, কলায়ের দাল, দিবানিদ্রা, চিন্তা, বাসিদ্রব্য, স্ত্রীগমন ইত্যাদি।

২। সাল্‌সা।

অনন্তমূল ১৪ তোলা, সিনকোনা বার্ক ৪ তোলা, চিরেতা ১৪ তোলা, এই সকলকে কুটা করিয়া মৃণ্ময়পাত্রে ৬ সের জলে ৪। ৫ ঘণ্টা ভিজনার পর মৃদুকাষ্ঠাগ্নির সন্তাপে সিদ্ধ করিয়া কাঁচি একসের জল থাকিতে অবতরণ ও ছাঁকা হইলে গরম অবস্থায় একৃষ্ট্রাক্‌ট্‌-জেমেকা সাল্‌সা ৪ তোলা যোগ করিয়া (গুলিয়া) তৎপরে রেক্‌টিফাইড্‌-স্পিরিট্‌ অর্দ্ধ ছটাক যোগ পূর্ব্বক বোতলের মুখ বন্দ করিয়া রাখিবে, পারা বা গর্ম্মিরোগাক্রান্ত ব্যক্তি

অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে দিবসে তিন বার সেবন করিবে। প্রতি বারে ৩ গ্রেণ পটাস আইয়োডাইড যোগ পূর্ব্বক সেবিত হইলে বিশেষ ফল লাভ হয়। (৫৭ পৃষ্ঠায় ৬৪ নং দেখ) এইরূপে কিছুদিন সেবন করিলে পারা ও গর্ম্মির দোষমাত্র (ক্ষত ইত্যাদি) এক সপ্তাহ মধ্যে আরোগ্য হইবে; কিন্তু দেহসংশোধন জন্য মাসাবধি এইরূপে সেবনাদি নিতান্ত আবশ্যক। এখানে যাহা উক্ত হইল, তাহাতে এক বোতল সাল্‌সা প্রস্তুত হইবে।

এই সাল্‌সা নিয়মিতরূপে সেবন করিয়া নিত্য নিত্য ।০ আনা পরিমাণে সোনাপাতা জলে ভিজাইয়া সেই জল পান পূর্ব্বক মল পরিষ্কার রাখিবে। যদি সহজেই মল পরিষ্কার হয়, তাহা হইলে সোনাপাতা ভিজনার জল পান করিবার আবশ্যক নাই। নিত্য মল পরিষ্কার জন্য পশ্চাৎ লিখিত অভয়মোদক নিত্য একটি করিয়া সেবনেও মল পরিষ্কার হইবে, অথবা প্রতি সপ্তাহে এক এক বার পশ্চাৎ কথিত বিবেচক (জোলাপ) ঔষধশ্রেণী দেখিয়া তন্মধ্যগত একটি জোলাপ ব্যবহার করিয়া মল পরিষ্কার রাখিলে সালসা ব্যবহার জন্য পূর্ব্ব লিখিত অসীম ফল অবশ্য প্রাপ্তি হইবে। পথ্যাদি পূর্ব্বোক্ত সালসার ন্যায়।

৩। সাল্‌সা।

সাল্‌সারুট জেমেকা	৭ তোলা।
গোয়েকামউড্‌	॥৵০ আনা।
ম্যাজিরিয়ম্‌ বার্ক	।৵০ আনা।
সা-চা-ফরাস্‌ রুট্‌	॥৵০ আনা।
যষ্টিমধু	॥৵০ আনা।
গরম জল	১৷৷০ পাইণ্ট ৩০ ঔন্স।

এই সমস্ত কুটা করিয়া ঐ ১৷৷০ পাইণ্ট গরমজলে ১ ঘণ্টা কাল ভিজাইয়া রাখিবে। তৎপরে ১০ মিনিট কাল আচ্ছাদন পূর্ব্বক মৃণ্ময় পাত্রে সিদ্ধ করিবে। তাহার পর শীতল হইলে চোকুটিয়া ও ছাঁকিয়া

লইলে, ১ পাইণ্ট ডিককসন পাওয়া যাইবে, যদ্যপি এক পাইণ্ট জলের কম হয়; তাহা হইলে ঐ শিটায় কিঞ্চিৎ জল সংযোগ করিয়া এক পাইণ্ট পূর্ণ করিয়া লইবে। মাত্রা ১ হইতে ২ ঔন্স পর্য্যন্ত। এই মাত্রায় দিবসে ৩ বার সেবনীয়। যদি রোগীর গর্ম্মির বা পারার দোষ থাকে, তাহা হইলে প্রতি মাত্রায় ৩ গ্রেণ হইতে ৫ গ্রেণ পর্য্যন্ত ৬৪ নং ঔষধ পটাস আইয়োডাইড্ যোগ করিয়া সেবন (৫৭ পৃষ্ঠা হইতে দেখ) করাইবে। ইহাসেবনে দিন দিন শোণিত পরিষ্কার হইয়া পারা গর্ম্মির দোষ নিবারণ হয়, এবং দেহ পুষ্টি ও রূপ লাবণ্য ইত্যাদি ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে।

পচন নিবারণার্থে প্রতি বোতলে ৪০ নং ঔষধ রেক্টিফাইড্ স্পিরিট্ ১ ঔন্স পরিমাণে যোগ করিয়া রাখিলে উত্তম অবস্থায় ঔষধাদি থাকে।

পারা বা গর্ম্মি রোগাক্রান্ত ব্যক্তির ক্ষতাদি অন্য কোন চিকিৎসায় আরোগ্য হইয়া যদি পুনর্ব্বার গাত্রে বা নাসামধ্যে ও জিহ্বায় ক্ষত প্রকাশ হয় অথবা সর্ব্বাঙ্গের বা পুরুষাঙ্গের ক্ষতাদি জন্য রোগী অস্থির ও কাতর হয়, তাহা হইলে শীঘ্র আরোগ্য জন্য এই সাল্সার ২৪ ঔন্স বড় বোতল প্রতি ৬২ নম্বরের ঔষধ ডনভান্স্‌সোলুউসন্ ৪ ড্রাম যোগ করিয়া নিত্য ঐ সাল্সার অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে দিবসে তিনবার করিয়া রোগীকে সেবন করাইলে অসাধ্য ক্ষতাদি গাত্রে প্রকাশ থাকিলেও সাল্সা সহ ডনভান্স্ সোলুউসন প্রয়োগ হইবা মাত্র সত্বর আরোগ্য হইবে, সন্দেহ নাই।

নিত্য মল পরিষ্কার জন্য দ্বিতীয় (২ নম্বর) সালসার নিম্নে লিখিত উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক জোলাপ লইয়া মল পরিষ্কার রাখা আবশ্যক। এই সালসা নিয়মিতরূপে ৭।৮ সপ্তাহ সেবন করা বিধেয়। ইতি-মধ্যেই পুষ্টি, নির্ব্যাধি ও লালবর্ণ অর্থাৎ বিশুদ্ধ শোণিত পূর্ণ দেহ ও তেজস্কর হইবে সংশয় নাই। পথ্যাদির বিষয় প্রথম (১ নম্বর) সালসা বিধানে লিখিয়াছি দৃষ্টি করুন।

সাল্‌সা পাক করিয়া যে পরিমাণেজল সত্ত্বে নামাইবার উপদেশ আছে, পাকাবশিষ্টে সেই পরিমাণ জল সত্ত্বে নামাইবার বিধিমত চেষ্টা করিবে। অনুমানভ্রমবশতঃ যদি কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত-জল-সত্ত্বে অবতরণ করা হয় তাহা হইলে নিয়মিত মাত্রায় গ্রহণ করিয়া পটাস আইয়োডাইড (৬৪ নং ঔষধ), গাত্রে ক্ষতাদি থাকিলে ৬২ নং ঔষধ ডনভান্স সোলুউসন, পচন নিবারণজন্য ৪০ নং ঔষধ রেক্টীফাইড স্পিরিট ইত্যাদি তথাকার অর্থাৎ সাল্‌সার বা নম্বরস্থিত ঔষধের মাত্রা দৃষ্টি পূর্ব্বক যোগ করিয়া সেবন করাইবে। তৎপশ্চাৎ অতিরিক্ত সাল্‌সার মসলাপাকের জল-টুকু অপর বোতলে বা শিশিতে স্থাপন পূর্ব্বক পরিমাণানুসারে পটাস্ আইয়োডাইড, ডনভান্স সোলুউসন ও স্পিরিট ইত্যাদি যোগ করিয়া রোগীকে সেবন করাইবে। ফলতঃ সাল্‌সার কাথ পাতলা হইলে কিঞ্চিৎ বিলম্বে ফললাভ হয় বলিয়া পাকাবশেষে নিয়মিত মাত্রায় রাখা আবশ্যক।

সামান্য প্রতিকার যথা ;—কলম্বীশাক ভক্ষণে কিম্বা কাঁটানটে শাক ও কলম্বীশাকের কাথ পানে, আমরুলের রসপানে, কুক্‌সিমার রসপানে, আমলসাই গন্ধকচূর্ণ সেবনে, পালিতামাদারের পাতার রসপানে; এই সকল উপায় বিধানে পারার দোষমাত্র নিবৃত্তি হয়। আর আফিং ব্যবহারীর উদর গরম হইয়া যদি বিশেষ কষ্টাদি হয়, তাহা হইলে কলম্বী শাকের ঝোল পান করাইলে স্বাস্থ্য লাভ করে।

টিঞ্চার-আয়ডিন ৫ হইতে ১০ বিন্দু পর্য্যন্ত কিঞ্চিৎ জল-সংযোগে দিবসে দুইবার করিয়া কিছু দিন ব্যবহার করিলে, পারাজন্য বাতে ধরা ও গাত্রের কদাকার চিহ্ন ইত্যাদি আরোগ্য হইয়া রক্ত ও বর্ণ পরিষ্কার হয়।

যষ্টিমধু ।০ চারি আনা, অনন্তমূল ২ তোলা, সিন্‌কোনাবার্ক্ ৷৷০ আধ্ তোলা, চিরেতা ২ তোলা, মলপরিষ্কার জন্য সোনাপাতা ।০ চারি আনা; এই সকল দ্রব্যকে ঈষৎ কুটা করিয়া মৃণ্ময়পাত্রে ৮০ তোলা জলে সিদ্ধ করা হইলে ২০ তোলা জলসত্ত্বে অবতরণ ও ছাঁকিয়া ৮ রতি পরিমাণে পটাস আইয়োডাইড বা হাইড্রাস্-পটাস্ (৬৪ নং দেখ) যোগ করিয়া

৩ ঘণ্টা অন্তর তিন বারে সেবন বিধি। নিত্য এইরূপে প্রস্তুত করিয়া কিছুদিন সেবন করিলে গর্ম্মি ও পারাজন্য গলিত-কুষ্ঠের ন্যায় ভয়ানক রোগাক্রান্ত হইলেও অতি সত্বর আরোগ্য হয়।

ধূমগ্রহণ (ভাবরা) বিধান।

চাউলমুগুরার-বীজ ৪ তোলা, নিম্ববীজ ১০ তোলা, নিসিন্দাবীজ ৫ তোলা, আকন্দশিকড় ৩ তোলা, এরণ্ডশস্য ৫ তোলা, তিসি ৫ তোলা, পোস্ত ৫ তোলা, অহিফেন (আফিং) ৫ রতি, গেরিমাটি ১০ তোলা, অনন্তমূল ৫ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, মুদ্রাশঙ্খ ।০ চারি আনা, মঞ্জিষ্ঠা ১০ তোলা, কুক্‌সিমার রস ১ সের; এই সমস্ত দ্রব্যকে কুটা করিয়া বৃহৎ হাঁড়ি দুইটির মধ্যে সমভাগে রাখিয়া প্রত্যেক হাঁড়ির মশলাকে দশ বা বার সের জলে সিদ্ধ করিবে, ঐ বকাল সিদ্ধের সময় সরা, ন্যাকড়া, ময়দা বা কাদা ইত্যাদি দ্বারা ঐ হাঁড়ির মুখ বিশেষরূপে আবদ্ধ করিবে; কোন মতে ধূম বাহির হইতে দিবে না। তৎপরে রোগীকে খাটে বা বেতের ছিটুনি-চেয়ারে বসাইয়া কম্বল ও বনাৎ ইত্যাদি দ্বারা সেই খাট বা চেয়ার সহ রোগীকে আচ্ছাদন করিবে; তৎপরে সেই খাটের নিম্নে ঐ উত্তপ্ত ভাবরার হাঁড়ি বসাইয়া ক্রমে ক্রমে হাঁড়ির ঢাকা খুলিয়া রোগীর গাত্রে ধূম লাগাইবে, তৎপশ্চাৎ এইরূপে অপর হাঁড়ির ধূম গ্রহণ করাইয়া বিলক্ষণ ঘর্ম্ম নির্গত হয় উত্তম, নতুবা ঐ হাঁড়ির মশলাকে পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ পাক ও ধূম গ্রহণ করাইলে কিছু সময় পরে রোগীর গাত্র হইতে অসীম ঘর্ম্ম ও পারা বাহির হইবে (খাটের নিম্নে দৃষ্টি করিলে পারাবিন্দু লক্ষ্য হয়)। তৎপরে নিম্ন লেখিত দ্রব্য সকল বাটিয়া গাত্রে মর্দ্দন এবং ভাবরার হাঁড়ির জলে গাত্রমার্জ্জন ও প্রক্ষালন করাইলে গরমবস্ত্রাদি পরিধান ও মাংসের যূষ অথবা বঙ্কা দুগ্ধ পান করাইবে। এই নিয়মে ভাবরা আর পূর্ব্বোক্ত সাল্‌সা ব্যবহার করাইলে গর্ম্মি ও পারা রোগাক্রান্ত ব্যক্তিমাত্রে আরোগ্য লাভ করিবে।

পারা বা গর্ম্মিতে এমন্ রোগ উদ্ভব করিতে পারে না, যাহা এই পুস্তকে লিখিত সাল্‌সা, ভাবরা ও পথ্য ইত্যাদি দ্বারা আরোগ্য না হয়।

ভাবরার পর গাত্রমার্জ্জন দ্রব্য।—গেরিমাটি ।০ চারি আনা, সাদা তিল ২ তোলা, পোস্তরদানা ২ তোলা, চিরঞ্জি ৪ তোলা, কর্পূর ১ তোলা, তিলতৈল ১ তোলা, ময়দা ২ তোলা, শ্বেতচন্দনগুঁড়া ১ তোলা, চাল্‌মুগুরার বীজ অথবা চাল্‌মুগুরার তৈল ১ তোলা ; এই সকলকে একত্র পেষণ এবং গাত্রে মর্দ্দন ও উপরি উক্ত নিয়মে ভাববার জলে গাত্র প্রক্ষালনাদি করিবে।

আফিংমিশ্রিত জল গরম করিয়া সেই জল এবং কার্ব্বলিক সাবান এই উভয় দ্বারা ক্ষতস্থান প্রক্ষালন হইলে ৩০ ফোঁটা কার্ব্বলিক য়্যাসিড, সুইট অয়েল ১ ঔন্স, এই উভয় মিলিত করিয়া লিণ্ট্ (বস্ত্র বিশেষ) ভিজাইয়া ক্ষতস্থানে প্রদত্ত হইলে বিশেষ উপকার দর্শে।

পারা বা গর্ম্মির জন্য গাত্রে কদাকার চিহ্ন প্রকাশিত হইলে সেই দুশ্চিহ্নের উপরি চাউলমুগুরার তৈল মর্দ্দনে বিলুপ্ত হয়। কষ্টিক ঘর্ষণ দ্বারা ক্ষতস্থান দগ্ধকরিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

তামার পাত্রে তামার ৪।৫ টী পয়সা, মাখন ১০ তোলা এবং কিঞ্চিৎ সোয়াগার খৈ এই সমস্ত একত্রীভূত করিয়া নিম্ব দণ্ড দ্বারা দুই চারি দিবস মর্দ্দিত হইলে যখন ঐ মাখন নীল বর্ণ হইবে, সেই সময় পূর্ব্বোক্ত আফিং গোলা গরমজল ও কার্ব্বলিক সোপে প্রক্ষালন করিয়া এই মাখনের পটি গর্ম্মির ক্ষতস্থানে প্রদত্ত হইবে এবং ৵০ দুই আনা পরিমাণে দিবসে দুইবার রোগীকে সেবন করাইলে উপদংশ (গর্ম্মি) রোগ মাত্র আরোগ্য হইয়া থাকে।

ন্যাকড়া পোড়া ছাই ১ ভাগ, গুলি খাওয়া অর্থাৎ গুলির ছিটেপোড়া ছাই ১ ভাগ, এই উভয় মিশ্রিত করিয়া জলদ্বারা মর্দ্দিত হইলে যে মলম হইবে ; সেই মলম (পটি) গর্ম্মি ইত্যাদি রোগের ক্ষতস্থানে ব্যবহার করিলে শীঘ্র গর্ম্মির বা অপর ক্ষতাদি আরোগ্য হইয়া থাকে।

বিবেচক বা জোলাপ ঔষধ।

১। রিফাইন করা অর্থাৎ পবিষ্কৃত ২নং ঔষধ এরণ্ডতৈল (রেড়ির তৈল) ১ ঔন্স হইতে ২ ঔন্স পর্য্যন্ত মাত্রায় গ্রহণ ও কিঞ্চিৎ গরম জল সহ মিশ্রিত করিয়া সেবন পূর্ব্বক গরমপোষাক পরিধান করণানন্তর নির্বাত স্থানে ২। ৪ ঘটিকা কালাতিবাহিত করার পর ৪। ৫ বার মলত্যাগ হইবার সম্ভব ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

রোগীর যদি ক্রিমিদোষ থাকে, তাহা হইলে জোলাপ লইবার পূর্ব্ব-দিনে কিঞ্চিৎ চিনির সহিত ৬ গ্রেণ অর্থাৎ ৩ রতি ৩৮ নং ঔষধ স্যাণ্টু-নাইন যোগ করিয়া ৩ টী মোড়া প্রস্তুত পূর্ব্বক ২। ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিবে; পরদিন ঐ পরিষ্কৃত রেড়ীর তৈল সহ ১০ হইতে ২০ বিন্দু পর্য্যন্ত তারপিন যোগ করিয়া সেবন করিলে ক্রিমির কোন সন্দেহ থাকিবে না, ছোট বা বড় ক্রিমি মাত্র নির্গত হইবে।

এই পরিষ্কৃত এরণ্ড তৈল খাইতে সকলেই অতিকষ্ট বোধ করেন, এজন্য উপায় বিধান হইতেছে যে, পূর্ব্বোক্ত পরিমিত ও পরিকৃত এরণ্ডতৈল, গরম দুগ্ধ ১ এক ছটাক আর কিঞ্চিৎ চিনি বা মিছিরির গুঁড়া শিশির মধ্যে একত্র করিয়া বিলক্ষণ নাড়িয়া লইবে। পরে কলাপাতের থিলি অর্থাৎ নিম্নদেশ সরু এমন একটি পাতার ঠোঙ প্রস্তুত করিবে; এবং সেই ঠোঙকে কাঁটা বা সরু কাটি অথবা আল্পিন দ্বারা বিদ্ধ করিয়া ঠোঙের নিম্ন ভাগের ২। ১ অঙ্গুলিকে কাঁচি বা ছুরি দ্বারা কাটিলে পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড় ছিদ্র প্রকাশ হইবে; রোগী বসিয়া ঐ ঠোঙের ছিদ্রবিশিষ্ট সরু দিক মুখের ভিতর প্রবেশ করাইয়া ধরিয়া থাকিবে; দ্বিতীয় একজন ঐ পূর্ব্বপ্রস্তুত রেড়ির তৈলের শিশি ধরিয়া ক্রমে ক্রমে ঐ ঠোঙে ঢালিয়া দিবে; এই সময় রোগী ক্রমে ক্রমে গলাধঃকরণ করিতে থাকিবে, এইরূপে সেবন করিলে মুখে লাগে না, খাইতেও কষ্ট নাই। ইহা পরীক্ষা পূর্ব্বক লেখা হইল। অথবা ৬৩ পৃষ্ঠার ৬ লাইন হইতে ১৭ লাইন পর্য্যন্ত দৃষ্টি করিয়া সেই মত সেবন করিলেও কোন কষ্ট হইবে না।

ক্যাষ্টরয়েল সেবনের সুখকর উপায়।—জোলাপের পরিমিত ক্যাষ্টরয়েল সহ সমভাগে ডাবের জল যোগ করিয়া সেবনে কোন কষ্ট নাই। সেবনের পর ডাবের জলে ২। ১ টি কুলি ও কিঞ্চিৎ পান করিলে কোন গন্ধাদি বা কষ্ট থাকিবে না।

২। ১ হইতে ১।।০ তোলা পর্য্যন্ত পরিষ্কার সোনাপাতাকে ৩। ৪ ঘণ্টা ১০ তোলা শীতল জলে ভিজনার পর ছাঁকিয়া সেই জল পান করিয়া গরম পোষাকে ও নির্বাত স্থানে থাকিলে ২। ৩ বার উত্তম মলত্যাগ হইয়া থাকে। এই জোলাপে দেহস্থ রস ও দগ্ধপিত্ত নির্গত হয়। কিন্তু এই সোনাপাতার জোলাপ লইলে উদরে অতি কুনানি (যাতনা বিশেষ) হয়। কেহ বা এই সোনামুখীর পাতাকে গরম জলে ফেলিয়া আচ্ছাদন (ঢাকা) দিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা পরিমিত সময় অন্তে ঐ জল ছাঁকিয়া পান পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ গরম পোষাক ইত্যাদি ব্যবহার করিলে ঐরূপ জোলাপ হইয়া ফলদায়ক হয়।

৩। সোনাপাতা ১ এক তোলা, জাঙ্গী হরীতকী ১ তোলা, উদরে বেদনা থাকিলে আধ্‌কুটা শুঁঠ ১ তোলা; এই ৩ তোলাকে একত্র মৃন্ময় পাত্রে ৩২ তোলা জলে পাক করিয়া ৫। ৬ তোলা জলসত্বে অবতরণ ও ছাঁকা হইলে কিঞ্চিৎ উষ্ণ সত্বে ঐ জল পান করাইলে উত্তম জোলাপ হইয়া উদরস্থ বেদনার শান্তি হইতে পারে।

৪। সোনাপাতা ।।০ তোলা, সল্ট ২।।০ আড়াইতোলা এই ৩ তোলাকে ১২ তোলা জলে ভিজাইয়া ৩। ৪ ঘণ্টার পর ছাঁকিয়া পান করাইলে উত্তম জোলাপ হইয়া থাকে।

৫। অভয়মোদক।

প্রস্তুত প্রণালী।—সোনামুখীর পাতাকে পরিষ্কাররূপে বাছাই করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক ও হামানদিস্তায় চূর্ণ এবং পরিষ্কার বস্ত্রে ছাঁকা হইলে যে চূর্ণ হইবে, সেই চূর্ণের সমান কাশীর চিনি কিম্বা মিছরি লইবে। তৎপশ্চাৎ অগ্রে অগ্নিকুণ্ডে কটাহ চাপাইয়া চিনি বা মিছরিকে জলে গুলিয়া

রস প্রস্তুত করিবে, এই রস গাঢ় হইতে হইতে যেমন অল্প হইয়া আসিবে, সেই সময় এই অনুমান স্থির করিতে হইবে যে, এই রূপ তরল অবস্থায় এই শুষ্ক সোনাপাতা চূর্ণগুলি ইহাতে নিক্ষেপ করিবামাত্র অবশ্য কর্দ্দমবৎ হইবে, তদন্তে ঐ রসে উহা নিক্ষেপ পূর্ব্বক আলোড়ন ও অবতরণ করিয়া তদ্দ্বারা বড় কুলের মত বটিকা প্রস্তুত ও শুষ্ক করিতে হইবে।

সেবন প্রণালী।—যাহার কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু অর্থাৎ যাহার সহজে মল পরিষ্কার হয় না; সেই ব্যক্তি রাত্রিকালে আহারান্তে শয়ন পূর্ব্বে এই অভয়মোদক বটী নিত্য একটী মুখে ফেলিয়া চর্ব্বণ পূর্ব্বক জল দ্বারা সেবন করিলে প্রাতে অতি সহজে উদর পরিষ্কার হইয়া একবার মাত্র মলত্যাগ হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন যাহার মলবদ্ধ হইবে, তিনিই ঐরূপে সেবন করিলে অবশ্য তাঁহার মল পরিষ্কার হইবে। ইহা অতি চমৎকার 'মৃদুবিরেচক ঔষধ।

৬। ত্রিবিচ্চূর্ণের জোলাপ।

অরুণ বর্ণ লতা, (ডাঁটা) বিশিষ্ট তেউড়ীর কেবল মূলকে খণ্ড খণ্ড করিয়া রৌদ্রে পরিশুষ্ক হইলে হামামদিস্তায় চূর্ণ ও বস্ত্রে ছাঁকা হইলে শিশিমধ্যে রাখিবে এবং মধ্যে মধ্যে রৌদ্রে দিবে। ইহা দ্বারা জোলাপ লইবার ইচ্ছা হইলে কিঞ্চিৎ চিনিসহ এই তেউড়ীচূর্ণ ।০ চারি আনা হইতে ৷৷০ আট আনা পর্য্যন্ত যোগ করিয়া সেবন করিলে উত্তম জোলাপ হইবে। সহসা ৷৷০ আনা মাত্রা ব্যবহার করিবে না। ।০ আনা, ।/০ আনা, ।৶০ আনা মাত্রায় প্রায় ব্যবহার হইয়া থাকে, এইরূপে জোলাপ লইলে ৩।৪।৫ বার পর্য্যন্ত মলত্যাগ হইতে পারে। চূর্ণ ঔষধ-মাত্র একমাস পর্য্যন্ত সতেজঃ থাকিয়া ক্রমে বীর্য্যবিহীন হইতে পারে।

৭। ত্রৈলোক্য চূর্ণ।

বস্ত্রে ছাঁকা সোনাপাতাচূর্ণ ১ ভাগ, বস্ত্রে ছাঁকা কালদানা চূর্ণ ১ ভাগ, বস্ত্রে ছাঁকা তেউড়ী চূর্ণ ১ ভাগ, কাশীর চিনি ৩ ভাগ, এই সমস্ত

মিলিত করিয়া ॥০ আট আনা মাত্রা হইতে ৸০ বার আনা মাত্রা পর্য্যন্ত সেবন করিলে ৩।৪ বার মলত্যাগ হইয়া থাকে। জীর্ণ বা বিকারাবস্থাব রোগীকে ২।১ বার মলত্যাগ করাইবার ইচ্ছা হইলে ইহার ৵০ দুই আনা মাত্রায় পুরীয়া প্রস্তুত পূর্ব্বক ১ ঘণ্টা অন্তর এক এক পুরীয়া সেবন করাইলে অতি সহজে ২।১ বার মলত্যাগ হইতে পাবে।

৮। হরীতকীর জোলাপ।

৫।৬টি হরীতকীর শস্য জলসহ শীলাতলে পেষিত হইলে মৃদু অগ্নির উত্তাপে ঈষৎ উষ্ণ করিয়া সেবন করিলে উত্তমরূপে জোলাপ হইয়া থাকে।

৯। বিরেচনে সুখজনক মৃদু উপায়।

সহজে মল পরিষ্কার না হইলে গরম বস্কাহ্নে মুড়কীসংযোগে সুখজনক উষ্ণসত্বে ফলাহার করিলে সহজে মল পরিষ্কার হয়।

১০। কাঁচা বেল দাত্র দ্বারা কাটিয়া খোসা (খোলা) ছাড়াইয়া চাকা চাকা করিয়া কাটিবে। তৎপরে সোরু সোরু কাটি (খোঁচা) দ্বারা ঐ চাকাব মধ্য হইতে য়াঁটি ও আটা বাহির করিয়া জলে প্রক্ষালন হইলে পরিমিত জলে সিদ্ধ কবিবে। তদনন্তর ঐ বেলসিদ্ধ, মিছিরি বা চিনি অভাবে গুড়সহ ভক্ষণে, না হয় কেবল বেলসিদ্ধ ভক্ষণে অতি উত্তম মলত্যাগ হয়। অথচ শরীবের কোন গ্লানি হয় না।

১১। জোলাপ পাউডার (৬৩ নম্বরেব ঔষধ) ৩০ গ্রেণ অর্থাৎ ৵১০ আড়াই আনা পরিমাণে সেবন করিলে উত্তমরূপে ৩।৪ বার মলত্যাগ হইবে।

১২। পলভ্রিয়াই বা রেউচিনি (৯ নম্বর ঔষধ) ২০ গ্রেণ, কার্ব্বনেট অফ্ ম্যাগ্নিসিয়া (১৭ নম্বরের ঔষধ) ২০ গ্রেণ, মোটে এই ৪০ গ্রেণকে ৪ অংশে বিভক্ত করিয়া পুরীয়া প্রস্তুত করিবে। তদন্তে এক ঘণ্টা অন্তর এক এক পুরীয়া সেবিত হইলে ২।৩ বার উত্তমরূপে মলত্যাগ হইয়া দেহ সুস্থ হইতে থাকে।

১৩। ইচ্ছাভেদী বটিকা।

কজ্জলী প্রস্তুত প্রণালী ;—রশুন সহ ২।৩ দিবস পারা মর্দ্দিত হইলে পারার দোষ সংশোধন হইয়া যায়। তৎপরে ঐ রশুন হইতে পারা ছাঁকিয়া ও জলে প্রক্ষালন করিয়া লইবে। তৎপশ্চাৎ আমলসাহা গন্ধক, অভাবে সামান্য গন্ধককে হাতা দ্বারা অগ্নিকুণ্ডে ধারণ করিলে দ্রবীভূত হইবা মাত্র ঐ দ্রবীভূত গন্ধককে দুগ্ধে নিক্ষেপ করিবে অর্থাৎ ঢালিবে। ঐ গন্ধকের অবশিষ্ট অংশকে এইরূপে দ্রব করিয়া দুগ্ধে নিক্ষিপ্ত হইলে গন্ধকের দোষ সংশোধন হইয়া থাকে। তদনন্তর এই শোধিত পারা আর গন্ধক সমভাবে লইয়া খলে একত্র মর্দ্দিত হইলে অর্থাৎ ২।৪ দিবস নিরত মর্দ্দন করিতে করিতে কজ্জলবৎ কৃষ্ণবর্ণ হইলেই কজ্জলী প্রস্তুত হইল।

জয়পাল শোধনের নিয়ম।—জয়পালের দানা ভাঙ্গিয়া খোসা নিক্ষেপ পূর্ব্বক যে শস্য লাভ হইবে; সেই খোসা রহিত জয়পাল শস্যকে দুগ্ধে কিছু সময় সিদ্ধ করিয়া প্রক্ষালন পূর্ব্বক ছুরি বা সূক্ষ্ম অস্ত্র দ্বারা ঐ জয়পালের শস্যকে চিরিলে ঐ জয়পালের মধ্যগত সূক্ষ্ম বিষপত্র দেখা যাইবে, সেই অস্ত্র দ্বারা দ্বিখণ্ডিত (চেরা) ঐ জয়পালের মধ্যদেশ হইতে সেই বিষপত্রকে সূচ বা আলপীনে কিম্বা ছুরির অগ্র ভাগ দ্বারা নিক্ষেপ পূর্ব্বক রৌদ্রে শুষ্ক করিলেই শোধিত জয়পাল হইল। ইহা দ্বারা অপকার করে না।

ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী।—বস্ত্রে ছাঁকা শুঁঠ চূর্ণ ১ ভাগ, বস্ত্রে ছাঁকা মরিচচূর্ণ ১ ভাগ, পূর্ব্বোক্ত কজ্জলী ২ ভাগ, সোহাগার পরিষ্কার খৈ ১ ভাগ, পূর্ব্বোক্ত শোধিত জয়পাল ৩ ভাগ, এই সমস্ত দ্রব্য খলে একত্র বিলক্ষণ মর্দ্দন হইলে ২ রতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। ইহা যত পুরাণ হইবে তত-ই ভাল ঔষধ হইবে। জোলাপ লইবার আবশ্যক হইলে এই ইচ্ছাভেদী বটীর একটি মাত্র চিনির সহিত মর্দ্দন করিয়া চিনির জলের সহিত সেবন করাইলে সত্বর

৪। ৫ বার মলত্যাগ হয়। ভেদ থামাইবার আবশ্যক হইলে মিছিরি বা চিনির সর্ব্বোৎ পান করাইলে উদর শীতল হইয়া বাহ্যে বন্ধ হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবনের পরেই গা বমি বমি করে, একারণ নানাবিধ মশলা সহ উত্তম পান (তাম্বূল) খাইলে বমন বেগ নিবারণ হইতে পারে। এক বার বাহ্যে হইলে আর বমনের আশঙ্কা নাই। ইহা সর্ব্বদা ব্যবহার ও প্রযোগে সকল স্থানেই আনন্দকর ফল দৃষ্ট হইয়া থাকে।

এই বটীর নিয়মিত আকৃতি অপেক্ষা অতি ক্ষুদ্ররূপে প্রস্তুত পূর্ব্বক রোগীর অবস্থা লক্ষ্য করিয়া একটী বা দুইটী আবশ্যক বিধায়ে বিবেচনা পূর্ব্বক প্রযোগ করা হয়। অতি শিশুগণের পক্ষে ইহার মাত্রা ½ গ্রেণ হইতে ১ গ্রেণ পরিমাণে প্রয়োগ হইতে পারে। এরূপ ভেদক ঔষধ অতি বিরল। ইহা প্রয়োগে শরীরের রস ও দগ্ধপিত্তাদি সহ মল নির্গত হয়।

১৪। সামান্যবিরেচক।—হরীতকী চূর্ণ ১ ভাগ, বহেড়া চূর্ণ ১ ভাগ, আমলা চূর্ণ ১ ভাগ, বিটলবণ ১ ভাগ, মৌবিচূর্ণ ১ ভাগ, ক্ষেত্র-পর্পটী চূর্ণ ১ ভাগ; এই সমস্ত চূর্ণের সমান সোনাপাতা চূর্ণ যোগ করিয়া একত্র মিশ্রিত হইলে রাত্রিকালে আহারান্তে ২ ঘণ্টা পরে ॥० আনা পরিমাণে সেবন হইলে পরদিন প্রাতে অতি উত্তম মল পরিষ্কার হইবে। ঐ সকল চূর্ণকে সূক্ষ্ম বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইতে হয়।

১৫। বেড্ পিল বা সুখকর জোলাপ।—* পিলরিয়াই কম্পাউণ্ড ১ ড্রাম, † এক্ষ্ট্রাক্ট কলসিন্থ ১ ড্রাম, এই উভয় মিশ্রিত করিয়া কিঞ্চিৎ কার্ব্বনেট অফ ম্যাগ্নিসিয়া যোগে ২ কি ৩ পিল প্রস্তুত করিয়া রাত্রিকালে ১ ঘণ্টা অন্তর এক একটি সেবন করিলে, পর দিন প্রাতে ২। ৩ বার উত্তম দাস্ত হইয়া দেহ পবিত্র হয়।

---

* পিলরিয়াই কম্পাউণ্ড। ক্রিয়া,—অল্প মাত্রায় আশ্লেষ, সঙ্কোচক, বৃহৎ মাত্রায় বিরেচক, মাত্রা ৫ হইতে ১০ গ্রেণ। বিরেচন জন্য ইহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক দেওয়া যায়।

† এক্ষ্ট্রাক্ট কলসিন্থ। ক্রিয়া,—বিরেচক ইত্যাদি, মাত্রা ৫ হইতে ১০ গ্রেণ, বিরেচন জন্য ইহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক দেওয়া যায়।

১৬। সুখজনক জোলাপ।—সোঁদালফলের মজ্জা অর্থাৎ ভিতরের আটা ৷৷০ আনা কি ৷৵০ আনা আন্দাজ, গরমজলে গুলিয়া পান করিলে বিলক্ষণ জোলাপ হইয়া গাত্রবেদনা শ্রমজনিত জ্বর ইত্যাদির শান্তি হইয়া থাকে।

১৭। সোঁদালপাতার জোলাপ।—কচি সোঁদালপাতা ঘৃতে ভর্জ্জিত হইলে ১ তোলা পরিমাণভক্ষণে বিলক্ষণ জোলাপ হয়। ইচ্ছা হইলে ইহাকে অন্ন সহ ব্যঞ্জনবৎ খাইতে পারা যায়।

দন্তরোগের চিকিৎসা।

অধুনা ক্যালামেল্ ইত্যাদি ঔষধ, উপদংশ (গর্ম্মি) রোগজন্য মার্কুরী ইত্যাদি ঔষধ ব্যবহারে প্রায় সাধারণে অত্যল্পবয়সে-ই দন্তহীন, কেহবা দন্তরোগে প্রপীড়িত হইয়াছেন; ইতিপূর্ব্বে এত অল্পবয়সে দন্তহীনতা, কেশ-পক্কতা, শরীরের শিথিলভাব ইত্যাদি অকাল বার্দ্ধক্য চিহ্ন কিছুমাত্র লক্ষ্য হইত না; এক্ষণে অধিকতর লক্ষ্য হইবার প্রতি কারণ, কিঞ্চিৎ বলা হইতেছে; যথা;—অত্যল্প বয়সে পুরুষের বিবাহ, আহারান্তে উৎকট পরিশ্রম (ভারতবর্ষীয় লোক হইয়া অযথাকালে ভোজন পূর্ব্বক দৌড়া দৌড়ি আফিসে যাওয়া), অধিকতর রমণ-প্রিয় ইত্যাদি নানা কারণে স্থবিরবৎ কালাতি বাহিত করিতেছে। অধুনা যথাবিহিত কথঞ্চিৎ উপায় বিধান হইবে।

যেমন কাস, যক্ষ্মা, গ্রহণী, শোথ ইত্যাদি ভয়ঙ্কর রোগ উপস্থিত হইলে অগ্রে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তৎপশ্চাৎ যথাযোগ্য ঔষধ সেবন করিতে হয়, সেইরূপ পারাদোষ জন্য দন্তরোগ হইলে এই পুস্তক লিখিত সালসা, মশলা ভাবরা ইত্যাদি দ্বারা পারাদোষ ও দেহ সংশোধন পূর্ব্বক দন্তরোগের উপায় বিধান করিলে আরোগ্য সম্ভব।

১। মঞ্জন বিধান।—মাজুফল চূর্ণ ।০ চারি আনা, গেরিমাটী চূর্ণ ৷৷০ আট আনা, হরীতকী চূর্ণ ।০ চারি আনা, ফট্‌কিরি ।০ চারি আনা, জনকপুরের খদির ৷৷০ আট আনা, কর্পূর ৵০ দুই আনা, এই

দ্রব্য মধ্যে খদিরকে জলে গুলিয়া অগ্নিতে ফুটাইতে হইবে, সেই ফুটনা কালে কর্পূর ভিন্ন ৪ প্রকার দ্রব্যকে চূর্ণ ও মিশ্রিত করিয়া পাকপাত্রে নিক্ষেপ পূর্ব্বক আলোড়ন করিতে থাকিবে, শেষ পাক সময়ে কর্পূর চূর্ণ যোগ করিয়া অবতরণ পূর্ব্বক পুনরালোড়ন করিবে। পশ্চাৎ শুষ্ক হইলে চূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা দন্তঘর্ষণ করিলে দিন দিন দন্তমূল দৃঢ় হইতে থাকে। ইহা ব্যবহারে কদাপি দন্তশিথিল হয় না; পূয় রক্তনির্গত দোষ থাকিলেও আরোগ্য হইয়া থাকে।

২। অক্ষয়দন্ত-মার্জ্জন।—পচাসুপারি-ভস্মের চূর্ণ ১০ তোলা, হরীতকী-ভস্ম চূর্ণ ২ তোলা, মাজুফল চূর্ণ ৷৷০ আধ্ তোলা, তেজপত্র চূর্ণ ৷৷০ আধ্ তোলা, কর্পূর ৷৷০ আধ্ তোলা, ফট্‌কিরি ৷৷০ আধ্ তোলা, দারচিনিচূর্ণ ৷৷০ আধ্ তোলা, লবঙ্গচূর্ণ ৷৷০ আধ্ তোলা; এই সকল দ্রব্য একত্র বিলক্ষণ মর্দ্দন করিয়া কাচের আধারে স্থাপিত করিবে। প্রতিদিন এই চূর্ণ দ্বারা দন্তমার্জ্জন করিলে দন্তমূল অত্যন্ত দৃঢ় হয় এবং দন্তহীন হইবার আশঙ্কা থাকে না; দন্তমূল স্ফীত হওয়া, দন্তমূল হইতে রক্ত ও পূয়াদি নির্গত ইত্যাদি মুখরোগ মাত্রই এই অক্ষয় দন্তমার্জ্জন দ্বারা নিশ্চয় আরোগ্য হয় এবং সর্ব্বদা মুখ সদ্গন্ধান্বিত থাকে।

৩। প্রতিদিন হুঁকার কটু জলে কুলি করিলে কখন দাঁতের গোড়াফোলা, দাঁতনড়া, জিহ্বায় ঘা ইত্যাদি কোন মুখরোগ হয় না, এবং এই সকল রোগ থাকিলেও আরাম হয়।

৪। দাঁতের গোড়া ফুলিলে, নড়িলে, শূলনি হইলে, মুখে ঊর্দ্ধশ্লেষ্ম-জন্য অপর কোন পীড়া ইত্যাদিস্থলে জটালঙ্কা সিদ্ধ করিয়া সেই গরম জলের বারংবার কুলি করিলে তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বোক্ত রোগ ও যন্ত্রণাদি নিবারণ হয়। কিন্তু ঐ জটালঙ্কার জল গলাধঃকরণ নিষেধ।

৫। ডাবের জল গরম করিয়া ফটকিরি যোগে কুলি করিলে দাঁতের গোড়াফুলা ও শূলনি আরাম হয়।

৬। দাঁতের গোড়াব ফুলা স্থান চিবিয়া রক্তমোক্ষণ পূর্ব্বক পিপার্মেণ্ট তুলি দ্বারা দুই তিন বার মালিস্ করিলে ৪ বা ৫ ঘণ্টার মধ্যে যাতনা ও ফুলা নিবারণ হয়।

৭। দন্তসুন্দর চূর্ণ।—পচা কিম্বা চিকি সুপারি অর্দ্ধ দগ্ধ ও চূর্ণ করিয়া বস্ত্রে ছাঁকা হইলে ২ তোলা, হরীতকী চূর্ণ ২ তোলা, মাজুফল চূর্ণ ১ তোলা, পরিষ্কার তাম্বূল (বণিক দ্রব্য বিশেষ) চূর্ণ ৪ তোলা, কর্পূর ৵৹ আনা; এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া শিশিমধ্যে সংস্থাপন পূর্ব্বক নিত্য ইহা দ্বারা দন্ত ঘর্ষণ করিলে দন্তমূল দৃঢ় হইয়া যাবজ্জীবন দন্তরক্ষা, মুখে সদ্গন্ধ, দন্তমূল হইতে রক্ত বা পূয় নির্গমন-রোধ হইয়া থাকে। এবং উর্দ্ধশ্লেষ্মজন্য দোষমাত্র সংশোধন হয়। ইহা উত্তম ব্যবস্থা।

৮। টিঞ্চার মার নামক ইংরাজি ঔষধ প্রতিবারে ১০। ১২ বিন্দু কিঞ্চিৎ জলসহ নিত্য ২। ৪ বার কুলি করিলে দন্ত সম্বন্ধীয় কোন রোগ থাকে না এবং হয় না। ইহা সাধারণের ব্যবহৃত ঔষধ।

বিবিধ মুষ্টিযোগ।

১। আঁচুলি আরোগ্যের উপায়।—কাগজের পলিতা অগ্নিদ্বারা প্রজ্বলিত করিয়া আঁচলীর মুখে এবং গাত্রে বারম্বার সংলগ্ন করিবে; তজ্জন্য আঁচূলীর মুখ ও গাত্র দগ্ধীভূত হইলে কিয়দ্দিনান্তে আঁচূলীব গোড়া খসিয়া পতিত হয়।

২। চূণসহ আদ্রকখণ্ড দ্বারা আঁচূলীর মুখ ও গাত্র ঘর্ষণ করিলে ক্রমশঃ আঁচুলী ক্ষয় প্রাপ্তি পূর্ব্বক আরোগ্য হইয়া থাকে।

৩। পালাজ্বরের ঔষধ।—৪। ৫ তোলা হাতীশুঁড়োর পাতাকে থেঁতো করিয়া পরিষ্কার বস্ত্রে পুটলী বদ্ধ পূর্ব্বক জ্বর আসিবার পূর্ব্বে প্রাতঃকাল হইতে অর্থাৎ জ্বর আসিবার ৬। ৭ ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতে নিয়ত ঘ্রাণ লইলে জ্বর আসিবে না, ইহা দ্বারা অনেকের আরোগ্য ও অনারোগ্য হইয়া থাকে; এই রূপ অসংখ্য প্রত্যক্ষ হইয়াছে।

৪। স্ফোটকের সদুপায়।—কচি পুই পাতার সম্মুখের পৃষ্ঠে বিশুদ্ধ গাওয়া ঘি মাখাইয়া, সেই গব্যঘৃত সংযুক্ত পুই পাতা আগুনে গরম করিয়া ঘণ্টায় ঘণ্টায় এক এক বার স্ফোটকের উপরি লাগাইলে সত্বর পাকিয়া ও ফাটিয়া যাইবে এবং সমস্ত পূয নির্গত হইয়া অতিশীঘ্র আরাম হইয়া থাকে।

৫। পাকা ফোড়া ফাটাইবার উপায়।—পাকা ফোড়ার মুখভিন্ন চতুষ্পার্শ্বে চিংড়েমাচ বাটিয়া লেপন করিলে স্বয়ং ফাটিয়া পূয় নির্গত হইতে থাকে। তৎপশ্চাৎ গব্য গরম ঘৃত প্রদত্ত হইলে আরোগ্য হয়।

৬। শিমুলকাঁটা কিম্বা নীল পাতা বাটিয়া ঈষৎ উষ্ণ করণানন্তর স্ফোটকের মুখবাদে চতুষ্পার্শ্বে প্রলেপ প্রদানে অপক্ক স্ফোটক সুপক্ক হইয়া ফাটিয়া যায়।

৭। কপোত (পায়রা) কর্ত্তৃক মলত্যাগ করণানন্তর টাট্‌কা ও গরম গরম কপোত বিষ্ঠা সুপক্ক স্ফোটকের চতুষ্পার্শ্বে লেপনে ফাটিয়া পূয় নির্গত হয়। তৎপরে গব্য ও উষ্ণ ঘৃত প্রদান করা বিধি।

৮। পুষ্টি ও বলাধান হইবার উপায়।—নিস্তুষ তিল ১ তোলা ইক্ষুগুড় ১ তোলা, এই উভয়কে মিশ্রিত করিয়া নিত্য সন্ধ্যাকালে সেবিত হইলে এক বৎসর মধ্যেই বিলক্ষণ বলবান ও পুষ্ট হইবার সম্ভব, কিন্তু ইন্দ্রিয় শক্তি দমন রাখা আবশ্যক।

৯। বলকর উপায়।—নাইকার ষ্টিক্‌নিয়া ১ বিন্দু, ফেরিয়া-মোন সাইট্রাস ৪ গ্রেণ, শীতলজল ১ ঔন্স এই সমস্ত একত্রীভূত হইলে একবারের সেব্য। এই নিয়মে আহারান্তে দুই সন্ধ্যায় দুই বার সেবিত হইলে অতি দুর্ব্বল ব্যক্তিও অল্পদিনে সবল হয়। ইহার ফল পরীক্ষিত।

১০। অগ্নিদগ্ধস্থানের যন্ত্রণাদি নিবারণের উপায়।—

নারিকেল তৈল ১ ভাগ, চূর্ণের জল ১ ভাগ, এই উভয়কে উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া (ফেণাইয়া) তাহাতে পরিষ্কার ধোনা বা পেঁজা-তুলা ভিজাইয়া অগ্নিদগ্ধ স্থানে লাগাইয়া রাখিলে ক্রমশঃ জ্বালা যন্ত্রণাদি সত্বর

নিবারণ হয়; এবং ভবিষ্যৎ ফোস্কা ইত্যাদি কিছুই না হইয়া নিরাপদে আরোগ্য হইয়া থাকে।

১১। অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইয়া (পুড়িয়া) অত্যন্ত জ্বালা করিলে সেই অগ্নি দগ্ধ স্থানে অডিকলম দিবামাত্র তৎক্ষণাৎ জ্বালা নিবারণ হয়।

১২। হুঁকার কটু জলে মাটি গুলিয়া অগ্নি দগ্ধ স্থানে প্রলেপ দিবার কিছুকাল পরেই জ্বালা যন্ত্রণাদি নিবারণ হয়।

১৩। নাসা হইতে রক্তস্রাব হইলে নিবারণের উপায়।

নাসাদ্বার অবলম্বনে শোণিতস্রাব হইলে অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র খণ্ডকে দ্বিগুণ করিয়া স্নিগ্ধজলে মগ্ন করিয়া (ভিজাইয়া) ললাট প্রদেশে, এবং ঘাড়ে জলপটি প্রদান করিয়া মুহুর্মুহুঃ ঐ শীতল বারির নস্য (নাস্) করিতে দিবে অর্থাৎ নাসাপথ অবলম্বনে শীতল জল বারম্বার নিশ্বাস দ্বারা টানিয়া লইবে। ইহাতে ক্রমশঃ আরোগ্য হয়।

১৪। রক্তরোধের উপায়।—মুখে চিবনা দুর্ব্বাঘাসের রস অস্ত্রাদি জন্য ক্ষত (কাটা) স্থানে প্রদান করিলে রক্তরোধ, বেদনা নিবারণ, ও কাটাস্থান যোড়া লাগিয়া যায়।

১৫। প্রতি দিন নবদূর্ব্বার রসপানে রক্তপিত্ত রোগের রক্ত বমনাদি নিবারণ হয়; স্ত্রীগণের রক্ত প্রদর (রক্তভাঙ্গা) রোগে নবদূর্ব্বা ১ ভাগ, আতপ চাউল ১ ভাগ, উভয়কে মিশ্রিত করিয়া জলসহ শীলে বাটিয়া পিষ্টক (বড়া) প্রস্তুত করিয়া এক পক্ষ সেবন করিলে রক্তপ্রদর শান্তি হয়।

১৬। রক্তপিত্ত, রক্তপ্রদরাদি-রক্তস্রাব-রোগে কিস্ মিস্ ভিজানার জল পান ও কিস্ মিস্ ভক্ষণ হইলে বিশেষ উপকার দর্শে।

১৭। যদি কোন অস্ত্রাদি বা আঘাতাদি দ্বারা রক্তবাহিনী শিরা ছিন্ন হইয়া নিয়ত শোণিতস্রোত বহিতে থাকে, তাহা হইলে সেই ক্ষতস্থানে বরফ অথবা ফট্‌কিরি মিশ্রিত জল বারম্বার সিঞ্চন করিলে অতি সত্বর শিরার মুখ সঙ্কোচ হইয়া রক্তরোধ হয়।

১৮। ক্ষতব্যক্তি আয়াপানের পাতার রস পান ও ক্ষতস্থানে রস প্রদান করিলে রক্তরোধ হইয়া বেদনাদি নিবারণ হয় এবং এই রসপানে রক্ত-আমাশয় রোগীর রক্ত আমাশয় রোগ নিবারণ হইতে পারে।

১৯। ৭৪ নং ঔষধ টিঞ্চার ষ্টিল রক্ত-স্রাবস্থানে প্রয়োগ হইলে শিরার মুখ সঙ্কোচ হইয়া তৎক্ষণাৎ রক্তরোধ ও পশ্চাৎ বেদনা নিবারণ হয়।

২০। অর্শোরোগের মহৌষধ।—নাগেশ্বর চম্পক পুষ্পের কেশরস্থিত রেণু, অভাবে নাগেশ্বর চাঁপাফুলের মধ্যস্থিত শুঁড়া শুঁড়া মত পদার্থ গুলিকে চূর্ণ করিয়া প্রতিদিন ৶০ আনা পরিমাণে ৫ তোলা মাখন বা নবনী এবং মিছিরি চূর্ণসহ প্রাতে সেবন করিয়া, বৈকালে এই নিয়মে পুনর্ব্বার ব্যবহার হইবে ; ওলের ব্যঞ্জন, পেঁপে জলযোগার্থে সতত ব্যবহৃত হইলে মাসাবধির মধ্যে অর্শোরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষ ফল।

২১। অর্শোরোগের উপায়।—জয়পুরস্থ মহারাজকৃত অমৃত-সাগর পুস্তকের অর্শোধিকারে লিখিত এবং কতিপয় ভদ্রলোক কর্ত্তৃক পরীক্ষিত মহৌষধ যথা ;—উত্তম মাখন ২০ তোলা কটাহে গালিয়া নিক্ষেণ হইলে নির্বীজ আমলা চূর্ণ ২ তোলা ঐ কটাহে নিক্ষিপ্ত করিয়া অর্দ্ধ ভর্জ্জিত হইলে অতি সূক্ষ্মভাবে কুচা করা বটপত্র ২ তোলা, ঐ পাক কটাহে নিক্ষেপ পূর্ব্বক উত্তমরূপে ভর্জ্জিত হইলে কটাহ নামাইবে। তদন্তে ঐ ঔষধ তামার আধারে ২৪ চব্বিশঘণ্টা সংস্থাপিত হইয়া পশ্চাৎ শ্রীফল বা নিম্ববৃক্ষোদ্ভব দণ্ড দ্বারা বিশেষরূপে আলোড়ন করিবে। তদন্তে নিত্য ৸০ বার আনা পরিমাণে সেবিত হইলে কিয়দ্দিবসানন্তর রক্তস্রাববন্ধ ও যাতনাদি নিবারণ হইয়া ক্রমশঃ বলি শুষ্ক ও খসিয়া পতন হয়। ঘৃতাদি পূরিত বস্তু পথ্য ; বেগুণ আর লঙ্কার ঝাল মহৎ কুপথ্য বলিয়া ঐ পুস্তকে নির্দ্দেশ আছে।

২২। প্রদর ও বাধকরোগের মহৌষধ।—উলট্ কম্বলের শিকড়ের ছাল শুষ্ক ও হামাম দিস্তায় চূর্ণ এবং বস্ত্রখণ্ডে ছাঁকা হইলে ।/০ পাঁচ আনা

পরিমাণে চূর্ণ লইয়া ২১ টি গোলমরিচ চূর্ণসহ মিশ্রিত ও পেষিত হইলে ঋতুর প্রথম দিন হইতে নিত্য এই নিয়মে এই মহৌষধ, সপ্তাহ পর্য্যন্ত সেবন, কেবলমাত্র দুগ্ধ সহ অন্ন পথ্য, স্বামি-সহবাস পরিত্যাগ, পবিত্রাচারে থাকা, এই সকল নিয়ম প্রতিপালন পূর্ব্বক এক সপ্তাহ কাল ঔষধ সেবন করিবে। এইরূপে ৫। ৬ মাসের ঋতুতে প্রথমদিন হইতে সপ্তাহ পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইলে ক্রমশঃ জরায়ুর দোষ সংশোধন হইয়া রোগিনী আরোগ্য প্রাপ্তি এবং সন্তান সম্ভব হইয়া থাকে। ইহা মরিচ সহ শীলে বাটিয়া সেবন হইলেও কোন হানি নাই। আমার বিবেচনায় ৫। ৬ ঋতু পর্য্যন্ত এই স্ত্রীকে স্বামি-সহবাস করাণ বৈধ নহে। জরায়ু সংশোধনানন্তর সহবাস শ্রেয়স্কর।

এই ঔষধকে কলিকাতার চোরবাগান মোড়স্থিত কোন ডাক্তার বাবু পাউডার করিয়া শিশিমধ্যে সংস্থাপন পূর্ব্বক লাল কালা লেবেল আঁটিয়া প্যাটেণ্ট ঔষধ করিয়াছেন। সতত ২৷৷০ টাকা মূল্যে এক এক শিশি বিক্রয় করিয়া থাকেন; এবং নানা কৌশলে ও ছাঁদুনি বাঁধুনি করিয়া সংবাদ পত্রিকায় বা পৃথক বিজ্ঞাপনে ইহার গুণ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তজ্জন্য বিশেষ অর্থ প্রাপ্তি হইয়া উপকৃত হইতেছেন।

২৩। পা মচকানা বেদনার উপায়।—দুইটি বড় বেগুণ পোড়াইয়া ছাল বোঁটা খসাইয়া গোটা বেগুণ দুইটির একটি মচকানা স্থানের নিচের দিবে, অপর একটি উপরিভাগে চাপা দিয়া, কচি কলাপাত ও ন্যাকড়া দ্বারা ব্যাণ্ডেজ করিয়া রাখিলে উপকার হইবে। এইরূপে ৩। ৪ দিবস বেগুণ পোড়ার ব্যাণ্ডেজ করিলে নিত্য উপশম হইয়া ক্রমশঃ আরোগ্য হইতে থাকে। এই নিয়মে দিবসে ৪। ৫ বার ব্যাণ্ডেজ করা অর্থাৎ নিচের ও উপরিভাগে গরম বেগুণ পোড়া দিয়া কলাপাতা ও বস্ত্র ফালি দ্বারা বন্ধন করিয়া রাখিলে নিশ্চয় আরোগ্য হয়।

২৪। বেদনার উপায়।—হাত বা পা মচকানার উপরি আধ্ ভিজা চিঁড়ে ন্যাকড়া দ্বারা চাপিয়া বাঁধা হইলে সত্বর বেদনার শান্তি হয়।

২৫। বিবিধ বেদনা নিবারণের উপায়।—যদি কোন স্থানে বেদনা, স্ফোটক (ফোড়া) বা কোন প্রকারে রক্তসংস্থান (ইন্‌ফ্লামেসন) হয়; তাহা হইলে সেই স্থানে টিঞ্চার জিঞ্জার হস্তদ্বারা বারম্বার মালিস অথবা টিঞ্চার-আয়ডিন তুলি দ্বারা বারম্বার মালিস করিলে অতি সত্বর বেদনাদি আরোগ্য হয়। আকন্দ আটা লবণ সংযোগে বেদনার উপরিভাগে বারম্বার প্রদত্ত হইলে, ঢেঁড়ি কিম্বা আফিং সিদ্ধ জলের ফোমেণ্টেসন করিলে, লবণ সহ গোলমরিচ ঘষিয়া বেদনার উপরিভাগে বারম্বার প্রলেপ প্রদান করিলে, কিম্বা মসিনার পুল্‌টিস গরম গরম বার বার বেদনাস্থানে দেওয়া হইলে, কিম্বা বেদনাস্থানে জোঁক বসাইলে; এই সকল উপায় বিধান দ্বারা নিশ্চয় বেদনামাত্রই আরোগ্য হয়, তাহাতে সংশয় নাই। বেদনাদি নিবারণ জন্য যে কয়েকটি উপায় বিধান হইল সমস্তই আশু ফলদায়ক।

২৬। সজিনাগাছের শিকড়ের ছাল গোমূত্রে বাটীয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া বেদনাস্থলে প্রলেপ প্রদত্ত হইলে বাতেধরা ও দরদ্ ইত্যাদি বেদনা নিবারণ হয়। বাতে-ধরা বেদনাস্থানে (৩৯নং) লাইকারলিটি তুলি দ্বারা চারি পাঁচ বার মালিস করিলে ফোস্কা হইয়া উপকার দর্শে।

২৭। বেদনা নিবৃত্তির উপায়।—জলশূন্য আদ্রক-রস প্রস্তরে রাখিয়া তৎসহ জায়ফল ঘর্ষণে চন্দনবৎ হইলে বেদনাস্থানে নিত্য দুই তিন বার প্রলেপ প্রদত্ত হইবে। এই নিয়মে ২।৩ দিন ব্যবহৃত হইলে অসাধ্য বেদনা ও বাতেধরা ইত্যাদি আরোগ্য হইয়া থাকে। "দৃষ্টফলমিদং।"

২৮। গেঁটেবাত আরোগ্যের উপায়।—বেদনাস্থানে ৩৯ নং ঔষধ লাইকারলিটি তথাকার নিয়মদৃষ্টে প্রদানানন্তর ক্ষত হইলে মর্ফিয়া ⅓ গ্রেণ অর্থাৎ এক গ্রেণের তিন ভাগের একভাগ ক্ষতস্থানের উপরিভাগে ক্রমান্বয়ে তিন দিবস ছাড়াইয়া দিলে ক্ষত অধিক দিন স্থায়ি হয় এবং তত্রস্থ ক্লেদাদি নির্গত ও মর্ফিয়া প্রদান জন্য বেদনার শান্তি, তৎপরে গরম ঘৃত বারম্বার প্রদানে ক্ষতাদি আরোগ্য হইলেই সম্যক্ বেদনা সুস্থ হয়।

২৯। বেদনা নিবারণের উপায়।—বাতেধরা বা দরদ্ ইত্যাদি বেদনা উপস্থিত হইলে কাজি পুটি অয়েল নামক ইংরাজী ঔষধ মালিস করিলে সত্বর আরাম হয়।

৩০। বেদনাস্থানে মালিসের ঔষধ।—রেক্টীফাইড্ স্পিরিট ১২ ঔন্স, তার্পিন ৪ ঔন্স, কর্পূর ২ ঔন্স, কৃষ্ণজীরা চূর্ণ ২ তোলা, পরিষ্কার ভাল জায়ফল চূর্ণ ৪ তোলা, সাবান ½ তোলা, এই সমস্ত একত্রীভূত করিয়া একটি বোতলে পূর্ণ করিয়া ২।৩ দিবস রৌদ্রে রাখিয়া সূর্য্যপক্ক হইলে বুটিং কাগজের ঠোং করিয়া ছাঁকা হইবে, তৎপরে বাতে ধরা স্থানে, গেঁটেবাতে, বা যে কোন রকমের বেদনা হইবে, সেই বেদনাস্থানে, শোথে, হাতে ও পায়ে খাল্‌ধরা অবস্থায় বা জ্বরবিকার-রোগের অবসন্না-বস্থায় ইহা মালিসে অদ্ভুত উপকার প্রত্যক্ষ হয়। "ব্যবহারেণ জ্ঞাতব্যং"

৩১। বেদনার স্থানে মালিস।—কর্পূর সহ তার্পিন পাত্তরে ফেণাইয়া বেদনাস্থানে মালিস করিলে সত্বর আরোগ্য হইয়া থাকে। ইহা শোথের উপরি মালিস করিলেও শীঘ্র আরাম হয়।

৩২। রক্তরোধের প্রধান উপায়।—অস্ত্রাদি দ্বারা ছিন্ন বা আঘাত জন্য রক্তমোক্ষণ হইলে সেই রক্তাদি নিবারণ জন্য টিকা চূর্ণকরিয়া ছিন্নস্থানে অধিক পরিমাণে প্রদান পূর্ব্বক কিছু সময় চাপিয়াধরার পর ন্যাকড়ার ফালী দ্বারা ব্যাণ্ডেজ করিলে রক্তরোধ হইয়া বিনা বেদনায় রোগী আরোগ্য হয়। এইরূপে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হইলে ২।৪ দিবস মধ্যে খুলিবার আবশ্যক নাই। "দৃষ্টফলমিদং"

৩৩। শরীরস্থ কাটাস্থান সংযোগ হইবার উপায়।—কাটাস্থানে জলসংলগ্ন হইবার পূর্ব্বে কালকচুর মাজুকে মুখামৃত (মুখের লালা) সহ বাটিয়া কাটাস্থানে প্রদত্ত হইলে এবং ব্যাণ্ডেজ অর্থাৎ বস্ত্রখণ্ড দ্বারা বাঁধিয়া রাখিলে নিশ্চয়ই ইহা দ্বারা যোড়া লাগিয়া যায়। দস্যুগণের দ্বারা শিক্ষা ও প্রত্যক্ষ হইয়াছে।

৩৪। খোস্ বা পেঁচড়ার উপায়।—কাউর বা খোস হইলে প্রতিদিন চিরেতার জল পান করা উচিত। নিম ও নিসিন্দা পাতার সহিত অথবা আফিঙ্গের সহিত কিম্বা পোস্তর ঢেঁড়ির সহিত জল গরম করিয়া সেই জল ও কার্ব্বলিক য়্যাসিডের সোপ দিয়া খোস বা কাউর পরিষ্কার করিবে, তৎপরে নিম্নলেখিত ঔষধ কয়েকটীর মধ্যে যিটি হয় একটি ব্যবহার করিলে শীঘ্র আরোগ্য হয়।

৩৫। নারিকেল তৈল গাঁজা চূর্ণ সহ পাক হইলে অবতরণকালে কর্পূর যোগে কিঞ্চিৎ গরম করিয়া খোস ও কাউরে দেওয়া উচিত।

৩৬। সর্ব্বদা জলপটি দিয়া রাখিতে পারিলে দুই এক দিবসে খোস ও কাউর আরাম হয়। জলপটি খোলার পর ঐ তৈল গরম করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

৩৭। তুঁতে সহ শ্বেতচন্দন ঘষিয়া খোসে এবং কাউরে প্রদত্ত হইলে অতি সত্বর কাউর ও খোস্ আরাম হয় সত্য; কিন্তু ইহা ব্যবহার করিলে অত্যন্ত জ্বালা উপস্থিত করে।

৩৮। আকন্দর আটা অথবা শেয়াল কাঁটার আটা কিম্বা শেয়াল কাঁটার শস্যের তৈল খোস ও কাউরে প্রদত্ত হইলে বিশেষ উপকার দর্শে।

৩৯। পরিষ্কার রূপে খোসকে ধুইয়া ৭১ নং চন্দনতৈল বা চন্দনী আতর লাগাইলে অতি শীঘ্র খোস আরোগ্য হয়। ইহা উত্তম খোস নিবারক।

৪০। ক্ষত আরোগ্যের উপায়।—"আয়ডা ফরম" নামধেয় ইংরাজি গুঁড়া ঔষধ ক্ষতস্থানে প্রদত্ত হইলে সত্বর ক্ষত আরোগ্য হইয়া থাকে

৪১। পোড়া ঘা দুঃসাধ্য হইলে আরোগ্যের উপায়। অকৃত্রিম (খাঁটি) সর্ষপতৈল ২০ তোলা, কটাহ দ্বারা চুল্লীর উপরি বসাইয়া সেই তৈলে ৮ কি ১০ টি তেজস্বী সিঙিমাচ বিলক্ষণ ভাজিয়া নিক্ষিপ্ত হইলে কেবলমাত্র তৈল অবতরণ পূর্ব্বক সতর্কে কাচ আধারে সংস্থাপন হইবে; তৎপশ্চাৎ গরমজলে ক্ষতস্থান ধোয়াইয়া ঐ তৈল ঈষৎ উষ্ণ করিয়া নিত্য ৪।৫ বার লাগাইবে। ইহা ব্যবহারে অত্যল্পদিবস মধ্যেই দগ্ধ ক্ষত অসাধ্য হইলেও আরোগ্য হইয়া থাকে। "দৃষ্টফলমিদং"

৪২। ক্ষতআরোগ্যের উপায়।—প্রস্তরে জলের সহিত হরিণশৃঙ্গ ঘর্ষণে চন্দনবৎ হইলে ক্ষতস্থানে এবং নালীঘায়ে নিত্য দুই তিন বার প্রদান হইলে সত্বর আরোগ্য হইয়া থাকে।

৪৩। সর্দ্দিরোগের উপায় বিধান।—গরম পোষাক পরিধান পূর্ব্বক প্রায় দুই ঘণ্টা পরিমিত সময় গরমজলে পাদদ্বয় ডুবাইয়া রাখিলে সর্দ্দি-রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকার দর্শে।

৪৪। অত্যন্ত সর্দ্দি হইলে যদি সেই সর্দ্দিকে গাঢ় করিবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে শয়নকালে পায়ের তলায় প্রজ্বলিত প্রদীপের উত্তপ্ত তৈল মালিস করিলে অতি শীঘ্র সর্দ্দি গাঢ় হয়। পরদিন ইক্ষু গুড়ের সরবৎ পান করিলে তরল হইয়া উঠিয়া যায়।

৪৫। সর্দ্দির প্রথমাবস্থায় গরম জেলাপী খাইয়া জল না খাইলে সর্দ্দি শুষ্ক হইয়া আরাম হয়।

৪৬। মূর্চ্ছাভঙ্গের উপায়।—যে কোন কারণে হউক না কেন, মূর্চ্ছা রোগ উপস্থিত হইলে কার্ব্বনেট অফ্ য়্যামোনিয়া বা লাইকার য়্যামোনিয়ার ঘ্রাণ প্রদত্ত হইলে তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছাভঙ্গ হয়। তৎপরে জল, আদার রস, গোলমরিচ চূর্ণ, ঈষদুষ্ণ গব্যঘৃত, এই সকল অল্প অল্প মুখে দেওয়া কর্ত্তব্য এবং সুশীতল বায়ু প্রদান বিধি।

৪৭। মূর্চ্ছা দীর্ঘকাল-স্থায়িনী হইলে মৃত্যু সম্ভব; অতএব সত্বর এই সকল উপায় বিধান করাই উচিত।

৪৮। একশিরার উপায়।—নবোত্থিত একশিরা হইলে দোক্তাতামাকের পত্র বা কদম্বপত্র দ্বারা কোষ বাঁধিয়া রাখিলে জল নির্গত হইয়া উপশম হয়।

৪৯। সর্ব্বদা পশ্চাৎ ভাগ হইতে টানিয়া কোপিনি (নেংটি) কিম্বা কাছ, জাঙ্গিয়া, এই সকল ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

৫০। আফুলো চালিতা গাছের দক্ষিণদিকের সিকড়, মাদুলি দ্বারা কটিদেশে ধারণ করিলে একশিরা আরোগ্য হয়।

৫১। একশিরী রোগীর পক্ষে রাত্রিতে এবং অমাবস্যা বা পূর্ণিমাতে অন্ন ভোজন অবৈধ, দধি, অম্ল, বাসি ও কদাকার দ্রব্যাদি ভোজন, দিবানিদ্রা, বৃষ্টি কালে স্নান, আসনে বসিয়া ভোজন, ভোজনকালে জলপান; এই সমস্ত সতত নিষেধ।

৫২। নিষাদল জলে গুলিয়া সেই জলের জলপটি একশিরায় প্রদত্ত হইলে একশিরার যাতনা সহ ফুলা শীঘ্র আরাম হইয়া থাকে।

৫৩। হাম বা বসন্তের সময় চক্ষুতে প্রয়োগ।—হাম বা বসন্ত রোগ হইয়া শ্লেষ্মজন্য বা হাম বসন্ত জন্য চক্ষু যোড়া লাগিয়া থাকিলে চক্ষুতে প্রথম দিনে বিল্বপত্রের রস ২। ৪ ফোঁটা, দ্বিতীয় দিনে কাঁচা হরিদ্রার রস ২। ৪ বিন্দু, তৃতীয় দিবসে বেদানা বা দাড়িম রস ২। ৪ বিন্দু ফুট দিবে অর্থাৎ ফোঁটা ফোঁটা পরিমাণে চক্ষুতে প্রদান করিবে; ইহা দ্বারা চক্ষু পরিষ্কার ও প্রকাশ এবং চক্ষুস্থ হাম বসন্তের বিশেষ উপশম হইয়া থাকে।

৫৪। ক্রিমিনাশের উপায়।—ঘেঁটুপাতার রস ৬০ বিন্দু পরিমাণে ৫। ৭ দিন সেবনের পর জোলাপ লইলে, চাঁপাপাতার রস ১০ হইতে ২০ বিন্দু পরিমাণে ৪। ৫ দিন সেবনের পর জোলাপ লইলে, অথবা ॥০ আধ তোলা পরিমাণে সোমরাজ নিত্য সেবনে সাধারণ মানবের ক্রিমিদোষ নাশ হইয়া থাকে।

৫৫। ক্রিমির উপায়।—নিত্য প্রাতে কিঞ্চিৎ লবণসহ কতকগুলি সোমরাজ (।০ আনা হইতে ॥০ আনা পরিমাণ মধ্যে) মুখে নিক্ষেপ করিয়া সুবাসিত স্নিগ্ধ বারি দ্বারা গলাধঃকরণ ও বারিপান করিলে দুঃসাধ্য ক্রিমি, ক্রিমিশূল আরোগ্য হইয়া থাকে। যদ্যপি ক্রিমি রোগশূন্য ব্যক্তিও বর্ষ পরিমিত সময় এই নিয়মে সোমরাজ ব্যবহার করে, তাহা হইলে, তাহার নিত্য মলপরিষ্কার ও শোণিত পরিষ্কার পূর্ব্বক দেহ পুষ্টি ও রূপ লাবণ্যাদি দিন দিন পরি-বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এমন কি কুষ্ঠরোগের প্রথমাবস্থায় কেবল মাত্র ইহা প্রয়োগে আরোগ্য লাভ পূর্ব্বক ক্রমে কান্তি ও পুষ্টি হইতে থাকে। ইহা অপেক্ষা সোমরাজের গুণ আর কি

হইতে পারে, এই ফল কেবল পুরাণ পুঁথি দেখিয়া লেখা হ[illegible]না; স্বয়ং প্রয়োগ করিয়া পূর্ব্বোক্ত ফল প্রত্যক্ষ হওয়ার পর লিপিবদ্ধ ক[illegible]ম।

৫৬। পেটকামড়ানি নিবৃত্তির উপায়।—বায়ু প্রকোপজন্য উদরে সূচিবিদ্ধবৎ পীড়া (পেট কামড়ানী) উপস্থিত হইলে জলসহ ৫ [illegible] পরিমাণে ২৮। ২৯ নং ঔষধ পিপারমেণ্ট কিম্বা অয়েল ম্যানিলি [illegible] বার সেবন হইলে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণাদি নিবারণ হয়।

৫৭। নিদ্রার অভাব হইলে শুষনীশাকের ঝোল পান করিলে প্রগাঢ় নি[illegible]।

৫৮। পারাদোষে দূষিত লোকের সদুপায়।—হোমে[illegible] মতের ঔষধ ৩০ ডাইলিউসন্ স্কোর সাল্ ফর প্রাতে ১ বিন্দু, সন্ধ্[illegible] ১ বিন্দু কিঞ্চিৎ জল সংযোগে সেবন হইলে পারাদোষে দূষিত [illegible] পুরাতন অবস্থায় অসীম হিতকর হইয়া সত্বর আরোগ্য দান করে[illegible] সালসা সদৃশ গুণকর হয়। "দৃষ্টফলমিদং"।

৫৯। বাতরক্ত ও কুষ্ঠরোগের প্রথমাবস্থার মহৎ প্রতিকা[illegible]—কুষ্ঠরোগের প্রথমাবস্থায়, পূর্ব্বকথিত অর্থাৎ ১১৮ পৃষ্ঠা হইতে [illegible] সালসাদি সেবন ও ধূমগ্রহণ (আবরা লগনা) মধ্যে মধ্যে বিবেচ[illegible] যথা নিয়মে ব্যবহার করা, কুষ্ঠসম্বন্ধীয় কদাকার চুর্ণিচহ্নের উপরি [illegible] এবং প্রায় সতত কর্পূর সহ তার্পিণ তৈল, বা পরিষ্কার গর্জ্জনতৈল, অ[illegible] চাউলমুগরার তৈল গাত্রে মর্দ্দন করিলে অনতিদিবস মধ্যেই গাত্রের চুর্ণিচহ্নাদি বিলুপ্ত হইয়া কান্তি ও পুষ্টি হইতে থাকে। কিঞ্চিৎ জলসংযোগে গর্জ্জন তৈল ৫ বিন্দু পরিমাণে দিবসে দুই বার সেবন করাইলে বি[illegible] উপকার হইতে থাকে। এই সকল নিয়ম প্রতিপালন পূর্ব্বক [illegible] মাংস বর্জ্জিত ১৫০ পৃষ্ঠায় লিখিত পথ্যানুসারে থাকিলে অবশ্য আ[illegible] সম্ভব। এই সংক্ষেপোক্ত বিধান কয়েকটি দ্বারা কুষ্ঠ, পারা, গর্ম্মি [illegible] বাতরক্ত রোগসম্বন্ধীয় যে কোন চুর্ণিচহ্ন (কদাকারচিহ্ন) বা অপর [illegible] উপদ্রবাদি প্রকাশ পাইলে এইরূপ সালসা সেবন, ধূম গ্রহণ ই[illegible] উপায় বিধানে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহাতে অণুমাত্র সংশয় না[illegible]!

"দৃষ্টফলমিদং।"

৬০। গরল আরোগ্যের উপায়।—কেলে কড়ার পাতা ছেঁচিয়া জলে গুলিয়া শরীরের উপরি মর্দ্দন করিলে ভয়ঙ্কর গরলরোগ হইলেও আরোগ্য হইবে, ইহার অন্যথা নাই। "দৃষ্টফলমিদং"।

৬১। সামান্য জ্বরসহ কাস শান্তির উপায়।—সামান্য জ্বরসহ কাস থাকিলে বিশেষতঃ শিশুগণের পক্ষে ৫৪ পৃষ্ঠায় লিখিত ৫৫ নং ঔষধ সেবন করাইবে। ইহার সদৃশ গুণকর বিরল। সেবনজন্য ৫৫ নং ঔষধে দৃষ্টি কর।

৬২। কুইনাইন সেবনের সদুপায়।—কুইনাইন ভয়ঙ্কর তিক্ত; উহার সেবনে সকলেই বিশেষ কষ্টবোধ করেন। কিন্তু হরীতকী চর্ব্বণ পূর্ব্বক ২।১ ঢোক হরীতকীর রসপানের পর কুইনাইন সেবন করিলে কিছুমাত্র তিক্ত বোধ বা কষ্ট হইবে না।

৬৩। উপবিষের জ্বালানিবারণের উপায়।—সর্প ভিন্ন বিছা বোলতা ভ্রমর ইত্যাদি সম্বন্ধীয় উপবিষের জ্বালা উপস্থিত হইলে, দষ্ট স্থানে আপাঙ্গ অথবা আকন্দ আটা অথবা কচি আমড়া পাতাবাটা অথবা কাটা-নটের শিকড়ের রস; ইহাদের মধ্যে যে কোন ঔষধ হউক না কেন, প্রদান করিলে উপবিষের জ্বালা তৎক্ষণাৎ নিবারণ হয়। এই সকলের মধ্যে আপাঙ্গ অতি উত্তম জ্বালানিবারক।

৬৪। বৃশ্চিক বা কাঁকড়া বিছা দংশনের যাতনা নিবারণের উপায়।—বৃশ্চিক বা কাঁকড়া বিছা দংশনে কাতর হইলে ফট্‌কিরির খণ্ড (টুক্‌রা) চিম্‌টা দ্বারা অগ্নিশিখায় ধরণে গলিয়া উঠিলেই ক্ষতস্থানে প্রদান মাত্র অতি বিষম সদৃশ যাতনা হইলেও তৎক্ষণাৎ নিবারণ হয়। ব্যবস্থার প্রদানে উপকার ভিন্ন অপকার নাই। ইহা দ্বারা উপবিষ মাত্রের যাতনা নিবারণ হয়। "দৃষ্টফলমিদং"

৬৫। সাদাচটী।

পরিষ্কৃত সোরা ৮ তোলা, পরিষ্কৃত ফট্‌কিরি ২ তোলা, এই উভয়কে উত্তমরূপে চূর্ণ ও মিশ্রিত করিবে, তৎপরে আকার উপরি কটাহ চাপাইয়া এই ১০ তোলা নিক্ষেপ করিলে, তৎক্ষণাৎ জলবৎ তরল

হইয়া যায়। সেই সময় ক্ষন্তি আড় করিয়া কটাহ হইতে সেই জলবৎ তরল পদার্থকে (শোরা ও ফটকিরিকে) তুলিতে হয়; ক্ষন্তি ঝাড়িলে বা ছুরি দ্বারা চাঁচিলে শুক্লবর্ণ অতি সূক্ষ্ম চটী বহিষ্কৃত হইবে। ক্ষন্তি গরম হইলে পরিবর্ত্তন করিয়া দ্বিতীয় ক্ষন্তি লইবে অথবা জলে ডুবাইয়া ও পুঁছিয়া পুনর্ব্বার কটাহে নিমগ্ন করিতে পারিবে; ক্ষন্তিতে জল থাকিলে ভয়ঙ্কর ঘটনা হইবার সম্ভব। যখন কটাহে অগ্নিকণা দৃষ্ট হইবে, সে সময় কটাহ অবতরণ অথবা অগ্নির জ্বাল অল্প [illegible]য়া উচিত।

এই সাদাচটী ৩ হইতে ৬ রতি পরিমাণে দিবসে দুইবার চর্ব্বণ পূর্ব্বক জল সহ সেবন বিধি। ইহা দ্বারা প্লীহা, যকৃৎ, অগ্রমাংস, অগ্রকড়া, পাৎ, গুল্ম ইত্যাদি সঙ্কোচ হইয়া যথাস্থানে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করে এবং অগ্নি বৃদ্ধি ও কোষ্ঠ শুদ্ধি হয়।

শোথী ও উদরীকে সাদাচটী প্রদত্ত হইলে প্রস্রাব বৃদ্ধি হইয়া বিশেষ উপকার দর্শে; জ্বরকালে প্রয়োগ করিলে জ্বরত্যাগ করাইবার চেষ্টা করে। ইহা অজীর্ণ রোগীকে প্রদত্ত হইলে বহু গুণ প্রকাশ হয়।

৬৬। অম্লরোগের উপায়।—প্রতিদিন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ চূণের জল পান করিলে অম্ল ও ক্রিমি নিবারণ থাকে। নারিকেল ভস্ম সেবন করিলে শীঘ্র অম্লঘটিত পাড়ামাত্র নষ্ট হয়। এই নারিকেল ভস্ম প্রস্তুতের নিয়ম যথা—ঝুনা-নারিকেলে একটি ছিদ্র করিয়া নারিকেলের মধ্যে সৈন্ধব লবণ প্রবেশ করাইতে হইবে, সেই ছিদ্রে সেই মালার টুকুরা আচ্ছাদন করিয়া কাদা ও ন্যাকড়া দ্বারা প্রলেপ দিবে এবং রৌদ্রে শুষ্ক হইলে ঘুঁটের অগ্নিতে পোড়াইবে। তৎপরে উদ্ধার করিয়া সেই নারিকেলের দগ্ধ শস্য ও সৈন্ধব লবণ, এই উভয়কে একত্র মর্দ্দন করিয়া কাঁচ পাত্রে সংস্থাপন করিবে। তৎপরে প্রতিদিন অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে দিবসে দুই তিন বার সেবন হইলে দুই এক সপ্তাহ মধ্যে প্রবল অম্ল পীড়াও নিবৃত্তি হইয়া যায়।

৭৪। কোন পীড়াদির সময় বালকগণকে জোলাপ দিবার আবশ্যক হইলে, সে স্থলে জোলাপ না দিয়া বালকের উদরে তারপিন্‌তৈল বিশেষরূপে মর্দ্দন করিয়া গরমজলের ফোমেণ্টেসন করিলেই অতি শীঘ্র বিরেচন হয়।

৭৫। আয়াপানের পাতার রস ১০ বিন্দু হইতে ২০ বিন্দু পর্য্যন্ত ছাগীদুগ্ধ সহ পান করাইলে বালক ও বৃদ্ধগণের রক্ত আমাশয় অতিসত্বর আরাম হইয়া থাকে। ঐ রস অস্ত্রাদি দ্বারা সদ্যঃক্ষতস্থানে প্রদান করিলে বেদনা নিবারণ ও রক্ত-রোধ হইয়া ক্ষতস্থান শীঘ্র যোড়া লাগিয়া যায়।

৭৬। কর্ণরোগের চিকিৎসা। * কর্ণমধ্যে বেদনা বা পূযাদি হইলে পোস্তর ঢেঁড়িসিদ্ধ গরম জল অথবা আফিং মিশ্রিত গরম জল, অথবা দুগ্ধ মিশ্রিত ঈষদুষ্ণ গরম জল; এই সকল জলের অন্যতর জলের পিচকারি দ্বারা কর্ণকুহর পরিষ্কাররূপে দিনে দুই তিন বার ধুইয়া টিংচার ওপিয়াই, টিংচার ক্যাম্ফর, ভাইনম গ্যালেসাই ও আতর; এই সকল ঔষধের মধ্যে যাহা হয়, একটা লইয়া কানে ৫ বিন্দু পরিমাণে দিবসে দুই তিন বার প্রদত্ত হইলে পূয ও বেদনাদি অতিসত্বর নিবারণ হয়।

৭৭। মনসাসিজের পাতা অগ্নিতে ঝলসাইয়া রস বাহির করিবে, সেই রস ঈষদুষ্ণ সত্ত্বে কর্ণের ভিতর ঢালিয়া দিলে রোগী পরম-সুখ-জ্ঞান-পূর্ব্বক স্বাস্থ্য লাভ করে। ইহা ব্যবহারে উষ্ণশ্লেষ্ম-জন্য কর্ণের পীড়ামাত্র আরোগ্য হইয়া থাকে।

৭৮। উষ্ণশ্লেষ্মজন্য কর্ণে কট্‌ কট্‌, ঝন্‌ ঝন, বগ্‌ বগ্‌ ইত্যাদি যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে সেই সময় কাণের মধ্যে মুনাল তৈল তদভাবে তিল তৈল চারি পাঁচ ফোঁটা প্রদান করিয়া নিকিভাজার পুঁটুলি ঈষৎ গরম সত্ত্বে কাণের উপরি ধরিয়া রাখিলে ক্রমে ক্রমে রোগী স্বাস্থ্য লাভ করে।

---

* কর্ণ ভিন্ন অন্য স্থানে বেদনা বা ইনফ্লামেসন উপস্থিত হইলে উপরি উক্ত গরম-জলের ফোমেণ্টেসন এবং ঐ সকল ঔষধ মালিস করিলে অথবা বেদনাস্থানে বারংবার পুল্‌টিস প্রদান করিলে কিম্বা বেদনা স্থানে সেঁক দিয়া [illegible] কাপড় দ্বারা সর্ব্বদা ঢাকন করিয়া রাখিলে অতি সত্বর বেদনাদি নিবারণ হয়।

৭৯। উৰ্দ্ধশ্লেষ্মজন্য কাণে বেদনাদি উপস্থিত হইলে রসুনের ছোট কোষ রাষা) কাণের ভিতর প্রবেশ করাইয়া রাখিলে অতি সত্বর যন্ত্রণা ও দনাদি নিবারণ হয়।

৮০। দদ্রু (দাদ্) রোগের মহৌষধ।—য়্যাসিটিক্ য়্যাসিড্ পাঁচ তোলা ও সোহাগা ॥০ আধ্ তোলা, এই উভয়কে একত্র মর্দ্দন করিয়া শিশির ধ্য রাখিবে। তৎপরে দাউদ্ চুল্কাইয়া এই ঔষধ মালিস করিলে দুই চারি বসেই কোঁচদাদ বা অপরদাদ্ অর্থাৎ জগতের সকল প্রকার দাদ্ ও রোগ মাত্র আরোগ্য হয়। "দৃষ্টফলমিদং"

৮১। শিরঃপীড়া আরোগ্যের উপায় বিধান।—উৰ্দ্ধশ্লেষ্ম-জন্য রঃ পীড়া উপস্থিত হইলে মাতায় দপ্ দপ্, ঝন্ ঝন্, কট্ কট্ ইত্যাদি পদর্গে যখন অত্যন্ত কাতর হয়; সেই সময় পরিপক্ক শুষ্ক ঝিঙে বীজের স্য ॥০ তোলা ও খোসা ছাড়ানা কুচ ১ টী, এই উভয়কে একত্র পেষণ রিয়া ন্যাকড়ার পুটুলি করিয়া দৈবের মাতে চারি ৪ ঘটা ভিজাইয়া খিবে। তৎপরে সেই পুটুলি টিপিয়া হাতের চেটোয় চন্দনের ন্যায় ‌া লইয়া যত্ন সহ ২।৩ বার বিলক্ষণ নস্য করিলে খানিক পরেই নাসিকা ইতে নানাবর্ণের শ্লেষ্মা নির্গত হইতে থাকে। পরে মধ্যে মধ্যে ষড়ক্ষ ঘৃতের নস্য করিতে হয়। এইরূপে শ্লেষ্মা নির্গত হইলেই শিরঃ- ড়ার রোগী নিশ্চয় আরোগ্য লাভ করে।

৮২। গুরুতর শিরঃপীড়া হইলে দুই রগে লাইকার-লিটি (৩৯ নং ঔষধ চির আরক) তুলি দ্বারা চারি বা পাঁচ বার লাগাইয়া ফোস্কা করা পূৰ্ব্বোক্ত নস্য ব্যবহার; এই দুই প্রকার শিরোরোগের প্রধান উপায়, তি উৎকট হইলেও এই উপায় দ্বারা নিশ্চয় আরোগ্য সম্ভব।

৮৩। কিছুদিন ব্রহ্মরন্ধ্রে ভৃঙ্গরাজের রস মালিস ও নস্য করিলে অথবা স্তক মুণ্ডন পূৰ্ব্বক নিয়ত জলপটি প্রদানে ভয়ঙ্কর শিরঃপীড়া নিবৃত্তি হয়।

৮৪। উদরাময় ও অজীর্ণ আরোগ্যের উপায়।—কাঁচাবেল াটিয়া আঁটি বহিষ্করণ ও প্রক্ষালন হইলে আটির গহ্বর মধ্যে শোরার

কলম প্রবেশ করাইয়া অগ্নিদগ্ধ হইলে শোবার সহিত এই বেলশস্য চোকুটিয়া উদরাময় রোগীকে ভক্ষণ করাইলে অল্পসময় মধ্যে উদরাময়, অজীর্ণ ও গ্রহণী মাত্র আরোগ্য হয়। "দৃষ্টফলমিদং"

৮৫। আমাশয় ও রক্তামাশয় রোগের উপায়।—একবৎসর বয়স্ক তেতুলগাছের শিকড় ।০ চারি আনা, বড় জামগাছের পাতার রস ½ অর্দ্ধ ছটাক, জল শূন্য দুগ্ধের ঘোল ১০ তোলা; এই ঘোলে আর জাম পাতার রসে ঐ শিকড় পেষণ করিয়া অবশিষ্ট ঐ জল শূন্য ঘোল ও জামপাতার রস সহ মিলিত করিয়া সেবন করাইলে অতি সত্বর দুই চারি দিবস মধ্যে আমাশয় ও রক্তামাশয় আরোগ্য হইয়া থাকে; অতিরিক্ত রক্তামাশয়ে এই নিয়মে এই ঔষধ দুইবার সেবনে যথেষ্ট উপকৃত হইবে। যে কয়েক দিবস আরোগ্য না হয়, সে কয়েক দিবস পর্য্যন্ত এক একবার ইহা সেবনীয়, অতিরিক্ত স্থলে দুইবার করিয়া সেবন করান আবশ্যক। পথ্য যথা—পুরাণ চিঁড়ের মণ্ড বা জল সাবু বস্ত্রে ছাঁকিয়া পেয; বার্লী বা যবের মণ্ড, মিছিরি সহ বেল পোড়া, কৈ মাগুর মৎস্যের ঝোল, গাঁদাল ঝোল ইত্যাদি।

৮৬। যকৃৎ প্লীহার মলম।—রেড আইয়োডাইড অফ্ মার্কেরি সিম্পেল অয়েন্টমেণ্ট ১ ঔন্স। এই উভয়কে একত্র করিলে গলিয়া ঘৃতবৎ মলম প্রস্তুত হইবে। এই মলম প্লীহা বা যকৃতের উপরি প্রয়োগ করিলে কিঞ্চিৎ জ্বালা যন্ত্রণাদি হইয়া ফোস্কা উত্থিত হইলে প্লীহা যকৃতের বিশেষ উপকার দর্শে। পশ্চাৎ ফোস্কা গালিয়া জল বহির্গত হইবে, পরে গরম ঘৃত প্রদানে ক্ষত আরোগ্য হইয়া থাকে।

৮৭। প্লীহা যকৃৎ উপরি মালি।—বন আদা বিনাজলে ছেঁচিয়া রস বাহির করিবে। পরে সেই রস দিয়া বনআদা বাটিয়া প্লীহা ও যকৃতের উপরি প্রলেপ প্রদত্ত হইলে কিয়ৎক্ষণ পরে জ্বালা ও ফোস্কা হইয়া প্লীহা যকৃতের উপশম হইয়া থাকে। পশ্চাৎ ফোস্কা গালিয়া গরম ঘৃত প্রদানে ক্ষত আরোগ্য হইয়া যায়। প্লীহা যকৃৎ রোগে মধ্যে মধ্যে ইহা ব্যবহার করিলে এবং পূর্ব্বকথিত প্লীহা যকৃৎ রোগের

ঔষধ সেবিত হইলে অসাধ্য প্লীহা যকৃৎ ও জ্বরাদি আরাম হইয়া থাকে ; ৩৯ নং ঔষধ লাইকারলিটি এবং ৭২ নং ঔষধ মাষ্টার্ড পটি প্রদানে যে উপকার হইয়া থাকে, সেই সমস্ত উপকার এই বন আদা প্রয়োগেও হয়।

৮৮। চক্ষুর্দ্দোষ-সংশোধনের উপায়।—প্রতিদিন হুঁকার কটু জলের ঝাপ্টা চক্ষুতে প্রদান করিলে কখনই কোন রূপ চক্ষুরোগ বা চক্ষুর দোষ উপস্থিত হয় না। যদি চক্ষুতে অল্প অল্প ছানি, ঝাপ্সা, জলপড়া, পিচুটি পড়া ও ক্লেদে চক্ষুর জড়তা ইত্যাদি কোন দোষ থাকে ; তাহা হইলে সে রোগীর পক্ষে হুঁকার জল মহৌষধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। হুঁকার জল সপ্তাহ চক্ষুতে প্রদত্ত হইলে তাহার অসীম ফল প্রত্যক্ষ হয়।

৮৯। বিল্বপত্রের রস ৷৷০ আধ্ তোলা, সৈন্ধব লবণ ২ রতি, গব্য ঘৃত ৪ রতি, এই সমুদায় তাম্রপাত্রে কড়িদ্বারা উত্তমরূপে ঘর্ষণ করিয়া ঘনীভূত হইলে ঘুঁটিয়ার অগ্নিতে উত্তপ্ত ও স্তন্য দুগ্ধ দ্বারা তরলীকৃত করিয়া অঞ্জনবৎ চক্ষুতে প্রদান করিলে চক্ষুর শোথ, শূল, অভিষ্যন্দি, অধিমন্থ, রক্তস্রাব ইত্যাদি রোগ নিবারণ হয় এবং ঝাপ্সা বা ছানি কাটিয়া যায়।

———:০:———

গ্রন্থকর্ত্তার আক্ষেপ।—সাধারণের হিতার্থে এবং সমাজকে আয়ুর্জ্ঞানে বিভূষিত করিবার মানসে অসংখ্য চিকিৎসা ও মুষ্টিযোগাদি অসীম যত্নে শিক্ষা পূর্ব্বক চিকিৎসাকার্য্য করিতেছি সত্য ; কিন্তু দেহ অস্থায়ি এবং ক্ষণবিধ্বংসি ইত্যাকার জ্ঞানে সাধারণের মঙ্গল কামনায় সম্যক্ বিষয় প্রকাশ করিতেও নিতান্ত ইচ্ছুক ; সম্প্রতি অর্থাভাব প্রযুক্ত আর মুদ্রিত করিতে পারিলাম না ; অতএব এই পুস্তকগ্রহণরূপদয়া সাধারণের হৃদয়ে উপস্থিতি হইলে অবশ্য অপরাপর বিষয় প্রকাশ করিব।